- তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।
  শুদ্ধ : তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।
- সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।
  শুদ্ধ : সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
- মুমূর্ষু ব্যক্তিরা সেবা করবে।
  শুদ্ধ : মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।
- অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।
  শুদ্ধ : অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
- মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।
  শুদ্ধ : মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।

লেকচার-৯ : সেল্ফ টেস্ট

১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
ক ঠাণ্ডা খ কুষ্মাণ্ড গ উত্তরকাণ্ড ঘ ভণ্ড

২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক স্বায়ত্তোশাসন খ অপেক্ষমান
গ অনিন্দসুন্দর ঘ শ্বশ্রূ

৩. কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক সমীচীন খ প্রতীচি গ উদীচী ঘ অনাথীনী

৪. বানানরীতিতে শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ কোনটি?
ক ত্রহস্পর্শ, অহোরাত্রি, গড্ডালিকা খ ত্বরণ, নৈঋর্ত, রজকিনী
গ প্রত্যুষ, নির্দ্বন্দ্ব, তদ্ব্যতীত ঘ দয়ার্দ্র, সখ্যতা, রুগ্ন

৫. নিচের কোনটি অশুদ্ধ?
ক পিপীলিকা খ বিদ্রূপ গ শিরশ্ছেদ ঘ বৃশ্চিক

৬. অধিকার বা মালিকানা অর্থে নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক স্বত্বাধিকার খ স্বত্বাধিকারী গ স্বত্ত্বাধিকার ঘ সত্ত্বাধিকার

৭. কোনটি ঠিক বানান?
ক অভূতপুর্ব খ অভুতপূর্ব গ অভূতপূর্ব ঘ অভুতপুর্ব

৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক স্বচ্ছলতা খ উর্ধমুখী গ উচ্ছৃঙ্খল ঘ প্রজ্জলন

৯. কোন শব্দটি নির্ভুল?
ক উপর্যুক্ত খ উপরুক্ত গ উপরিউক্ত ঘ উপরিযুক্ত

১০. কোন বাক্যটি ঠিক?
ক কীর্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন
খ কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন
গ কীর্তিবাস বাঙ্গালা রামায়ণ লিখেছেন
ঘ কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন

১১. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক তৃহায়ন খ তৃহায়ণ গ ত্রিহায়ন ঘ ত্রিহায়ণ

১২. ঠিক বানান নির্দেশ কর—
ক জ্যাত্যোভিমান খ জাত্যাভিমান
গ জাত্যভিমান ঘ জাতিাভিমান

১৩. ঠিক বানান কোনটি?
ক আইনজীবি খ উচ্ছাস গ সত্তা ঘ ইতিমধ্যে

১৪. নিচের কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ?
ক সমিচিন খ মুমুর্ষু গ আকাঙ্খা ঘ সান্ত্বনা

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক গোধুলী খ গোধুলি গ গোধূলি ঘ গোধূলী

১৬. 'ণ' এর উচ্চারণগত বানান কোনটি?
ক মূর্ধণ্য খ মুর্ধণ্য গ মুর্ধন্য ঘ মূর্ধন্য

১৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ অন্ত্যেস্টিক্রিয়া গ অন্ত্যাষ্টিক্রিয়া ঘ অন্তেস্টিক্রিয়া

১৮. নিচের কোন শব্দের বানানটি শুদ্ধ?
ক দূরান্বয় খ দূর্নিবার গ দূর্নীতি ঘ দূর্নাম

১৯. নিচের কোন শব্দজোড় ভুল?
ক সাধুতা, দৈন্য খ গড্ডালিকা, লজ্জাঙ্কর
গ শিরশ্ছেদ, বৃশ্চিক ঘ পাণিনি, উন্মীলিত

২০. কোনটি শুদ্ধ?
ক অভিক খ নির্ভিক গ অনিক ঘ ধ্বনি

উত্তরপত্র

সেল্ফ টেস্ট : লেকচার-১

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
গ	খ	ক	খ	খ	গ	ক	খ	ঘ	খ
১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯.	২০.
ক	খ	গ	খ	গ	খ	ক	খ	ক	ক

সেল্ফ টেস্ট : লেকচার-২ ও ৩

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
ক	খ	ঘ	গ	ক	ক	খ	ক	খ	ক
১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯	২০.
খ	খ	ঘ	ঘ	গ	গ	খ	খ	ঘ	খ

সেল্ফ টেস্ট : লেকচার-৪

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
ক	গ	ঘ	ক	গ	ঘ	ক	গ	খ	ক
১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯	২০.
গ	ক	গ	খ	গ	ক	গ	ক	গ	ক

সেল্ফ টেস্ট : লেকচার-৫ ও ৬

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
খ	খ	ক	গ	ঘ	খ	খ	ঘ	খ	গ
১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯	২০.
গ	ঘ	খ	গ	ঘ	খ	ঘ	গ	খ	গ

সেল্ফ টেস্ট : লেকচার-৭

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
গ	গ	ঘ	ক	গ	খ	ঘ	খ	গ	গ
১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯	২০.
গ	ক	গ	খ	গ	ক	গ	ক	গ	ক

সেল্ফ টেস্ট : লেকচার-৮

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
ঘ	খ	ক	খ	ক	গ	খ	ক	ক	গ
১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯	২০.
গ	ক	খ	গ	খ	ক	গ	খ	খ	খ

সেল্ফ টেস্ট : লেকচার-৯

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
ক	ঘ	ঘ	গ	খ	ক	গ	গ	ক	ঘ
১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯	২০.
ঘ	গ	গ	ঘ	গ	ঘ	ক	ক	খ	ঘ

BCS

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা ভাষা (লেকচার ১ থেকে ৯) নোট-১

BCS CONFIDENCE

বেলাল আহমেদ রাজু

কনফিডেন্স

র্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। মোবাইল : ০১৯৭২১০১৫১৪

পরীক্ষা দিতে **Visit** করুন : www.confidenceexampoint.com

অফিসিয়াল **Page :** https://www.facebook.com/bcsconfidence.raju

ীকরণ : এই বুকলেট কপিরাইট (নং-১৪৭৬৩) নিবন্ধিত। তাই বুকলেটটি আংশিক বা সম্পূর্ণ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিসিএস প্রিলিমিনারি : বাংলা ভাষা (লেকচার ১-৯)

লেকচার-১ : ভাষা, ধ্বনি ও বর্ণ

ভাষা

মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ভাষা। মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব-প্রকাশক ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলে। অঞ্চলবিশেষে ভাষার পার্থক্য দেখা যায়। ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যেমন–

১. ধ্বনি
২. শব্দ
৩. বাক্য
৪. অর্থ

ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. অর্থদ্যোতকতা
২. মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি
৩. জনসমাজে ব্যবহার-যোগ্যতা

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক। ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস অনার্য ভাষা। আর্যদের আগমনের পর এ ভাষা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন 'বৈদিক ভাষা।' পুরোনো গ্রন্থ বেদের ভাষাকেও বৈদিক ভাষা বলে। পরবর্তীকালে পণ্ডিতরা বৈদিক ভাষাকে সংস্কার করে একটি সাহিত্যের ভাষায় রূপ দেন। সংস্কারজাত এ নতুন ভাষাই হলো 'সংস্কৃত ভাষা।' কারো কারো ধারণা– সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, অভিজাত শ্রেণির মুখের ভাষা ছিল 'সংস্কৃত'। আর যারা 'প্রাকৃত জন' অর্থাৎ সাধারণ লোক, তারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন না। তাদের মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। 'প্রাকৃত'-এর শাব্দিক অর্থ হলো 'স্বাভাবিক'। এই প্রাকৃত ভাষা কালক্রমে আরও প্রাকৃত হয়ে 'মাগধী প্রাকৃত' রূপ লাভ করে। এই মাগধী রূপের অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, মাগধী প্রাকৃতের প্রাচ্যরূপ গৌড়ীয় প্রাকৃত। গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে গৌড়ীয় অপভ্রংশ এবং এ গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল, বাংলা ভাষার বয়স এবং বাংলা ভাষার আদিকাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন।

বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল

বাংলা ভাষার বয়স

- সপ্তম শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী (১৪০০ বছর) **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে।**
- দশম শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী (১১০০ বছর) **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে।**

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

- **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে,** গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।
- **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে,** মাগধী প্রাকৃত হতে।

ভাষার মূল/একক-সংক্রান্ত তথ্য

ভাষার মূল উপকরণ	বাক্য	শব্দের ক্ষুদ্রতম একক	ধ্বনি
ভাষার মৌলিক উপাদান	ধ্বনি	বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক	শব্দ
ভাষার ক্ষুদ্রতম একক	ধ্বনি	বাক্যের মৌলিক উপাদান	শব্দ
ভাষার প্রাণ	বাক্য	বাক্যের প্রধান উপাদান	শব্দ

বাংলা ভাষার মৌলিক অংশ

ধ্বনি (sound)	মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে আওয়াজ উৎপন্ন করে, তাকেই ধ্বনি (phone/sound) বলে।
শব্দ (word)	শব্দ বস্তু বা ভাবের দ্যোতক, অর্থপূর্ণ ধ্বনি ও ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলা হয়।
বাক্য (sentence)	ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপি তার Language গ্রন্থে বাক্য সম্পর্কে বলেন, It is the linguistic expression of a proposition, অর্থাৎ বাক্য কোনো একটি বক্তব্যকে ভাষায় প্রকাশ করে।
অর্থ (meaning)	বক্তা ভাষার ধ্বনি, রূপমূল, শব্দ, পদবন্ধ, বাক্যকল্প, বাক্যস্বর ও শারীরিক ইঙ্গিতে এবং প্রতিটি সংকেতের মধ্য দিয়ে যে বার্তা/ধারণা/তথ্য/সংবাদ শ্রোতার কাছে প্রেরণ করতে চায়, সেই বার্তা/ধারণা/তথ্য সংবাদই বক্তার অভিপ্রেত অর্থ।

বাংলা ভাষারীতি

বাংলা ভাষার প্রধান বা মৌলিক রূপ দুটি, যথা–

ক. লৈখিক বা লেখ্য রূপ
খ. মৌখিক বা কথ্য রূপ।

মৌখিক রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি : একটি প্রমিত রীতি (Standard Colloquial Language) অপরটি আঞ্চলিক কথ্য রীতি (Regional Colloquial Language)।

বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটি রীতি : একটি চলিত রীতি, অপরটি সাধুরীতি।

বাংলা ভাষার প্রকারভেদ বা রীতিভেদ নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়–

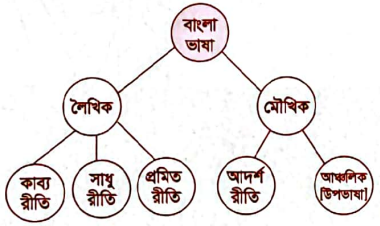

সাধুরীতি

সংজ্ঞা	বাংলা গদ্যসাহিত্যে ব্যবহৃত তৎসম শব্দ বহুল সুষ্ঠু, মার্জিত, সর্বজনবোধ্য, অথচ নিয়মবদ্ধ ও কৃত্রিম ভাষারূপ হলো সাধু ভাষা।
বৈশিষ্ট্য	বাংলা লেখ্য সাধুরীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে।
	এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।
	এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।
	এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।
	সাধুরীতি কৃত্রিম।
	নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা ও কথোপকথনের জন্য সাধুভাষা অনুপযোগী।
উদাহরণ	১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। প্রথম যেইদিন বাংলা ভাষার জন্য বাঙালি রক্ত ঝরিয়াছিল, সেইদিন হইতেই দীর্ঘ পরাধীনতার পর বাঙালির স্বাধীনতার পথে যাত্রা।

চলিত রীতি

সংজ্ঞা	সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে চলিত ভাষা বলা হয়।
	চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয় প্রমিত ভাষা।
	চলিত ভাষার প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকাটি চলিত ভাষা প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বৈশিষ্ট্য	চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।
	চলিত রীতিতে তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি হয়।
	চলিত রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য।
	বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।
	চলিত রীতি কৃত্রিমতাবর্জিত।
	সাধুরীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে।
	চলিত ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্তরূপে ব্যবহৃত হয়।
উদাহরণ	১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। প্রথম যেদিন বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির রক্ত ঝরেছিল, সেদিন থেকেই দীর্ঘ পরাধীনতার পর বাঙালির স্বাধীনতার পথে যাত্রা।

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

সাধুরীতি	প্রমিত রীতি/আদর্শ রীতি
সাধুরীতি গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী।	প্রমিত/আদর্শ রীতি কৃত্রিমতাবর্জিত। এ রীতি মানুষের মনের ভাব প্রকাশে অপেক্ষাকৃত বেশি উপযোগী।
সাধুরীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর কাঠামো অপরিবর্তনশীল। এর পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত।	প্রমিত/আদর্শ পরিবর্তনশীল। কালের প্রবাহে এ রীতি পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।
সাধুরীতি নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা ও কথোপকথনের অনুপযোগী।	প্রমিত/আদর্শ সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য। এ রীতি নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা ও কথোপকথনের জন্য বেশি উপযোগী।
সাধুরীতিতে তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি।	প্রমিত/আদর্শরীতিতে তদ্ভব, দেশি, ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।
সাধুরীতিতে ক্রিয়াপদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয় ক্রিয়াপদেই তা লক্ষণীয়। **সমাপিকা :** লিখিয়াছি, লিখিব, পড়িয়াছি। **অসমাপিকা :** পড়িয়া, লিখিয়া, বলিয়া।	প্রমিত/আদর্শ ভাষায় ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয় এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয় ক্রিয়াপদেই তা প্রকাশ পায়। যেমন– **সমাপিকা :** লিখেছি, লিখব, পড়েছি। **অসমাপিকা :** পড়ে, লিখে, বলে।

আঞ্চলিক ভাষা : বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বলে। আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম উপভাষা। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

ভাষারীতির রূপান্তর

পদ	সাধুরীতি	প্রমিত/আদর্শরীতি	সাধুরীতি	প্রমিত/আদর্শরীতি
বিশেষ্য	মস্তক	মাথা	সুতা	সুতো
	জুতা	জুতো	পূজা	পুজো
	তুলা	তুলো	জ্যোৎস্না	জোছনা
	গৃহ	ঘর		

পদ	সাধুরীতি	প্রমিত/আদর্শরীতি	সাধুরীতি	প্রমিত/আদর্শরীতি
বিশেষণ	শুষ্ক/শুকনা	শুকনো	কিয়ৎক্ষণ	কিছুক্ষণ
	বন্য	বুনো	সলজ্জ	লাজুক
	সতিশয়	অত্যন্ত	বৃহৎ	বড়
ক্রিয়াপদ	করিবার	করবার/করার	হইল	হলো/হল
	পাইয়াছিলেন	পেয়েছিলেন	দেখিয়া	দেখে
	হইলেন	হলেন	করিলেন	করলেন
	আসিয়া	এসে	দেন নাই	দেননি
	ভাঙিয়া যাইতে লাগিল	ভেঙে যেতে লাগল	পার হইয়া	পেরিয়ে
	ফুটিয়া রহিয়াছে	ফুটে রয়েছে	পড়িল	পড়ল
	করিয়া	করে		
সর্বনাম	তাঁহারা/উঁহারা	তাঁরা/ওঁরা	কাহারা	কারা
	তাহাকে/উহাকে	তাকে/ওকে	যাহারা	যারা
	তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর	তাহাদের	তাদের
	ইহারা	এরা		
অব্যয়	পূর্বে	আগে	অপেক্ষা	চেয়ে
	যদ্যপি	যদি	হইতে	হতে
	সহিত	সাথে/সঙ্গে	অতএব	কাজেই
	তথাপি	তবুও	তথায়	সেখানে

বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ

রচয়িতা	ব্যাকরণ গ্রন্থ
মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও	**Bocabulario em Idiomae Benglla'e Portugues (১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)।** প্রাচীনতম বাংলা ব্যাকরণ। পর্তুগিজ ভাষায় রচিত।
নাথানিয়েল ব্রাসি হেলহেড	**A Grammar of the Bengal Language.** বাংলা ভাষার প্রথম আদর্শ ব্যাকরণ। ইংরেজি ভাষায় রচিত।
উইলিয়াম কেরি	**A Grammar of the Bengali Language (1801).** ইংরেজি ভাষায় রচিত।
রাজা রামমোহন রায়	**গৌড়ীয় ব্যাকরণ :** বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	ব্যাকরণ কৌমুদী
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাঙ্গালা ব্যাকরণ
	বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	ব্যাকরণ মঞ্জরী
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	The Origin and Development of Bengli Language (ODBL).
	ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ
ড. সুকুমার সেন	বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত
	বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ
ড. আব্দুল হাই	ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- **'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা →** মুহম্মদ আবদুল হাই *[৪৬তম বিসিএস]*
- সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে? → মানোএল দ্য আসসুম্পসাঁও *[৪৩তম বিসিএস]*
- বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি? → স্বরযন্ত্র, ফুসফুস, দাঁত *[৪৩তম বিসিএস]*
- বাঙালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি? → বরিশাল *[৪২তম বিসিএস]*
- বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন? → অস্ট্রিক *[৪২তম বিসিএস]*

- সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি বেশি দেখা যায়? → ক্রিয়া ও সর্বনাম *[৩৯তম বিসিএস]*
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা? → বাংলা সাহিত্যের কথা [৩৭তম বিসিএস]
- মুহম্মদ আব্দুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? → ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব [৩৭তম বিসিএস]
- 'The Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন → ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [৩৩তম বিসিএস]
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? → ধ্বনি [৩২তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা → রাজা রামমোহন রায় [২৯তম বিসিএস]
- কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন? → ব্রাসি হ্যালহেড [২৬তম বিসিএস]
- 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' কে রচনা করেন? → ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ [২৪তম বিসিএস]
- প্রথম 'থিসারাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেছেন → অশোক মুখোপাধ্যায় [২৩তম বিসিএস]
- 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন? → ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [২২তম বিসিএস]
- 'তৎসম' শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়? → সাধুরীতি [২৯তম বিসিএস]
- সাধুভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? → নাটকের সংলাপে [১৮তম বিসিএস]
- বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? → শব্দ [১৮তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে কোন ভাষা থেকে? → প্রাকৃত ভাষা [১৭তম বিসিএস]
- সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য → ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে [১৫তম বিসিএস]

পিএসসি অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- বক্তৃতা ও সংলাপের জন্য কোন ভাষা বেশি ব্যবহার করা হয়? → চলিত ভাষা (বর্তমানে আদর্শ কথ্য রীতি) *[উপজেলা/আরবান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, ২০২০]*
- বাংলা ভাষার রীতি কয়টি? → দুটি *[পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট, ২০২০]*
- বাঙালি জাতির মাতৃভাষা কোনটি? → বাংলা *[পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট, ২০২০]*
- 'দেখিয়া' শব্দের চলিত রূপ কোনটি? → দেখে *[এন.এস.আই.এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার, ২০১৯]*
- ভাষার কোন রীতি নাটকের সংলাপে ও বক্তৃতায় অনুপযোগী? → সাধু রীতি *[এন.এস.আই.এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার, ২০১৯]*
- নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের কথা ও ভাবের প্রতীক কোনটি? → শব্দ *[এন.এস.আই.এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার, ২০১৯]*
- বাংলা ভাষায় তিনটি মৌলিক অংশ রয়েছে, এগুলো → ধ্বনি, শব্দ, বাক্য [এনএসআই-এর সহকারী পরিচালক, ২০১৭]
- প্রত্যেক ভাষারই মৌলিক অংশ → চারটি [এনএসআই-এর সহকারী পরিচালক, ২০১৭]
- বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি? → প্রাকৃত ভাষা [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে → প্রাকৃত ভাষা থেকে [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- বাংলা ভাষা যে ভাষা থেকে এসেছে → গৌড়ীয় প্রাকৃত [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৬]
- বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা → অস্ট্রিক [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক → ধ্বনি [১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন, ২০১৬]
- 'অদ্য' শব্দটি যে ভাষারীতির → সাধু রীতি [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৬]
- নাটকের সংলাপের উপযোগী ভাষার যে রীতি → আদর্শ কথ্য রীতি [১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন, (স্কুল-২) ২০১৬]
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ রচিত গ্রন্থ → বাংলাভাষার ইতিবৃত্ত [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ পরিদর্শক, ২০১৬]
- জুতো শব্দটি → প্রমিত/আদর্শ রীতি [১১তম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৪]
- ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দবহুল → প্রমিত/আদর্শ রীতি [১১তম শিক্ষক নিবন্ধন, ২০১৪]
- প্রমিত/আদর্শ কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য → প্রমিত উচ্চারণ [১০ম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৪]
- ভাষার মূল উপকরণ → বাক্য [১১তম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৪]
- বাংলা ভাষা যে মূল ভাষার অন্তর্গত → ইন্দো-ইউরোপীয়। [১১তম শিক্ষক নিবন্ধন, ২০১৪]
- ব্যাকরণ ও ভাষার মধ্যে কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে → ভাষা [১০ম শিক্ষক নিবন্ধন, ২০১৪]
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব → গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে [১০ম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৪]

ব্যাকরণ

'ব্যাকরণ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই, বি + আ + √কৃ + অন। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

সংজ্ঞা : ব্যাকরণ হলো এমন একটি শাস্ত্র, যা ভাষার স্বরূপ, প্রয়োগরীতি, গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সেই ভাষাকে শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে শেখায়।

ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব

- ব্যাকরণ ভাষার যাবতীয় নিয়মকানুনের লিখিত দলিল। এজন্য ব্যাকরণকে 'ভাষার সংবিধান' বলা হয়।
- ভাষার উপাদানগুলোর গঠনকৌশল ও প্রয়োগবিধি জানতে ব্যাকরণ পাঠ অত্যাবশ্যক।
- ভাষার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রূপ সম্পর্কে ব্যাকরণ ধারণা দেয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

- বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় চারটি। যথা–
  - ক. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
  - খ. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
  - গ. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)
  - ঘ. অর্থতত্ত্ব (Semantics)
- Lexicography অভিধানতত্ত্ব ও ব্যাকরণের আলোচ্য ধ্বনিতত্ত্বগত বিষয়।

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

বাকপ্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা এককে (Phoneme) ধ্বনিমূল বলা হয়।

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

- ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালি ও উচ্চারণের স্থান
- ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস
- ধ্বনিসংযোগ বা সন্ধি
- ধ্বনি পরিবর্তন ও লোপ
- ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান
- ধ্বনি ও বর্ণ
- বর্ণমালা ও লিপি
- বাংলা উচ্চারণের নিয়ম
- বাংলা বানানের নিয়ম

শব্দ বা রূপতত্ত্ব (Morphology)

রূপতত্ত্ব : এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে তৈরি হয় শব্দ। শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ। রূপ গঠন করে শব্দ। এ জন্য শব্দ সম্পর্কিত বিষয়াবলির আলোচনাকে বলা হয় রূপতত্ত্ব।

রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়গুলো হলো

- শব্দ
- শব্দরূপ
- শব্দদ্বৈত
- প্রকৃতি-প্রত্যয়
- বচন
- উপসর্গ
- অনুসর্গ
- সমাস
- পুরুষ
- লিঙ্গ

পদ : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া (ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ারকাল)

- Morpheme বা রূপ : শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ।

বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntex)

মানুষের বাকপ্রত্যঙ্গজাত ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত শব্দসহযোগে সৃষ্ট অর্থবোধক বাকপ্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম।

বাক্যতত্ত্ব : বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়–

- বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালি, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা
- পদের রূপ পরিবর্তন
- ছেদচিহ্ন
- এক কথায় প্রকাশ
- প্রবাদ-প্রবচন
- বাচ্য
- উক্তি
- কারক বিভক্তি

অর্থতত্ত্ব (Semantics)

অর্থতত্ত্ব : অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়–

- শব্দের অর্থবিচার
- বাক্যের অর্থবিচার
- অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ; যেমন– মুখ্যার্থ, গৌণার্থ
- বিপরীতার্থ
- বাগ্‌ধারা
- শব্দ জোড়
- সমার্থক শব্দ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- ব্যাকরণকে 'ভাষার সংবিধান' বলা হয়।
- ব্যাকরণ = বি + আ + √কৃ + অন। অর্থ– বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।
- শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়– রূপ।
- ভাষাকে শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে শেখার জন্য ব্যাকরণ পাঠ প্রয়োজন।
- ব্যাকরণে আলোচিত বিষয় চারটি– ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম, অর্থতত্ত্ব।
- উপসর্গ, অনুসর্গ, সমাস, পুরুষ, কারক-বিভক্তি, প্রকৃতি-প্রত্যয় প্রভৃতি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
- সন্ধি, ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালি ও উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান প্রভৃতি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
- ছেদচিহ্ন বাক্যতত্ত্বের আলোচিত বিষয়।
- বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন রাজা রামমোহন রায়। ব্যাকরণটির নাম গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
- বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন পাদরি মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও (পর্তুগিজ ভাষায়)।
- ড. মুহম্মদ এনামুল হক রচিত ব্যাকরণের নাম 'ব্যাকরণ মঞ্জুরী।'
- মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ভাষা।
- বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে।
- প্রত্যেক ভাষার চারটি মৌলিক অংশ থাকে।
- বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষা অস্ট্রিক।
- বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার দুইটি প্রধান শাখা– কেন্তুম ও শতম। শতম শাখা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।
- বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃত ভাষা থেকে। প্রাকৃত শব্দের অর্থ স্বাভাবিক।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব মাগধী প্রাকৃত থেকে।
- বাংলা ভাষারীতির রূপ দুটি। যথা : সাধু ও চলিত।
- সাধুভাষা তৎসম শব্দবহুল, ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে। নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য অনুপযোগী।
- চলিত ভাষা তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দবহুল। বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাটকের সংলাপের জন্য উপযোগী।
- সাধারণত ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপগত বিভিন্নতার জন্য সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
- বাংলা ভাষার চলিত রীতি কৃত্রিম আবর্জিত ও পরিবর্তনশীল।

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দ → দেশি [৪৬তম বিসিএস]
- বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বর কয়টি? → ২ [৪৬তম বিসিএস]
- নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? → আ [৪৩তম বিসিএস]
- নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে? → অক্ষর [৪১তম বিসিএস]
- বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণমালায় 'ম' অক্ষরটির পূর্বের পঞ্চম অক্ষরটি কী? → 'ন' [৪০তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? → ৭টি [৩৫তম, ৩৮তম বিসিএস]
- বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? → দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ [৩৭তম বিসিএস]
- 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? → যৌগিক স্বরধ্বনি [৩৭তম বিসিএস]
- বাংলা বর্ণমালার অর্ধমাত্রার বর্ণ → ৮টি [৩৬তম বিসিএস]
- 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস → বন্ + ধন্ [৩৬তম বিসিএস]
- কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? → চ [৩০তম বিসিএস]
- 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? → ধ্বনিতত্ত্ব [১৮তম বিসিএস]
- কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? → চ, ছ [১৩তম বিসিএস]

পিএসসি অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- বাংলা ব্যাকরণ প্রথম কে রচনা করেন? → এন.বি. হ্যালহেড *[পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর, ২০২০]*
- 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার রচনা? → ড. মুহাম্মদ এনামুল হক *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ২০২০]*
- 'ক্রিয়ারকাল ও পুরুষ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? → রূপতত্ত্বে *[সোনালী ব্যাংক লি., ২০১৯]*
- 'Morphology' এর সমার্থক বাংলা প্রতিশব্দ হলো → শব্দ/রূপতত্ত্ব [জীবন বীমা করপোরেশন, ২০১৮]
- ণত্ব ও ষত্ববিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? → ধ্বনিতত্ত্ব [সিনিয়র স্টাফ নার্স ২০১৮; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, ২০১৭]
- সমাস ও উপসর্গ ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? → রূপতত্ত্বে [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ পরিদর্শক, ২০১৬]
- সন্ধি ব্যাকরণের যে অংশে আলোচিত হয় → ধ্বনিতত্ত্বে [১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন, ২০১৬]
- 'ব্যাকরণ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে → সংস্কৃত [১০ম শিক্ষক নিবন্ধন, ২০১৪]

ধ্বনি ও বর্ণ

কোনো ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলো ধ্বনি। এক বা একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে একটি অর্থ সৃষ্টি করে। ধ্বনিই ভাষার মূলভিত্তি।

ধ্বনি উচ্চারণে বাগযন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। বাগযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া কোনো ধ্বনি বা বর্ণ উচ্চারণ করা যায় না। বাগযন্ত্রগুলো হলো– জিহ্বা, জিহ্বার ডগা, কণ্ঠ, আলজিভ, তালু, দাঁত, উপরের পাটির দাঁতের সঙ্গে লাগানো তালু, দন্তমূল বা মূর্ধা, ওষ্ঠ ও নাক।

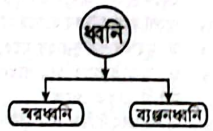

বর্ণ : বর্ণ হলো ভাষার উচ্চারিত উপাদানের প্রতীক বা চিহ্ন, যা দিয়ে ধ্বনিকে নির্দেশ করা যায়। ধ্বনি মুখে উচ্চারিত হয় আর তার লিখিত রূপই হলো বর্ণ। অর্থাৎ যেসব প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে ধ্বনি নির্দেশ করা হয়, তা-ই বর্ণ।

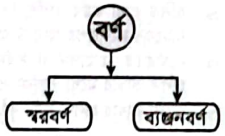

বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালার মোট বর্ণসংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে ১১টি স্বরবর্ণ ও ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ : ১১টি	ব্যঞ্জনবর্ণ : ৩৯টি
অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।	ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ।

মাত্রার ভিত্তিতে বর্ণমালা

মাত্রা : স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মাথায় যে সোজা দাগ টানা হয়, সেটি মাত্রা।

মাত্রা	বর্ণসংখ্যা	বর্ণমালা
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২টি	৬টি স্বরবর্ণ : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ২৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ : ক, ঘ চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত দ, ন, ফ, ব, ভ, ম, য, র ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়
অর্ধমাত্রা বর্ণ	৮টি	১টি স্বরবর্ণ : ঋ ৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ : খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ
মাত্রাহীন বর্ণ	১০টি	৪টি স্বরবর্ণ : এ, ঐ, ও, ঔ ৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ : ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ

কার ও ফলা

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত প্রতীক বা চিহ্নকে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। আর প্রত্যেক ধ্বনি বা বর্ণের লিখিত রূপ দুটি– ক. পূর্ণরূপ, খ. সংক্ষিপ্ত রূপ।

কার : স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে।

ফলা : ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে।

বিলীন বর্ণ : 'অ' এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। তাই 'অ' কে বিলীন/লীলিন বর্ণ বলা হয়।

কার ও ফলা হওয়ার কারণ

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলো যখন নিজে নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবহার হয় অর্থাৎ স্বরবর্ণ + স্বরবর্ণ মিলিত হয়, তখনই পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে; কিন্তু যখন 'অ' ব্যতীত স্বরধ্বনিগুলো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়, তখন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ঠিক ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ১০টি

বর্ণ	(কার) সংক্ষিপ্ত রূপ	উদাহরণ	বর্ণ	(কার) সংক্ষিপ্ত রূপ	উদাহরণ
আ	া	মা, বাবা, ঢাকা	ঋ	ৃ	কৃষক, তৃণ, পৃথিবী
ই	ি	চিনি, মিনি, কিনি	এ	ে	চেয়ার, টেবিল, মেয়ে
ঈ	ী	শশী, সীমানা, রীতি	ঐ	ৈ	তৈরি, বৈরী, হৈচৈ
উ	ু	কুকুর, পুকুর, দুপুর	ও	ো	খোকা, পোকা, বোকা
ঊ	ূ	ভূত, মূল্য, সূচি	ঔ	ৌ	নৌকা, মৌসুমি, পৌষ

ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ৬টি

বর্ণ	(ফলা) সংক্ষিপ্ত রূপ	উদাহরণ	বর্ণ	(ফলা) সংক্ষিপ্ত রূপ	উদাহরণ
য	্য	ব্যাং, খ্যাতি, সহ্য	ন	্ন	বিভিন্ন, যত্ন, রত্ন
ব	্ব	পক্ব, বিশ্ব, অশ্ব	ণ	্ণ	পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ
ম	্ম	পদ্ম, সম্মান, স্মরণ	ল	্ল	ক্লান্ত, ম্লান, অম্ল
র	্র	প্রমাণ, শ্রান্ত, ক্রয়			

ব্যবহারিক নিয়ম

ন ও ণ ফলা	ণ	ণ-ফলা লিখতে হলে বর্ণের নিচে	পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ
	হ্ন	ন-ফলা লিখতে হলে বর্ণের ডানে লিখতে হবে	মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন
র ও য ফলা	প্র	র-ফলা সবসময় বর্ণের নিচে	প্রাণ, ত্রয়ী
	্য	য-ফলা সবসময় বর্ণের ডানে বসবে	ব্যয়, সহ্য

স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ

স্বরধ্বনি : যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না, তাদের স্বরধ্বনি বলে। যেমন– অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

মৌলিকতা অনুযায়ী স্বরবর্ণ

মৌলিকতা অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

ক. মৌলিক স্বর : বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা : অ, আ, ই, উ, অ্যা, এ, ও। ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আব্দুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় নতুন 'অ্যা' ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।

- মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ

সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলাকৃতি
ঠোঁটের অবস্থান দু-দিকে প্রসারিত/স্ফীত হবে ই/ঈ এ অ্যা *	 আ উচ্চারণের সময় ঠোঁট ওপর এবং নিচের দিকে হাঁ করে থাকবে	 ঠোঁট উচ্চারণের সময় গোলাকৃতি হয়ে যাবে উ/ঊ ও অ

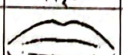

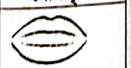

যৌগিক স্বর/দ্বিস্বর/সন্ধিস্বর

পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি মোট ২৫টি। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটি বর্ণ রয়েছে। এ দুটি স্বরধ্বনি মিলে একটি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ঐ এবং ঔ-র গঠনপ্রক্রিয়া নিম্নরূপ–

ঐ	অ + ই
ঔ	অ + উ

উচ্চারণকাল বা সময় অনুসারে স্বরবর্ণ

যেসব প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে স্বরধ্বনি নির্দেশ করা হয়, সেগুলোকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণগুলো অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে। যেমন– অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

উচ্চারণকাল বা সময় অনুসারে স্বরবর্ণগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

১. হ্রস্ব স্বর ও
২. দীর্ঘ স্বর।

১. **হ্রস্ব স্বর :** অল্প সময়ে যেসব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করা যায়, তাকে হ্রস্ব স্বর বলে। হ্রস্ব স্বর চারটি– অ, ই, উ, ঋ।
২. **দীর্ঘ স্বর :** যেসব স্বরবর্ণ উচ্চারণে অধিক সময় লাগে, তাকে দীর্ঘ স্বর বলে। দীর্ঘস্বর ৭টি– আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদের বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন– ক, চ, ট ত, প ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনি : ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি স্পর্শধ্বনি। উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে ৫টি গুচ্ছে বা বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বর্গীয় ধ্বনি বলে।

বর্গ	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী
ক-বর্গীয়	ক, খ, গ, ঘ, ঙ	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
চ-বর্গীয়	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ	তালব্য বর্ণ
ট-বর্গীয়	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
ত-বর্গীয়	ত, থ, দ, ধ, ন	দন্ত্যবর্ণ
প-বর্গীয়	প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

দ্রষ্টব্য : খণ্ড-ত (ৎ)– কে স্বতন্ত্রবর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত (ত্)-এর রূপভেদমাত্র।

পরাশ্রয়ী বর্ণ : ং ঃ ঁ– এই তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষা ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে পরাশ্রয়ী বর্ণ বলে।

অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি : ঙ ঞ ণ ন ম– এ পাঁচটি বর্ণ এবং ং ঃ ঁ যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয়, সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসনিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়। অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি বলে। আর এগুলোর প্রতীক বা বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।

উষ্মধ্বনি : শ, ষ, স, হ– এই চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় উষ্মধ্বনি বা শিসধ্বনি। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উষ্মবর্ণ।

- শ ষ স– এই তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ, আর 'হ' ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অন্তঃস্থ ধ্বনি : স্পর্শ বা উষ্মধ্বনির মাঝে আছে বলে য র ল ব– এই ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয়। আর বর্ণগুলোকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।

তালব্য ধ্বনি : য।

কম্পনজাত ধ্বনি : র।

পার্শ্বিক ধ্বনি : ল।

তাড়নজাত ধ্বনি : ড়, ঢ়।

ব্যঞ্জনবর্ণ : যেসব প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা ব্যঞ্জনধ্বনি নির্দেশ করা হয় সেগুলোকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণগুলো স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন– ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি।

ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ বর্ণ

ঘোষবর্ণ : যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে, তাকে ঘোষবর্ণ বা নাদ বর্ণ বলে। যেমন– গ, জ, ড, দ, ব ইত্যাদি।

নোট : প্রত্যেক বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি ঘোষবর্ণ।

অঘোষবর্ণ : যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে না, তাকে অঘোষবর্ণ বলে। যেমন– ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

নোট : প্রত্যেক বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হলো অঘোষবর্ণ।

অল্পপ্রাণ বর্ণ : যে বর্ণ উচ্চারণের সময় বাতাস কম বের হয়, তাকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে। যেমন–

ক	গ	চ	জ	ট	ড	ত	দ	প	ব

নোট : প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম বর্ণই হচ্ছে অল্পপ্রাণ বর্ণ।

মহাপ্রাণ বর্ণ : যে বর্ণ উচ্চারণের সময় বাতাস বেশি বের হয় তাকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। যেমন–

খ	ঘ	ছ	ঝ	ঠ	ঢ	থ	ধ	ফ	ভ

নোট : প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হচ্ছে মহাপ্রাণ বর্ণ।

অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষধ্বনির বিচারে ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ নিচে দেখানো হলো–

উচ্চারণের স্থান	অঘোষবর্ণ		ঘোষবর্ণ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক → ধ্বনি
- ভাষার মূলভিত্তি → ধ্বনি
- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে → বর্ণ বলে
- ধ্বনি ২ প্রকার → স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি
- বাংলা বর্ণমালার মোট বর্ণসংখ্যা → ৫০; এর মধ্যে স্বরবর্ণ → ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ → ৩৯টি
- স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে → 'কার' বলে
- ব্যঞ্জনধ্বনি সংক্ষিপ্ত রূপকে → 'ফলা' বলে
- 'অ' এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার নেই, তাই → বিলীন বর্ণ বলে
- মাত্রাহীন বর্ণসংখ্যা → ১০
- অর্ধমাত্রার বর্ণসংখ্যা → ৮
- পূর্ণমাত্রার বর্ণসংখ্যা → ৩২
- বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি → অ, আ, ই, উ, এ্যা, এ, ও
- বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা → ২৫
- বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক ২টি বর্ণ রয়েছে → ঐ, ঔ
- স্পর্শধ্বনি → ২০টি (আব্দুল হাই ও নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বই অনুসারে)
- প-বর্গীয় বর্ণগুলোকে → ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে
- পরাশ্রয়ী বর্ণ ৩টি → ং, ঃ, ঁ
- অনুনাসিক বর্ণ মোট ৭টি → ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ
- শ, ষ, স, হ → এই চারটি বর্ণ উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি
- তালব্য ধ্বনি → য
- কম্পনজাত ধ্বনি → র
- পার্শ্বিক ধ্বনি → ল

- তাড়নজাত ধ্বনি → ড়, ঢ়
- প্রত্যেক বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি ঘোষ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি হলো → অঘোষ
- প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ধ্বনি অল্পপ্রাণ এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ধ্বনি → মহাপ্রাণ ঘোষ

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- বাংলা ভাষায় কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চ অবস্থানে থাকে? → উ [৪৬তম বিসিএস]
- 'ধ্বনি' সম্পর্কে কোন বাক্যটি সঠিক নয়? → ধ্বনি দৃশ্যমান [৪৫তম বিসিএস]
- উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি? → এ [৪৫তম বিসিএস]
- মানুষের দেহের যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে? → বাক্প্রত্যঙ্গ *[৪২তম বিসিএস]*
- নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে? → অক্ষর *[৪১তম বিসিএস]*
- ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে → ফলা *[৪১তম বিসিএস]*
- বাংলা 'ব্যঞ্জনবর্ণ'-মালায় 'ম' অক্ষরটির পূর্বের পঞ্চম অক্ষরটি কী? → ন *[৪০তম বিসিএস]*
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? → ৭টি *[৩৮তম; ৩৫তম বিসিএস]*
- 'হ্ম' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে? → হ্ + ম *[৩৮তম; ২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]*
- বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি? → দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ *[৩৭তম বিসিএস]*
- 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? → যৌগিক স্বরধ্বনি *[৩৭তম বিসিএস]*
- 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি? → বন্ + ধন্ *[৩৬তম বিসিএস]*
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? → ৮টি *[৩৬তম বিসিএস]*
- 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি? *[৩৬তম বিসিএস]* → জ্ + ঞ
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? → ধ্বনি *[৩২তম বিসিএস]*
- কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? → চ *[৩০তম বিসিএস]*
- কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? → চ ছ *[১৩তম বিসিএস]*

পিএসসি অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি? → ১১টি *[পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর, ২০২০]*
- 'বিজ্ঞান' শব্দের 'জ্ঞ' কোন বর্ণদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত? → জ্ + ঞ *[উপজেলা/আরবান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, ২০২০]*
- বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি কয়টি? → ৩৯টি *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]*
- বাংলা ভাষায় পরাশ্রয়ী ধ্বনি কতটি? → ৩টি *[এন এস আই এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার, ২০১৯]*
- কোনগুলো কণ্ঠধ্বনি? → ক, খ, গ, ঘ, ঙ *[এনএসআই-এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার, ২০১৯]*
- উচ্চারণস্থানের নামানুসারে চ-বর্গের বর্ণগুলো কী নামে পরিচিত? → তালব্য বর্ণ [জীবন বীমা করপোরেশন, ২০১৮]
- কোনটি কণ্ঠধ্বনি নয়? → প [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৮]
- বাংলা স্বরবর্ণে স্বরধ্বনিমূল কয়টি? → সাতটি [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৮]
- বাংলায় বর্গীয় ধ্বনি কয়টি? → ২৫টি [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, ২০১৭]
- কোনটি ঘোষ-মহাপ্রাণ ধ্বনি? → ঘ [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, ২০১৭]
- নাসিক্য ধ্বনি → ম [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, ২০১৭]
- যে ধ্বনিটি ঘোষ → দ [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ২০১৭]
- 'স' ধ্বনিটির পরিচয় → উষ্ম [স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ২০১৭]
- কোন দুটি যৌগিক বর্ণ? → ঐ, ঔ [অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, ২০১৬]
- মৌলিক স্বরধ্বনি → এ [কলেজ নিবন্ধন, ২০১৬]
- যেটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? → চ [পিএসসির সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- বাংলা ভাষার যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা → ২৫ [সমাজ অধিদপ্তরের সমাজকর্মী নিয়োগ, ২০১৬]
- অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে? → ধ্বনি [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]
- যে দুটি মূল স্বরধ্বনি নয় → এ, ঐ [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ পরিদর্শক, ২০১৬]
- মৌলিক স্বরধ্বনি → এ [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৬]
- কোনটি ওষ্ঠ্য ধ্বনি → ম [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৬]
- দন্ত্যধ্বনি → ত, থ, দ, ধ [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৬]
- বাংলা ভাষার ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা → ৫টি [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন, ২০১৬]

সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরধ্বনি না থাকলে বাংলায় ঐ ব্যঞ্জধ্বনির দ্যোতক বর্ণ দুটিকে জুড়ে একত্রে লেখা হয়, এগুলোকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সুপ্রাচীনকাল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বাংলা বর্ণমালায় এসেছে। অধুনা প্রচলিত কতকগুলো বাংলা সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে মূল বর্ণের সাদৃশ্য না থাকলেও শতবর্ষ ধরে এগুলো শুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

'ক' সংক্রান্ত

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ	বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
ক্ক	ক্ + ক = ক্ক	ব্রিক্ক, ধাক্কা	ক্ব	ক্ + ব = ক্ব	পক্ব, নিক্বণ
ক্ত	ক্ + ত = ক্ত	ভক্তি, শক্ত	ক্ল	ক্ + ল = ক্ল	ক্লাস, ক্লান্তি
ক্র	ক্ + র-ফলা = ক্র	ক্রন্দন, বিক্রয়			

'ক্ষ' সংক্রান্ত

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ	বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
ক্ষ	ক্ + ষ = ক্ষ	ভিক্ষুক, রক্ষা	ক্ষ্ম	ক্ + ষ + ম = ক্ষ্ম	সূক্ষ্ম, লক্ষ্মী
হ্ম	হ্ + ম = হ্ম	ব্রাহ্মণ			

'হ' সংক্রান্ত

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ	বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
হ্ণ	হ্ + ণ = হ্ণ	অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ	হ্ন	হ্ + ন = হ্ন	আহ্নিক, মধ্যাহ্ন
হ্য	হ্ + য = হ্য	বাহ্যজ্ঞান, সহ্যশক্তি	হৃ	হ্ + ঋ = হৃ	হৃদয়

'ঞ' সংক্রান্ত

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ	বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
জ্ঞ	জ্ + ঞ = জ্ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান	ঞ্জ	ঞ্ + জ = ঞ্জ	অঞ্জন, গঞ্জনা
ঞ্চ	ঞ্ + চ = ঞ্চ	অঞ্চল, পঞ্চম	ঞ্ছ	ঞ্ + ছ = ঞ্ছ	বাঞ্ছা, লাঞ্ছনা
ঞ্ঝ	ঞ্ + ঝ = ঞ্ঝ	ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাটি			

'ন ও ণ' সংক্রান্ত

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ	বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
ণ্ড	ণ্ + ড = ণ্ড	কাণ্ড, ভাণ্ডার	ন্ড	ন্ + ড = ন্ড	লন্ডন, ইংল্যান্ড
ণ্ন	ণ্ + ন = ণ্ন	অক্ষুণ্ন, বিষণ্ন	ন্ন	ন্ + ন = ন্ন	অন্ন, ছন্ন
ন্ধ	ন্ + ধ = ন্ধ	অন্ধ, বন্ধু	ন্তু	ন্ + ত + উ-কার = ন্তু	কিন্তু, জন্তু
ন্থ	ন্ + থ = ন্থ	পন্থা, মন্থর	ন্ম	ন্ + ম = ন্ম	উন্মাদ, উন্মাতাল

'ষ' সংক্রান্ত

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ	বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
ষ্ম	ষ্ + ম = ষ্ম	গ্রীষ্ম	ষ্ক	ষ্ + ক = ষ্ক	আবিষ্কার, শুষ্ক
ষ্ণ	ষ্ + ণ = ষ্ণ	উষ্ণ, তৃষ্ণা			

'ত' সংক্রান্ত

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ	বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
ত্ন	ত্ + ন = ত্ন	যত্ন, রত্ন	ত্ম	ত্ + ম = ত্ম	আত্মা, আত্মীয়
ত্র	ত্ + র-ফলা = ত্র	যাত্রী, পাত্র	ত্রু	ত্ + র-ফলা + উ-কার = ত্রু	ত্রুটি, শত্রু

'ধ' সংক্রান্ত

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ	বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
দ্ধ	দ্ + ধ = দ্ধ	বদ্ধ, উদ্ধার	ন্ধ	ন্ + ধ = ন্ধ	অন্ধ, বন্ধ
ব্ধ	ব্ + ধ = ব্ধ	উপলব্ধি, ক্ষুব্ধ	গ্ধ	গ্ + ধ = গ্ধ	দগ্ধ, মুগ্ধ

'স' সংক্রান্ত

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ	বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
স্থ	স্ + থ = স্থ	স্থান, অস্থির	স্ক	স্ + ক = স্ক	পুরস্কার, বয়স্ক
স্তু	স্ + ত + উ-কার = স্তু	বস্তু, প্রস্তুত	ত্থ	ত্ + থ = ত্থ	অশ্বত্থ, উত্থান

***স্পর্শধ্বনিগুলোর যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ নাসিক্য বর্ণের কাঁধে চড়ে।

এছাড়া বাংলা ভাষায় দুইয়ের অধিক বর্ণ সংযোগেও কিছু সংযুক্ত বর্ণ গঠিত হয়। যেমন– সূক্ষ্ম শব্দে ক্ষ্ম বর্ণ = ক্ + ষ + ম-ফলা, স্বাতন্ত্র্য শব্দের ন্ত্র্য = ন + ত + র-ফলা (্র) + য-ফলা (্য) ইত্যাদি।

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- নিচের কোনটি শুদ্ধ? → ষ্ণ = ষ্ + ণ [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন, ২০১৭]
- 'কুজ্ঝটিকা' শব্দের যুক্তবর্ণটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে গঠিত হয়েছে? → জ্ + ঝ *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর, ২০১৯]*
- 'দ্ধ' যুক্তাক্ষরে যে ২টি বর্ণ রয়েছে → দ্ + ধ [ATEO, ২০১৬]
- 'ব্রহ্মপুত্র' শব্দের 'হ্ম' যুক্ত বর্ণটি কোন বর্ণের সংযুক্ত রূপ? → হ্ + ম [সমাজ অধিদপ্তরের সমাজকর্মী নিয়োগ, ২০১৬]
- ক্ষ-কে ভাঙলে কী হয়? → ক্ + ষ [পিএসসি নিয়োগ পরীক্ষা, ২০১১]
- 'হ্ম' যুক্তাক্ষরটি কোন ২টি বর্ণের যুক্তরূপ? → হ্ + ম [পিএসসি নিয়োগ পরীক্ষা, ২০১১]
- 'ক্ষ' যুক্তাক্ষরটি কোন কোন অক্ষরের যুক্তরূপ? → ক্ + ষ [পিএসসি নিয়োগ পরীক্ষা, ২০১১]

ধ্বনির পরিবর্তন

ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, কোনো ভাষার শব্দ বহুজনে ব্যবহার হতে হতে কখনো সেই শব্দের ধ্বনিগুলোয় নির্দিষ্ট ক্রমরক্ষা হয় না অথবা এর কোনো ধ্বনি বা এতে ধ্বনির আগমন ঘটে, কিন্তু আগের অর্থ বোঝায়। এরূপ পরিবর্তনকে ধ্বনির পরিবর্তন বলে। যেমন– স্কুল > ইস্কুল; পিশাচ > পিচাশ।

ধ্বনির পরিবর্তনের কারণ

- উচ্চারণের দ্রুততা
- উচ্চারণের সহজতা
- উচ্চারণের সময় অসাবধানতা
- মুখগহ্বরের প্রত্যঙ্গ-আড়ষ্টতা বা হীনতা।

বিভিন্ন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন ও উদাহরণ

১. **ধ্বন্যাগম :** এক ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন। উচ্চারণের কারণে অনেক শব্দে যে ধ্বনি নেই তা এসে গেলে তাকে ধ্বনির আগম বা ধ্বন্যাগম বলে। আগত ধ্বনি স্বরধ্বনি হলে বলে স্বরাগম, ব্যঞ্জনধ্বনি হলে বলে ব্যঞ্জনাগম।

i. **আদিস্বরাগম :** ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন ঘটাকে আদিস্বরাগম বলে। যেমন–

স্কুল > ইস্কুল	স্তাবল > আস্তাবল
স্পর্ধা > আস্পর্ধা	স্টেশন > ইস্টেশন
স্ত্রী > ইস্ত্রী	স্টিমার > ইস্টিমার ইত্যাদি।

ii. **মধ্যস্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি :** সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্যস্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন–

- অ– রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।
- ই– প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।
- উ– মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভ্রূ > ভুরু ইত্যাদি।
- এ– গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।
- ও– শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

iii. **অন্ত্যস্বরাগম :** শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগমনকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন– দিশ্ > দিশা, সত্য > সত্যি, বেঞ্চ > বেঞ্চি, ট্যাক্স > ট্যাকসো, পোখ্ত > পোক্ত ইত্যাদি।

২. **অপিনিহিতি :** পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন– আজি > আইজ, সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, ভাগ্য > ভাইগ্য, কন্যা > কইন্যা, বক্ষ > বইক্ষ, লক্ষ > লইক্ষ, কাব্য > কাইব্য, মাছুয়া > মাউছ্যা ইত্যাদি।

৩. **অসমীকরণ :** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন– ফট + ফট = ফটাফট, ধপ + ধপ = ধপাধপ, টপ + টপ = টপাটপ, পট + পট = পটাপট ইত্যাদি।

৪. **স্বরসংগতি :** পরপর দুটি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সময় তাদের একটি পরিবর্তিত হয়ে অন্যটির মতো হওয়াকে স্বরসংগতি বলে। যেমন– কবুল > কোবুল, বিদ্যা > বিদ্যে, মুলা > মুলো, বিলাতি > বিলিতি, দেশি > দিশি, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো, মোজা > মুজো, মিথ্যা > মিথ্যে, ফিতা > ফিতে, নৌকা > নৌকো, পূজা > পুজো, জুতা > জুতো, চুলা > চুলো, রুপা > রুপো, বন্য > বুনো, সুতা > সুতো, মিঠা > মিঠে, শিয়াল > শেয়াল, ইচ্ছা > ইচ্ছে, ধুলা > ধুলো, সৌরভ > সৌরোভ, শিখা > শেখা, পোষ্য > পুষ্যি ইত্যাদি।

ক. **প্রগত :** আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসংগতি হয়। যেমন– মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

খ. **পরাগত :** অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসংগতি হয়। যেমন– আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > দিশি।

গ. **মধ্যগত :** আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসংগতি হয়। যেমন– বিলাতি > বিলিতি।

ঘ. **অন্যোন্য :** আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসংগতি হয়। যেমন– মোজা > মুজো।

৪. **চলিত বাংলায় স্বরসংগতি :** গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি।
পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর ও-কার হয়। যেমন– মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি।
বিশেষ নিয়মে– উড়ুনি > উড়নি, এখনি > এখুনি হয়।

৫. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ :** দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন– বসতি > বস্‌তি, জানালা > জান্‌লা ইত্যাদি।

ক. **আদিস্বরলোপ :** শব্দের আদি বা প্রথমে স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে আদিস্বরলোপ বলে। যেমন–
অলাবু > লাবু > লাউ
উদ্ধার > উধার > ধার।

খ. **মধ্যস্বরলোপ :** শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে মধ্যস্বরলোপ বলে। যেমন– বসতি > বস্‌তি, গামোছা > গামছা, তৈআরি > তৈরি, সুবর্ণ > স্বর্ণ, অগুরু > অগ্রু ইত্যাদি।

গ. **অন্ত্যস্বরলোপ :** শব্দের অন্তে বা শেষে স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে। যেমন– আকাশ > আকাশ্‌, জল (অ) > জল্‌, পোকা > পোক্‌, থোকা > থোক্‌, আশা > আশ্‌, আজি > আজ, চারি > চার ইত্যাদি।

৬. **ধ্বনিবিপর্যয় :** শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনিবিপর্যয় বলে। যেমন– বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, ডেস্ক > ডেক্স, তলোয়ার > তরোয়াল, মগজ > মজগ, মাস্ক > মাক্স ইত্যাদি।

৭. **সমীভবন :** শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত অসমব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সুবিধার্থে একে অপরের প্রভাবে সংগতি বা সাম্য লাভ করলে তাকে বলা হয় সমীভবন বা সমীকরণ। যেমন– জন্য > জন্ন, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

ক. **প্রগত সমীভবন :** পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন। যেমন– চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্গ ইত্যাদি।

খ. **পরাগত সমীভবন :** পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়। একে বলা হয় পরাগত সমীভবন। যেমন– তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, কর্তা > কত্তা, উৎ + মুখ > উন্মুখ ইত্যাদি।

গ. **অন্যোন্য সমীভবন :** যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটি ধ্বনিরই পরিবর্তন হয়, তখন একে বলে অন্যোন্য সমীভবন। যেমন– বৎসর > বচ্ছর, বিশ্রী > বিচ্ছিরি, কুৎসিত > কুচ্ছিত, উৎসন্ন > উচ্ছন্ন, সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

৮. **বিষমীভবন :** সমীভবনের বিপরীত বিষমীভবন। শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত সমান দুই ব্যঞ্জনের মধ্যে যে কোনো একটি বদলে গেলে ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিকে বলা হয় বিষমীভবন। যেমন– শরীর > শরীল, লাল > নাল, লাঙল > নাঙ্গল, লেবু > নেবু, ইত্যাদি।

৯. **ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বা দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা :** কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা বলে। যেমন– সকাল > সক্কাল, মুলুক > মুল্লুক, বড় > বড্ড, ছোট > ছোট্ট, কিছু > কিচ্ছু, পাকা > পাক্কা ইত্যাদি।

১০. **ধ্বনিবিকার বা ব্যঞ্জনবিকৃতি :** শব্দের মধ্যে কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে ব্যঞ্জনবিকৃতি বলে। যেমন– শাক > শাগ, কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১১. **ব্যঞ্জনচ্যুতি :** পাশাপাশি সমোচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ব্যঞ্জনচ্যুতি বা ধ্বনিচ্যুতি। যেমন– বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা ইত্যাদি।

১২. **অন্তর্হতি :** পদের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন– ফলাহার > ফলার

১৩. **অভিশ্রুতি :** বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং সে অনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি। যেমন– করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে 'কইরিয়া' কিংবা বিপর্যয়ের ফলে 'কইরা' থেকে অভিশ্রুতিজাত 'করে'। এরূপ–শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।

১৪. **র-কার লোপ :** আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়। যেমন– তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

১৫. **হ-কার লোপ :** আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন– পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আরবি আল্লাহ > বাংলা আল্লা, ফারসি শাহ্‌ > বাংলা শা ইত্যাদি।

১৬. **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি :** শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটি স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটির মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তস্থ 'অ' (Y) বা অন্তস্থ 'ব' (W) উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমন– মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ– নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- 'দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা।'– এই উক্তিটি কোন পারিভাষিক অলংকার দ্বারা শোভিত? → অপহ্নুতি [৪৪তম বিসিএস]
- ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত? → পিচাশ [৪৪তম বিসিএস]
- বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? → ব্যঞ্জনদ্বিত [৪৩তম বিসিএস]
- অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? → আজি > আইজ [৪১তম বিসিএস]
- কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? → প্রাতিপদিক [৩৫তম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- স্বর সংগতির উদাহরণ কোনটি? → দেশি > দিশি *[Joint Recruitment Test for 4 Banks, 2019]*
- গ্রাম > গেরাম-এখানে কোনটি ঘটেছে? → স্বরাগম *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৮]*
- ফলহার > ফলার হয়েছে, তাকে বলে → অন্তর্হতি *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ২০১৭]*
- ণত্ব ও ষত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? → ধ্বনিতত্ত্ব *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, ২০১৭]*
- শরীর > শরীল– শব্দটিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন ধরনের নিয়ম প্রযোজ্য? → বিষমীভবন *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়), ২০১৭]*
- কোনটি আদি স্বরাগম? → স্ত্রী > ইস্ত্রী *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা কোটা), ২০১৬]*
- আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসংগতি হয়? → প্রগত *[আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব রেজিস্ট্রার, ২০১২]*

সেল্ফ টেস্ট : লেকচার-১

১. ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে–
ⓐ বর্ণ ⓑ শব্দ ⓒ ধ্বনি ⓓ বাক্য

২. নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের কথা ও ভাবের প্রতীক কোনটি?
ⓐ ভাষা ⓑ শব্দ ⓒ ধ্বনি ⓓ বাক্য

৩. 'পিজিন ভাষা' কী ধরনের ভাষা?
ⓐ মিশ্রভাষারীতির কৃত্রিম ভাষা ⓑ উপভাষা
ⓒ ক্রেওল ভাষা ⓓ লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা

৪. 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার রচনা?
ⓐ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ⓑ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক
ⓒ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ⓓ মুহম্মদ আব্দুল হাই

৫. 'Morphology'-এর সমার্থক বাংলায় প্রতিশব্দ হলো–
ⓐ ধ্বনিতত্ত্ব ⓑ শব্দতত্ত্ব ⓒ বাক্যতত্ত্ব ⓓ অর্থতত্ত্ব

৬. 'যিনি ভালো ব্যাকরণ জানেন' তিনি হলেন–
ⓐ বৈয়াকরণিক ⓑ ব্যাকরণবিদ
ⓒ বৈয়াকরণ ⓓ ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ

৭. ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?
ⓐ বি + আ + √কৃ + অন ⓑ ব্যা + ক + রন
ⓒ বৃ + কৃ + অন ⓓ ব্য + আ + কৃ + √অন

৮. নিচের কোন ধ্বনি বাংলায় নেই?
ⓐ ওষ্ঠ্য ⓑ দন্তৌষ্ঠ্য ⓒ তালব্য ⓓ মূর্ধন্য

৯. বাংলা ভাষায় দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বর্ণ হলো–
ⓐ চ ছ জ ঝ ⓑ ত থ দ ধ ⓒ ন র ল ⓓ ট ঠ ড ঢ ণ

১০. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে–
ⓐ ৩১, ৯, ১০ ⓑ ৩২, ৮, ১০ ⓒ ৩০, ৮, ১২ ⓓ ৩২, ১১, ৭

১১. বাংলা স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি?
ⓐ একটি ⓑ তিনটি ⓒ চারটি ⓓ পাঁচটি

১২. কোনগুলো মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি?
ⓐ ক, গ, ঘ ⓑ খ, ছ, থ ⓒ গ, জ, ঝ ⓓ ক, চ, ট

১৩. কোনগুলো মৌলিক স্বরবর্ণ?
ⓐ অ, আ, ঈ ⓑ এ, ঐ, ও ⓒ অ, ই, উ ⓓ আ, এ, ঔ

১৪. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?
ⓐ ৭টি ⓑ ৮টি ⓒ ৯টি ⓓ ১০টি

১৫. যথাক্রমে ক্ষ, ঞ্জ ও হ্ণ-তিনটি যুক্ত বর্ণের বিশ্লিষ্ট রূপ নির্দেশ করুন।
ⓐ ক্ + ষ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ ⓑ ক্ + খ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ
ⓒ ক্ + ষ, ষ্ + ণ, হ্ + ন ⓓ খ্ + ষ, ষ্ + ণ, হ্ + ন

১৬. 'তৃষ্ণা' শব্দে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে?
ⓐ ত্ + ঋ + ষ্ + ঞ + আ ⓑ ত্ + র + ষ্ + ন + আ
ⓒ ত্ + র্ + ক + ষ্ + আ ⓓ ত্ + র + ষ্ + ণ + আ

১৭. 'অনুশাসন' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ–
ⓐ ওনুশাশোন্ ⓑ অনুশাশন ⓒ ওনুশাশন ⓓ অনুশাশোন

১৮. 'জয়ধ্বনি' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ⓐ জয়দ্‌ধোনি ⓑ জয়োদ্‌ধোনি ⓒ যয়োদ্‌ধোনি ⓓ যয়োদ্‌ধনি

১৯. 'অপিনিহিতি'র মাধ্যমে প্রাপ্ত শব্দে কোন পরিবর্তনের জন্য 'অভিশ্রুতি' ঘটে?
ⓐ অন্তর্হতি ⓑ ব-শ্রুতি ⓒ দ্বিত্ব ব্যঞ্জন ⓓ সন্ধি

২০. শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে–
ⓐ ধ্বনি বিপর্যয় ⓑ সমীভবন
ⓒ অসমীকরণ ⓓ বিপ্রকর্ষ

লেকচার-২ ও ৩ : সন্ধি

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন–
- আশা + অতীত = আশাতীত
- হিম + আলয় = হিমালয়

অর্থাৎ দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুই ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে এক ধ্বনিতে রূপান্তরকে সন্ধি বলে। বাংলা ভাষার তুলনায় সংস্কৃতে সন্ধি বেশি হয়।

সন্ধির উদ্দেশ্য
ক. স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা।
খ. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

সন্ধির প্রকারভেদ : বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে সন্ধি দুই প্রকার–
ক. স্বরসন্ধি ও
খ. ব্যঞ্জনসন্ধি।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সন্ধি তিন প্রকার–
ক. স্বরসন্ধি,
খ. ব্যঞ্জনসন্ধি এবং
গ. বিসর্গ সন্ধি।

তৎসম স্বরসন্ধি

স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন–
- নর + অধম = নরাধম (অ + অ = আ)
- যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট (আ + ই = এ)

১. **অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–**

অ + অ = আ	
নব + অন্ন = নবান্ন	অপর + অপর = অপরাপর
নর + অধম = নরাধম	প্রাণ + অধিক = প্রাণাধিক
হিম + অচল = হিমাচল	চর + অচর = চরাচর
অন্য + অন্য = অন্যান্য	শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক
অ + আ = আ	
সিংহ + আসন = সিংহাসন	কণ্ঠ + আগত = কণ্ঠাগত
হিম + আলয় = হিমালয়	গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার
জল + আশয় = জলাশয়	স্বৈর + আচার = স্বৈরাচার
দেব + আলয় = দেবালয়	ভদ্র + আসন = ভদ্রাসন
আ + অ = আ	
তথা + অপি = তথাপি	কথা + অমৃত = কথামৃত
যথা + অর্থ = যথার্থ	ভাষা + অন্তর = ভাষান্তর
মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ	মহা + অর্ণব = মহার্ণব
বিদ্যা + অভ্যাস = বিদ্যাভ্যাস	আশা + অতীত = আশাতীত
আজ্ঞা + অধীন = আজ্ঞাধীন	সীমা + অন্তর = সীমান্তর
আ + আ = আ	
বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়	দয়া + আর্দ্র = দয়ার্দ্র
মহা + আশয় = মহাশয়	আশা + আনন্দ = আশানন্দ
কারা + আগার = কারাগার	শিলা + আসন = শিলাসন
ক্ষুধা + আতুর = ক্ষুধাতুর	মাত্রা + আধিক্য = মাত্রাধিক্য
সদা + আনন্দ = সদানন্দ	

২. **অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–**

অ + ই = এ	
নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র	দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র
পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু	স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
পঞ্চ + ইন্দ্রিয় = পঞ্চেন্দ্রিয়	

আ + ই =এ	
যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা	মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র
অ + ঈ = এ	
অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা	নর + ঈশ = নরেশ
ভব + ঈশ = ভবেশ	গণ + ঈশ = গণেশ
আ + ঈ = এ	
মহা + ঈশ = মহেশ	মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর
রমা + ঈশ = রমেশ	ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী
উমা + ঈশ = উমেশ	

৩. **অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–**

অ + উ = ও	
নর + উত্তম = নরোত্তম	শীত + উষ্ণ = শীতোষ্ণ
পর + উপকার = পরোপকার	জল + উচ্ছ্বাস = জলোচ্ছ্বাস
সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়	নীল + উৎপল = নীলোৎপল
ফল + উদয় = ফলোদয়	হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ
উত্তর + উত্তর = উত্তরোত্তর	সুপ্ত + উত্থিত = সুপ্তোত্থিত
অ + ঊ = ও	
চল + ঊর্মি = চলোর্মি	এক + ঊন = একোন
নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া	গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব
আ + উ = ও	
মহা + উৎসব = মহোৎসব	যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত
যথা + উচিত = যথোচিত	মহা + উপকার = মহোপকার
কথা + উপকথন = কথোপকথন	
আ + ঊ = ও	
মহা + ঊর্ধ্ব = মহোর্ধ্ব	মহা + ঊর্মি = মহোর্মি
গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি	

৪. **অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–**

অ + এ = ঐ	
এক + এক = একৈক	হিত + এষণা = হিতৈষণা
জন + এক = জনৈক	হিত + এষী = হিতৈষী
অ + ঐ = ঐ	
মত + ঐক্য = মতৈক্য	ধন + ঐশ্বর্য = ধনৈশ্বর্য
অন + ঐক্য = অনৈক্য	
আ + এ = ঐ	
সদা + এব = সদৈব	তথা + এব = তথৈব
আ + ঐ = ঐ	

রাজা + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

৫. **অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–**

অ + ও = ঔ	আ + ও = ঔ
বন + ওষধি = বনৌষধি	কথা + ওষধি = কথৌষধি
অ + ঔ = ঔ	**আ + ঔ = ঔ**
পরম + ওষুধ = পরমৌষধ	মহা + ওষুধ = মহৌষধ
চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য	মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য

৬. **ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়। ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–**

ই + ই = ঈ	
কবি + ইন্দ্র = কবীন্দ্র	অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট
রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র	অতি + ইত = অতীত
যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র	প্রতি + ইত = প্রতীত
গিরি + ইন্দ্র = গিরীন্দ্র	মনি + ইন্দ্র = মনীন্দ্র
ই + ঈ = ঈ	
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	গিরি + ঈশ = গিরীশ
প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা	ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ
অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর	
ঈ + ই = ঈ	
সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র	মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র
শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র	অবনী + ইন্দ্র = অবনীন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ	
পৃথ্বী + ঈশ্বর = পৃথ্বীশ্বর	অবনী + ঈশ্বর = অবনীশ্বর
পৃথ্বী + ঈশ = পৃথ্বীশ	শ্রী + ঈশ = শ্রীশ
সতী + ঈশ = সতীশ	

৭. **ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য' হয়। 'য' (্য ফলা) পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–**

ই + অ = য্ + অ = য বা ্য	
অতি + অন্ত = অত্যন্ত	গতি + অন্তর = গত্যন্তর
প্রতি + অক্ষ = প্রত্যক্ষ	ইতি + অবসর = ইত্যবসর
প্রতি + অহ = প্রত্যহ	বি + অবস্থা = ব্যবস্থা
ই + আ = য্ + আ = য বা ্যা	
ইতি + আদি = ইত্যাদি	অতি + আচার = অত্যাচার
প্রতি + আশা = প্রত্যাশা	প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন
ইতি + আকার = ইত্যাকার	বি + আধি = ব্যাধি
অতি + আশ্চর্য = অত্যাশ্চর্য	
ই + উ = য্ + উ	**ই + ঊ = য্ + ঊ**
প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার	প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ
অভি + উত্থান = অভ্যুত্থান	অতি + ঊর্ধ্ব = অত্যূর্ধ্ব
অতি + উক্তি = অত্যুক্তি	নি + ঊন = ন্যূন
ই + এ = য্ + এ	**ই + ঐ = য্ + ঐ**
প্রতি + এক = প্রত্যেক	অতি + ঐশ্বর্য = অত্যৈশ্বর্য
ঈ + অ = য্ + অ	**ঈ + আ = য্ + আ**
নদী + অম্বু = নদ্যম্বু	মসী + আধার = মস্যাধার

৮. **উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। ঊ- কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–**

উ + উ = ঊ	
মরু + উদ্যান = মরূদ্যান	অনু + উদিত = অনূদিত
সু + উক্তি = সূক্তি	কটু + উক্তি = কটূক্তি
উ + ঊ = ঊ	**উ + ঊ = ঊ**
বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব	বধূ + উক্তি = বধূক্তি
লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি	ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব

৯. **উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উ বা ঊ স্থানে 'ব' হয়। ব (ব-ফলা) পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় যেমন–**

উ + অ = ব্ + অ = ব	
অনু + অয় = অন্বয়	সু + অল্প = স্বল্প
পশু + অধম = পশ্বাধম	মনু + অন্তর = মন্বন্তর
উ + আ = ব্ + আ = বা	**উ + ই = ব্ + ই = বি**
সু + আগত = স্বাগত	অনু + ইত = অন্বিত
উ + ঈ = ব্ + ঈ = বী	**উ +এ = ব্ + এ = বে**
তনু + ঈ = তন্বী	অনু + এষণ = অন্বেষণ
উ + আ = ব্ + আ = বা	
বধূ + আলয় = বধ্বালয়	

১০. **অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর্' হয় এবং ঐ 'অর্' রেফ (র্) রূপে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–**

অ + ঋ = অর্	
দেব + ঋষি = দেবর্ষি	উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ
সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি	অধম + ঋণ = অধমর্ণ
আ + ঋ = অর্	
মহা + ঋষি = মহর্ষি	রাজা + ঋষি = রাজর্ষি

১১. **অ-কার কিংবা আ-কারের পর যদি 'ঋত' শব্দ থাকে তাহলে 'অর' এর পরিবর্তে আর হয়। বানানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্ণে আ এবং পর বর্ণে রেফ (র্) হয়। যেমন–**

অ + ঋ = আর	আ + ঋ = আর
শীত + ঋত = শীতার্ত	ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত
ভয় + ঋত = ভয়ার্ত	তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত
শোক + ঋত = শোকার্ত	পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত

১২. **ঋ-কারের পর ঋ-কার ছাড়া যে কোনো স্বরধ্বনি পরে থাকলে ঋ-স্থানে 'র' হয়। র-ফলা (্র) হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।**

ঋ + অ = র	পিতৃ + অর্থ = পিত্রর্থ
ঋ + আ = রা	পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়
ঋ + ই = রি	পিতৃ + ইচ্ছা = পিত্রিচ্ছা
ঋ + ঈ = রী	ধাতৃ + ঈ = ধাত্রী
ঋ + উ = রু	পিতৃ + উপদেশ = পিত্রুপদেশ
ঋ + ঐ = রৈ	পিতৃ + ঐশ্বর্য = পিত্রৈশ্বর্য

১৩. **এ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে এ-কার স্থানে 'অয়' হয়। অ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর 'য়' এর সাথে যুক্ত হয়। যেমন–**

এ + অ = অয় + অ	নে + অন = নয়ন	শে + অন = শয়ন

১৪. **ও-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ও-কার স্থানে 'অব' হয়। অ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর 'ব'-এর সাথে যুক্ত হয়। যেমন–**

ও + অ = অব + অ	ও + এ = অব + এ
লো + অন = লবণ	গো + এষণা = গবেষণা
ভো + অন = ভবন	পো + অন = পবন

১৫. **ঐ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঐ-কার স্থানে 'আয়' হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর 'য়'-এর সাথে যুক্ত হয়। যেমন–**

- নৈ + অক = নায়ক
- গৈ + অক = গায়ক

১৬. **ঔ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-কার স্থানে 'আব' হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর 'ব' এর সাথে যুক্ত হয়। যেমন–**

ঔ + অ = আব + অ	ঔ + ই = আব + ই
পৌ + অক = পাবক	নৌ + ইক = নাবিক
শৌ + অক = শাবক	
ঔ + উ = আব + উ	
ভৌ + উক = ভাবুক	

১৭. **নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি : যেসব সন্ধি নিয়মানুসারে হয় না তাকে নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি বলে। যেমন–**

কুল + অটা = কুলটা	গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র
গো + অক্ষ = গবাক্ষ	গো + ঈশ্বর = গবেশ্বর
প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়	অক্ষ + উহিনী = অক্ষৌহিনী
স্ব + ঈর = স্বৈর	মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন	সীমন + অন্ত = সীমন্ত
শার + অঙ্গ = শারঙ্গ	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বরসন্ধি

শত + এক = শতেক	অধম + ঋণ = অধমর্ণ
শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা	ভয় + ঋত = ভয়ার্ত
কাঁচা + কলা = কাঁচকলা	মসী + আধার = মস্যাধার
শীত + ঋত = শীতার্ত	এক + ঊন = একোন
জন + এক = জনৈক	ভো + অন = ভবন
রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র	নর + অধম = নরাধম
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	যথা + অর্থ =যথার্থ
ইতি + আদি = ইত্যাদি	স + অনুনাসিক = সানুনাসিক
নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া	বেশি + কম = বেশকম
হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ	বধূ + উৎসব = বধূৎসব
উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ	তথা + এবচ = তথৈবচ
অনু + এষণ = অন্বেষণ	রাজা + ঋষি = রাজর্ষি
ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত	মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ
পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়	হস্ত + অন্তর = হস্তান্তর
কথা + অমৃত = কথামৃত	পশু + অধম = পশ্বধম
পশু + আচার = পশ্বাচার	লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি
অর্ধ + এক = অর্ধেক	গৈ + অক = গায়ক

তৎসম ব্যঞ্জনসন্ধি

১. **স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি :** স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে ছ স্থানে 'চ্ছ' হয়। যেমন–

অ + ছ = অ + চ্ছ = অচ্ছ	
এক্ + ছত্র = একচ্ছত্র	স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ
মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি	প্র + ছদ = প্রচ্ছদ
বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া	প্র + ছায়া = প্রচ্ছায়া
অঙ্গ + ছেদ = অঙ্গচ্ছেদ	আলোক + ছটা = আলোকচ্ছটা
আ + ছ = আ + চ্ছ = আচ্ছ	
কথা + ছলে = কথাচ্ছলে	আ + ছাদন = আচ্ছাদন
জিজ্ঞাসা + ছলে = জিজ্ঞাসাচ্ছলে	পরীক্ষা + ছলে = পরীক্ষাচ্ছলে
ই + ছ = ই + চ্ছ = ইচ্ছ	
প্রতি + ছবি = প্রতিচ্ছবি	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ	বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন
পরি + ছদ = পরিচ্ছদ	
উ + ছ = উ + চ্ছ = উচ্ছ	
তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া	

২. **ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি :** বর্গের প্রথম ধ্বনি অর্থাৎ ক, চ, ট, ত, প-এর পর যদি স্বরধ্বনি থাকে তাহলে বর্গীয় প্রথম ধ্বনি সেই বর্গের তৃতীয় ধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব)-তে পরিণত হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

ক্ + অ = গ্ + অ = গ	
দিক্ + অন্ত = দিগন্ত	পৃথক + অন্ন = পৃথগন্ন
বাক্ + অর্থ = বাগর্থ	বাক্ + যন্ত্র = বাগ্‌যন্ত্র
ক্ + আ = গ্ + আ = গা	ক্ + ঈ = গ্ + ঈ = গী
বাক্ + আড়ম্বর= বাগাড়ম্বর	বাক্ + ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী
	বাক্ + ঈশ = বাগীশ
ক্ + ঐ = গ্ + ঐ = গৈ	
প্রাক + ঐতিহাসিক = প্রাগৈতিহাসিক	
চ্ + অ = জ্ + অ = জ	
শিচ্ + অন্ত = শিজন্ত	অচ্ + অন্তা = অজন্তা

ত্ + অ = দ্ + অ = দ	ত্ + আ = দ্ + আ = দা
কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত	সৎ + আনন্দ = সদানন্দ
মৃৎ + অঙ্গ = মৃদঙ্গ	সৎ + আশয় = সদাশয়
তৎ + অন্ত = তদন্ত	বৃহৎ + আরণ্যক = বৃহদারণ্যক
তৎ + অবধি = তদবধি	সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত
ত্ + ই = দ্ + ই = দি	সৎ + ইচ্ছা = সদিচ্ছা
ত্ + ঈ = দ্ + ঈ = দী	জগৎ + ইন্দ্র = জগদীন্দ্র জগৎ + ঈশ = জগদীশ
ত্ + উ = দ্ + উ = দু	সৎ + উদ্দেশ্য = সদুদ্দেশ্য সৎ + উপদেশ = সদুপদেশ
ত্ + ঔ = দ্ + ঔ = দৌ	মহৎ + ঔষধ = মহদৌষধ
প্ + অ = ব্ + অ = ব	

৩. **ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি**

ক. ত্ কিংবা দ্-এর পর চ্ কিংবা ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ্ = চ্চ	
চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র	উৎ + চারণ = উচ্চারণ
সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা	শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র
ত্ + ছ্ = চ্ছ	
তৎ + ছবি = তচ্ছবি	সৎ + ছাত্র = সচ্ছাত্র
উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ	তৎ + ছায় = তচ্ছায়া
দ্ + চ্ = চ্চ	
বিপদ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়
দ্ + ছ্ = চ্ছ	বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া

খ. ত্ কিংবা দ্ এর পর জ্ কিংবা ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যথা–

ত্ + জ্ = জ্জ	
উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল	তৎ + জন্য = তজ্জন্য
সৎ + জন = সজ্জন	জগৎ + জীবন = জগজ্জীবন
জগৎ + জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি	যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন
ত্ + ঝ্ = জ্ঝ	**দ্ + জ্ = জ্জ**
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা (কুজ্ঝটিকা)	বিপদ + জাল = বিপজ্জাল
	বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক
	তদ্ + জাতীয় = তজ্জাতীয়

গ. শ্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ্ হয়। যেমন–

ত্ + শ্ = চ্ + ছ্ = চ্ছ	উৎ + শৃঙ্গল = উচ্ছৃঙ্খল
চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি	উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস

ঘ. ত্ কিংবা দ্ এর পর ল্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে 'ল' হয়। যেমন–

ত্ + ল্ = ল্ল	উৎ + লেখ = উল্লেখ
উৎ + লাস = উল্লাস	বিদ্যুৎ + লতা = বিদ্যুল্লতা
উৎ + লেখ্য = উল্লেখ্য	

ঙ. ত্ কিংবা দ্ এর পর ড্ কিংবা ঢ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে ড্ হয়। যেমন–

ত্ + ড্ = ড্ড
উৎ + ডীন = উড্ডীন

চ. পদের অন্তস্থিত ত্ কিংবা দ্ এর পর হ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ্ হয়। যেমন–

ত্ + হ = দ্ + ধ্ = দ্ধ	দ্ + হ্ = দ্ + ধ্
উৎ + হৃত = উদ্ধৃত	তদ্ + হিত = তদ্ধিত
উৎ + হার = উদ্ধার	পদ্ + হতি = পদ্ধতি
উৎ + হত = উদ্ধত	

ছ. স্পর্শবর্ণ পরে থাকলে ম্ স্থানে পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন–

সম্ + মান = সম্মান	সম্ + তাপ = সন্তাপ
সম্ + ন্যাস = সন্ন্যাস	শম্ + কা = শঙ্কা
সম্ + দর্শন = সন্দর্শন	সম্ + চয় = সঞ্চয়

জ. কখনো কখনো 'ম' স্থানে 'ং' হয়। যেমন–

সম্ + ঘাত = সংঘাত	অহম্ + কার = অহংকার
সম্ + গীত = সংগীত	সম্ + গঠন = সংগঠন
সম্ + জ্ঞা = সংজ্ঞা	সম + কীর্ণ = সংকীর্ণ

ঝ. ম এর পরে অন্তঃস্থ (য, র, ল, ব) বা উষ্ম বর্ণ (শ, ষ, স) কিংবা হ থাকলে 'ম' এর স্থানে 'ং' হয়। যেমন–

সম্ + যোগ = সংযোগ	সম্ + বাদ = সংবাদ
সম্ + সার = সংসার	সম্ + যোগ = সংযোগ
সম্ + লাপ = সংলাপ	সম্ + শোধন = সংশোধন
সম্ + যম = সংযম	সম্ + যোজন = সংযোজন
সম্ + রাগ = সংরাগ	সম্ + শপ্তক = সংশপ্তক
সম্ + হার = সংহার	সম্ + শয় = সংশয়
সম্ + কল্প = সংকল্প	সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন
কিম্ + বা = কিংবা	ব্যতিক্রম : সম্ + রাট = সম্রাট

ঞ. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

আ + চর্য = আশ্চর্য	তৎ + কর = তস্কর
ষট্ + দশ = ষোড়শ	মনস্ + ঈষা = মনীষা
গো + পদ = গোষ্পদ	দিব্ + লোক = দ্যুলোক
বন + পতি = বনস্পতি	পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি
পর + পর = পরস্পর	এক + দশ = একাদশ
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি	

ট. বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি

উৎ + স্থান = উত্থান	পরি + কৃত = পরিষ্কৃত
সম + কার = সংস্কার	সম + কৃত = সংস্কৃত
উৎ + স্থাপন = উত্থাপন	পরি + কার = পরিষ্কার
সম + কৃতি = সংস্কৃতি	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনসন্ধি

ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত	উৎ + ডীন = উড্ডীন
সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত	ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু
বাক্ + ধারা = বাগ্ধারা	পদ্ + হতি = পদ্ধতি
বাক্ + দত্তা = বাগ্দত্তা	সম্ + চয় = সঞ্চয়
সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা	কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত
সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র	সৎ + উপদেশ = সদুপদেশ
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা	মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি
উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস	বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া
বরম্ + চ = বরঞ্চ	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
কিম্ +তু = কিন্তু	বসুম্ + ধরা = বসুন্ধরা
পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ	সম্পদ্ + লাভ = সম্পল্লাভ
সম্ + কৃত = সংস্কৃত	ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা
বুধ্ + ত = বুদ্ধ	হিন্ + সা = হিংসা
প্রিয়ম্ + বদা = প্রিয়ংবদা	সিন্ + হ = সিংহ
ষট্ + আনন = ষড়ানন	উৎ + হত = উদ্ধত
বি + ছেদ = বিচ্ছেদ	বাক্ + ময় = বাঙ্ময়
ষষ্ + থ = ষষ্ঠ	সম + রাট = সম্রাট
কৃষ্ + তি = কৃষ্টি	কিম্ + বা = কিংবা
রাজ + নী = রাজ্ঞী	সম্ + লাপ = সংলাপ
যজ্ + ন = যজ্ঞ	সম্ + খ্যা = সংখ্যা

উৎ + চারণ = উচ্চারণ	যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন
শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র	ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র
উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল	জগৎ + নাথ = জগন্নাথ
সম্ + ধান = সন্ধান	সম্ + গত = সংগত
স্বয়ম্ + বরা = স্বয়ংবরা	সম্ + ঘ = সংঘ
অহম্ + কার = অহংকার	শম্ + কা = শঙ্কা

বিসর্গ সন্ধি

১. **অ-কার ছাড়া অন্য স্বর পরে থাকলে বিসর্গ লোপ পায়।** যেমন– অতঃ + এব = অতএব

২. **যদি অ-কার বা আ-কার ছাড়া স্বরবর্ণের পরে বিসর্গ থাকে এবং তারপরে স্বরবর্ণ; বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য, র, ব, হ থাকে তবে 'র' হয়। মাঝে মাঝে উক্ত 'র' রেফ (ঁ) রূপে পরবর্ণে যুক্ত হয়।** যেমন–

নিঃ + ভয় = নির্ভয়	অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী
নিঃ + ণয় = নির্ণয়	প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব
নিঃ + বাক = নির্বাক	জ্যোতিঃ + ময় = জ্যোতির্ময়
আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব	দুঃ + আচার = দুরাচার
দুঃ + বিনীত = দুর্বিনীত	দুঃ + লঙ্ঘ্য = দুর্লঙ্ঘ্য
নিঃ + যাতন = নির্যাতন	নিঃ + মল = নির্মল

৩. **বিসর্গের পরে ত্ থাকলে বিসর্গের স্থানে 'স' হয়।** যেমন–

নিঃ + তার = নিস্তার	ইতঃ + তত = ইতস্তত
দুঃ + তর = দুস্তর	মনঃ + তাপ = মনস্তাপ
নিঃ + তেজ = নিস্তেজ	অধঃ + তন = অধস্তন

৪. **চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকে বিসর্গ স্থানে 'শ' হয়।** যেমন–

নিঃ + চয় = নিশ্চয়	দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা
নিঃ + চিত = নিশ্চিত	দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র

৫. **ক, খ, প, ফ পরে থাকলে অ কার কিংবা আ কারের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে 'স' হয়।** যেমন–

মনঃ + কাম = মনস্কাম	তিরঃ + কার = তিরস্কার
পুরঃ + কার = পুরস্কার	ভাঃ + কর = ভাস্কর
নমঃ + কার = নমস্কার	তেজঃ + কর = তেজস্কর

৬. **ক, খ, প, ফ পরে থাকলে অ কিংবা আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে 'ষ' হয়।** যেমন–

নিঃ + ফল = নিষ্ফল	পরিঃ + কার = পরিষ্কার
নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ	আবিঃ + কার = আবিষ্কার
নিঃ + কাম = নিষ্কাম	চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ
দুঃ + কার্য = দুষ্কার্য	চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ

৭. **ট্ কিংবা ঠ্ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে 'ষ' হয়।** যেমন–

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর	চতু + টয় = চতুষ্টয়
নিঃ + ঠা = নিষ্ঠা	ধনু + টংকার = ধনুষ্টংকার

৮. **বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, শ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে 'ও' হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।** যেমন–

মনঃ + রম = মনোরম	মনঃ + যোগ = মনোযোগ
মনঃ + হর = মনোহর	সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
তপঃ + বন = তপোবন	সরঃ + বর = সরোবর
মনঃ + রথ = মনোরথ	মনঃ + জ = মনোজ

৯. **র পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে যে 'র্' হয় তা লোপ পায় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়।** যেমন–

নিঃ + রব = নীরব	নিঃ + রস = নীরস
নিঃ + রোগ = নীরোগ	নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র

১০. **শ, ষ, স পরে থাকলে বিসর্গ লোপ পায়।** যেমন–

নিঃ + শ্ব = নিশ্ব	অন্তঃ + স্থ = অন্তস্থ
নিঃ + শ্বাস = নিশ্বাস	বক্ষঃ + স্থল = বক্ষস্থল
নিঃ + স্তব্ধ = নিস্তব্ধ	দুঃ + স্থ = দুস্থ

নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি

আঃ + পদ = আস্পদ	মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট
ভাঃ + কর = ভাস্কর	প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল
বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া
হরিঃ + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিসর্গ সন্ধি

প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ	দুঃ + থ = দুস্থ
ভাঃ + কর = ভাস্কর	তিরঃ + কার = তিরস্কার
ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র	পুরঃ + কার = পুরস্কার
দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা	ততঃ + অধিক = ততোধিক
দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা	অন্তঃ + লীন = অন্তর্লীন
মনঃ + জ = মনোজ	মনঃ + হর = মনোহর
আবিঃ + কার = আবিষ্কার	যশঃ + লাভ = যশোলাভ
অতঃ + এব = অতএব	ইতঃ + তত = ইতস্তত
তপঃ + বন = তপোবন	পুনঃ + আয় = পুনরায়
মনঃ + যোগ = মনোযোগ	পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম
দুঃ + তর = দুস্তর	দুঃ + যোগ = দুর্যোগ
নিঃ + আকার = নিরাকার	আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ
নিঃ + রস = নীরস	দুঃ + লোভ = দুর্লোভ
নিঃ + রব = নীরব	নিঃ + চয় = নিশ্চয়
বহিঃ + কার = বহিষ্কার	ধনুঃ + টংকার = ধনুষ্টংকার

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- 'শিরশ্ছেদ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ → শিরঃ + ছেদ [৪৬তম বিসিএস]
- 'দুরবস্থা' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ → দুঃ + অবস্থা [৩৯তম (বিশেষ) বিসিএস]
- 'সদ্যোজাত' শব্দে শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? → সদ্যঃ + জাত [৩৮তম বিসিএস]
- 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি? → বন্ + ধন [৩৬তম বিসিএস]
- 'রবীন্দ্র'-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → রবি + ইন্দ্র [৩৬তম বিসিএস]
- 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? → দ্বীপ + আয়ন [৩৫তম বিসিএস]
- সন্ধি-সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? → নিপাতনে সিদ্ধ [৩১তম বিসিএস]
- বাগাড়ম্বর শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ? → বাক্ + আড়ম্বর [৩০তম বিসিএস]
- 'সাহচর্য' শব্দের শুদ্ধ গঠন কোনটি? → সহচর + য [৩০তম বিসিএস]
- 'জনৈক' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ → জন + এক [২৯তম বিসিএস]
- কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ? → পর + পর = পরস্পর [২৭তম বিসিএস]
- 'প্রাতরাশ'-এর সন্ধি → প্রাতঃ + আশ [২৩তম বিসিএস]
- সন্ধির প্রধান সুবিধা কী? → উচ্চারণের সুবিধা [১৮তম বিসিএস]
- 'ষড়ঋতু' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ → ষট্ + ঋতু [১৭তম বিসিএস]
- দ্যুলোক শব্দের যথার্থ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → দিব্ + লোক [১৫তম বিসিএস]
- 'রত্নাকর' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ → রত্ন + আকর [১০ম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- 'ইত্যাকার' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ → ইতি + আকার
  [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ২০২০]
- সন্ধি শব্দের অর্থ কী? → মিলন
  [পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর, ২০২০; পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট, ২০২০]
- 'সংবিধান' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → সম্ + বিধান
  [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]
- 'জনৈক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → জন + এক
  [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]
- 'ইত্যাদি'-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → ইতি + আদি
  [পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট, ২০২০]
- 'চলচ্চিত্র' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ → চলৎ + চিত্র
  [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোরে পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]
- 'মহৌষধি' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → মহা + ওষধি
  [এনএসআই-এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার, ২০১৯]
- সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? → ধ্বনিতত্ত্ব
  [এনএসআই-এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার, ২০১৯]
- কোনটি 'অন্বেষণ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ? → অনু + এষণ
  [এনএসআই (NSI) এর ওয়াচার কনস্টেবল, ২০১৯]
- 'তৃষ্ণার্ত' সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → তৃষ্ণা + ঋত
  [পিএসসির প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৯]
- 'বিচ্ছেদ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → বি + ছেদ
  [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্সের কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর, ২০১৯]
- মৃন্ময়-এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? → মৃৎ + ময়
  [জীবন বীমা করপোরেশন, ২০১৮]
- 'অহরহ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → অহঃ + অহ
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৮]
- পদ্ধতি শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → পদ্ + হতি
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৮]
- 'ব্যাকরণ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? → বি + আ + কৃ + অন
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৮]
- 'অদ্রীশ' শব্দের শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → অদ্রি + ঈশ
  [ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৮]
- সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : পুরস্কার → পুরঃ + কার
  [NSI-এর সহকারী পরিচালক, ২০১৭]
- 'গায়ক'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ → গৈ + অক [একটি বাড়ি একটি খামার, ২০১৭]
- 'মৃন্ময়'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → মৃৎ + ময়
  [উপজেলা পোস্টমাস্টার, ২০১৬]
- 'শশাঙ্ক'-শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ → শশ + অঙ্ক
  [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'ক্ষুধার্ত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ → ক্ষুধা + ঋত
  [সাধারণ গ্রেডের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা নিয়োগ, ২০১৬]
- 'উপর্যুক্ত' সন্ধিবদ্ধ শব্দ কোনটি? → উপর্যুক্ত
  [সমাজ অধিদপ্তরের সমাজকর্মী নিয়োগ, ২০১৬]
- 'যদ্যপি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ → যদি + অপি
  [সমাজ অধিদপ্তরের সমাজকর্মী নিয়োগ, ২০১৬]
- 'নাবিক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ → নৌ + ইক
  [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ পরিদর্শক, ২০১৬]
- 'নাজ্জামাই' শব্দের যথার্থ সন্ধি বিচ্ছেদ → নাত + জামাই
  [পিএসসির সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- ষড়ঋতু সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? → ষট্ + ঋতু
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : সংসার → সম্ + সার
  [সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ২০১৬]

সেল্ফ টেস্ট : লেকচার-২ ও ৩

১. 'প্রৌঢ়' শব্দটির যথাযথ সন্ধি বিচ্ছেদ হলো–
ক প্র + উঢ় খ প্রো + উঢ় গ প্র + ওঢ় ঘ প্রো + ঔঢ়

২. নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে কোনটি?
ক মৃন্ময় খ বৃহস্পতি গ বৃহদর্থ ঘ আদ্যন্ত

৩. 'ক্ষুৎপিপাসা' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হলো–
ক ক্ষুৎ + পিপাসা খ ক্ষুধা + পিপাসা
গ ক্ষুধঃ + পিপাসা ঘ ক্ষুধ্ + পিপাসা

৪. 'সদ্যোজাত' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হলো–
ক সদ্য + জাত খ সদা + জাত
গ সদ্যঃ + জাত ঘ সদ্যো + জাত

৫. 'সন্ধি' আলোচিত হয় ব্যাকরণের কোন অংশে?
ক ধ্বনিতত্ত্বে খ বাক্যতত্ত্বে গ রূপতত্ত্বে ঘ পদক্রমে

৬. অ-কারের বা আ-কারের পর ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে কী হয়?
ক এ-কার খ ও-কার গ উ-কার ঘ ঐ-কার

৭. কোনটি সন্ধিজাত শব্দ?
ক অভিযান খ সংবাদ গ গমন ঘ সুলভ

৮. কোনটি খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধির উদাহরণ?
ক শত + এক খ ইতর + আমি গ বিশ্ব + মিত্র ঘ আ + চর্য

৯. কোনটি সংস্কৃত ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ?
ক শুভ + ইচ্ছা খ দিক + অন্ত
গ বাক্ + জাত ঘ শাক্ + ভাত

১০. 'অধম + ঋণ' = অধমর্ণ কোন সন্ধির দৃষ্টান্ত?
ক স্বরসন্ধি খ ব্যঞ্জনসন্ধি
গ বিসর্গসন্ধি ঘ নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

১১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন– 'নরাধম'।
ক নর + আধম খ নর + অধম
গ নর + ধম ঘ নরধ + ম

১২. 'মনীষা' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক মনী + ঈশা খ মনস্ + ঈষা
গ মণী + ঈষা ঘ মনস + ঈশা

১৩. 'বিষয়বহির্ভূত অথচ প্রচলিত'-ব্যাকরণে একে বলা হয়–
ক ব্যতিক্রম খ ব্যাভিচার
গ অনিয়ম ঘ নিপাতনে সিদ্ধ

১৪. 'অহরহ' শব্দের সন্ধি জ্ঞাপক–
ক অহ + রহ খ অহঃ + হ গ অহ ঃ + রহ ঘ অহঃ + অহ

১৫. 'অত্যধিক'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :
ক অতি+ধিক খ অত্যা+অধিক
গ অতি+অধিক ঘ অ+তাধিক

১৬. ভুল সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক মনঃ + কষ্ট খ ইতঃ + পূর্বে
গ সিম্ + হ ঘ শ্রু + অন

১৭. 'মহৌষধি' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক মহ + ওষধি খ মহা + ওষধি
গ মহ + ঔষধি ঘ মহা + ঔষধি

১৮. 'দ্যুলোক' শব্দের যথার্থ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক দুঃ+লোক খ দিব্+লোক
গ দ্বি + লোক ঘ দ্বিঃ+লোক

১৯. 'রত্নাকর' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ–
ক রত্না + কর খ রত্ন + কর
গ রত্না + আকার ঘ রত্ন + আকর

২০. 'বনস্পতি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক বনঃ + পতি খ বন + পতি
গ বনস + পতি ঘ বন + স্পতি

লেকচার-৪ : শব্দ

(গঠন, প্রকারভেদ ও উৎপত্তিগত পরিচয় এবং পারিভাষিক, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ)

ভাষার প্রধান উপাদান শব্দ। অর্থপূর্ণ ধ্বনি ও ধ্বনিসমষ্টিকে 'শব্দ' বলা হয়। যেমন– অ + ল্ + অ + স্ + অ = অলস। অলস শব্দটির অর্থ শ্রমবিমুখ, মন্থর, জড়প্রকৃতিবিশিষ্ট ভাবের দ্যোতক। যে ধ্বনির কোনো অর্থ নেই, ব্যাকরণে তাকে শব্দ বলে বিবেচনা করা হয় না।

শব্দ গঠনের উপায় : শব্দ গঠনের প্রধান উপায় তিনটি– উপসর্গযোগে, প্রত্যয়যোগে ও সমাসের সাহায্যে। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন হতে পারে।

১. **উপসর্গযোগে :** শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করে। প্রতিবাদ– প্রতি + বাদ।

২. **প্রত্যয়যোগে :** শব্দের শেষে প্রত্যয় যোগ করে। ঢাকাই– ঢাকা + আই।

৩. **সমাসের সাহায্যে :** সমাসের সাহায্যে একাধিক শব্দকে এক শব্দে পরিণত করে। চৌরাস্তা– চৌ রাস্তার সমাহার।

৪. **সন্ধির সাহায্যে :** সন্ধির সাহায্যে নতুন শব্দ গঠিত হয়। পরীক্ষা– পরি + ঈক্ষা।

৫. **দ্বিরুক্তির সাহায্যে :** দ্বিরুক্তির সাহায্যে নতুন শব্দ গঠিত হয়। ঝিরঝির– ঝির ও ঝির।

৬. **পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে :** পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। মানববিশেষ = মানবিক [বিশেষণ]।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে আমরা ৩ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা–

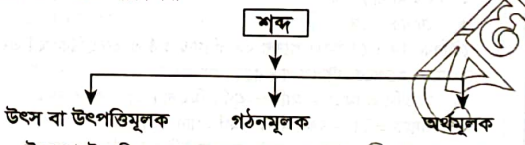

১. **উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ :** উৎপত্তি বা উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–
ক. তৎসম শব্দ।
খ. তদ্ভব শব্দ (অর্ধতৎসম শব্দগুলো বর্তমানে তদ্ভবের অন্তর্ভুক্ত)।
গ. দেশি শব্দ।
ঘ. বিদেশি শব্দ।

ক. **তৎসম শব্দ :** প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বিবর্তিত যেসব বাংলা শব্দের লিখিত চেহারা সংস্কৃত ভাষার শব্দের অনুরূপ, সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। যথা : পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ, বৃক্ষ। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে গঠিত পারিভাষিক শব্দকেও তৎসম শব্দ বলা হয়। যথা– অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী, মহাপরিচালক, সচিবালয় ইত্যাদি।
উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি তৎসম শব্দ উদ্ধৃত হলো– চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জীবন, মৃত্যু, আকাশ, জল, বৃক্ষ, প্রকৃতি, নারী, পুরুষ, জীব, জন্তু, অরণ্য, হস্ত, পদ, কর্ণ, পর্বত, হ্রদ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, কুন্তল, ভোজন, চর্বণ, ব্যক্তি, দর্শন, অধরা, পথ, বণিক, ব্রাহ্মণ, দস্যু, ভূমি, নৃত্য, গমন, স্নেহ, শ্রবণ, কল্য, সিন্ধু গগন, অস্ত্র, সমর, রণ, যুদ্ধ, ছাত্র, শিক্ষা, সঞ্চয়, আগমন, নির্গমন, প্রবেশ, প্রস্থান ইত্যাদি।

খ. **তদ্ভব শব্দ :** তদ্ভবের অর্থ তৎ (তার) থেকে 'ভব' (উৎপন্ন)। অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ।

উদাহরণ :

সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা (তদ্ভব)	সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা (তদ্ভব)
অগ্র > অগ্গ > আগ	বধূ > বহু > বউ
হস্ত > হথ > হাত	অর্ধ > অদ্ধ > আধ
ভক্ত > ভত্ত > ভাত	কার্য > কজ্জ > কাজ
মৃত্তিকা > মিত্তিকা > মাটি	ভদ্র > ভল্ল > ভালো
কৃষ্ণ > কাহ্ন > কানু, কানাই	অদ্য > অজ্জ > আজ
ভ্রান্ত > ভুল্ল > ভুল	মৎস্য > মচ্ছ > মাছ
চন্দ্র > চান্দ > চাঁদ	গাত্র > গাত্ত > গা

মনে রাখুন : পূর্বের অর্ধতৎসম শব্দ বর্তমানে তদ্ভব শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তৎসম বা সংস্কৃত ভাষায় আগত যেসব শব্দ লোকমুখে বিকৃত বা অর্ধবিকৃত হয়ে তার মূল রূপ ধরে রাখতে পারেনি এবং বিকৃত রূপেই বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে সেগুলোকে অর্ধ তৎসম শব্দ বলে। অর্ধতৎসম শব্দের অর্থ– আধা সংস্কৃত।

উদাহরণ :

তৎসম (সংস্কৃত) > তদ্ভব	তৎসম (সংস্কৃত) > তদ্ভব
চন্দ্র > চন্দর	মন্ত্র > মন্তর
শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ	রাত্রি > রাত্তির
রৌদ্র > রোদ্দুর	নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন
প্রণাম > পেন্নাম	জ্যোৎস্না > জোছনা
গৃহিণী > গিন্নি	কুৎসিত > কুচ্ছিত
মিথ্যা > মিছা, মিছে	বিশ্রী > বিচ্ছিরি
মহোৎসব > মোচ্ছব	শ্রী > ছিরি
মিত্র > মিত্তির	পিত্ত > পিত্তি
পুরোহিত > পুরুত	গৃহস্থ > গেরস্ত
ঘৃণা > ঘেন্না	গাত্র > গতর

গ. **দেশি শব্দ :** বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : তামিল, কোল, বীন, মুণ্ডারি প্রভৃতি) ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে 'দেশি শব্দ' নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : কুড়ি (বিশ)- কোল ভাষা; পেট (উদর)- তামিল ভাষা; চুলা (উনুন)- মুণ্ডারি ভাষা। এরূপ কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি, ঠ্যাঙ্গা, বড়শি, কুঁড়ি, ঝাঁটা, মুড়ি, কয়লা, ট্যাঁড়শ, লাউ, খোকা, খুকি, পোকা, কানা, বোঝা, কামড়, ঢোল ইত্যাদি।

ঘ. **বিদেশি শব্দ :** রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফার্সি এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক. **আরবি শব্দ : বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়–**

১. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ :** আল্লাহ, আমানত, আয়াত, ইবাদত, ইমান, ইসলাম, অজু, কোরবানি, কবর, কাফন, কালেমা, জান্নাত, জাহান্নাম, গোসল, কিয়ামত, দোয়া, ফরজ, তওবা, তসবি, জাকাত, সালাত, সুন্নাহ, হাশর, হজ্জ, হাদিস, নূর, হালাল, হারাম ইত্যাদি।

২. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ :** আদালত, আলেম, আমলা, ইন্তেকাল, ইমারত, ইশতেহার, ঈদ, উকিল, এজলাস, এজাহার, কলম, ইনসান, ওজর, এলেম, কবুল, কানুন, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, জরিমানা, জলদি, জাহাজ, তফসিল, তালাক, দলিল, দালাল, দুনিয়া, নগদ, বকেয়া, বাতিল, মক্তব, মজবুত, মাদ্রাসা, মহকুমা, মুন্সেফ, মোক্তার, মৌলবি, শয়তান, রায়, হাওয়া, হরফ, হাকিম, হাজত, হামলা।

খ. **ফারসি শব্দ :** বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলোকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

১. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ :** খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।

২. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ :** কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তোশক, দপ্তর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ, আজাদ, আড়ৎ, আফিম, আন্দাজ, আপোস, জেসমিন, কবুতর, কামান, খায়েশ, গরম, গোয়েন্দা, গ্রেপ্তার, চাদর, চালাক, জঙ্গি, জখম, জরিমানা, দোয়াত, পেঁয়াজ, পোলাও, পোশাক, বখশিশ, বরখাস্ত, বস্তা, বাগান, শালগম, সানাই, সওদাগর, সস্তা, সুদ, গুজব, চাকুরি, পেয়ালা, আদমশুমারি, গোলাপ, তোষামোদ, হিন্দু।

৩. **বিবিধ শব্দ :** আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাস, রপ্তানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দ : ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারের পাওয়া যায়–

১. **অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে :** ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, ইঞ্জিন, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেন্সিল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল, চেয়ার, গেট, গ্লাস, জ্যাকেট, টাইপ, টিকিট, টিফিন, পুলিশ, টেলিফোন, টেন্ডার, টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ, কেস, কেয়ার, আর্ট, পেট্রোল, ট্যাক্সি, ফুটবল, ফ্যাক্স ইত্যাদি।

২. **পরিবর্তিত উচ্চারণে :** আফিম (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle) ইত্যাদি।

ঘ. ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার শব্দ :

১. **পর্তুগিজ :** আলপিন, পাউরুটি, ইংরেজ, সাবান, তোয়ালে, বালতি, নিলাম, আলকাতরা, মার্কা, জানালা, পেরেক, ক্রশ, বারান্দা, যিশু, বেহালা, পেঁপে, পাচার, পেয়ারা, বোতাম, আলমারি, মিস্ত্রি, গামলা, ফিতা, কামিজ, গির্জা, চাবি, পাদ্রি, আনারস, টুপি, বোমা, কেরানি, কামরা, আতা, তামাক, ইস্পাত, আয়া, আচার, পিস্তল, বেহালা, গুদাম।

২. **ফারসি :** ওলন্দাজ, দিনেমার, কার্তুজ, কুপন, রেস্তোরাঁ, আঁতাত, ডিপো, বুর্জোয়া, রেনেসাঁস।

৩. **ওলান্দাজ :** ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি।

ঙ. অন্যান্য ভাষার শব্দ :

১. **গুজরাটি :** খদ্দর, হরতাল।

২. **পাঞ্জাবি :** চাহিদা, শিখ।

৩. **তুর্কি :** উজবুক, কোর্মা, তুরুক, বন্দুক, বাইজি, সওগাত, তোপ, কাবু, কাঠি, খাতুন, খাঁ, বিবি, আলখেল্লা, চাকু, লাশ, বাবা, উর্দু, কুলি, কুর্নিশ, খোকা, বাবুর্চি।

৪. **চীনা :** চা, চিনি, সাম্পান, লিচু, লুচি, এলাচি।

৫. **মিয়ানমার :** (বার্মিজ) : লুঙ্গি, ফুঙ্গি।

৬. **জাপানি :** রিকশা, হাসনাহেনা, ক্যারাটে, জুডো, হারিকিরি।

৭. **সিংহলি শব্দ :** সিডর (অর্থ-চোখ)

৮. **গ্রিক শব্দ :** দাম (দ্রাখমে), সেমাই, সুড়ং, ইউনানি।

৯. **ইতালীয় শব্দ :** মাফিয়া, ম্যাজেন্টা।

১০. **অস্ট্রেলীয় শব্দ :** বুমেরাং, ক্যাঙ্গারু।

১১. **মেক্সিকান শব্দ :** চকলেট।

১২. **দক্ষিণ আফ্রিকান শব্দ :** জেব্রা।

১৩. **পেরুর শব্দ :** কুইনাইন।

১৪. **জার্মান ভাষা :** নাৎসি।

১৫. **তামিল :** চুরুট বা চুরট।

হিন্দি শব্দ : আচ্ছা, কাছারি, কাহিনি, কুত্তা, খেলনা, গদি, ঘাবড়ানো, ঘুসাঘুসি, চাঁদোয়া, চাচা, চাটনি, চাটা, চাটাই, চানা, ছাতি (বুক অর্থে), ছালুন, জায়গা, জিলাপি, ঝান্ডা, ঝামেলা, টপ্পা, ঠিকানা, ঠক্কর, ডালপুরি, ঢিলা, তার, দাদা, দাদি, দুলা, ধোলাই, পানি, ফুফা, ফুফি, বড়াই, বেটা, ভরসা, সুজি, ওয়ালা, ছিনতাই, ডেরা, টহল, ডেমরা ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ : কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন–

- রাজা-বাদশা = তৎসম + ফারসি
- হাট-বাজার = বাংলা + ফারসি
- হেড-মৌলভি = ইংরেজি + আরবি
- হেড-পণ্ডিত = ইংরেজি + তৎসম
- খ্রিষ্টাব্দ = ইংরেজি + তৎসম
- ডাক্তার-খানা = ইংরেজি + ফারসি
- পকেট-মার = ইংরেজি + বাংলা
- চৌ-হদ্দি = বাংলা + ফারসি

গঠন অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ : গঠন অনুসারে বাংলা শব্দাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. মৌলিক শব্দ
২. সাধিত শব্দ [৩৬তম বিসিএস]

১. **মৌলিক শব্দ :** যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। এই শব্দগুলোকে সিদ্ধ শব্দ বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দও বলা হয়। মৌলিক শব্দগুলোই ভাষার মূল উপকরণ।
উদাহরণ : মা, বাবা, গোলাপ, বই, হাত, লাল, গাছ, মাটি, ভাই, বোন, নাক, কান, রং, ফুল, আকাশ, তিন ইত্যাদি।

২. **সাধিত শব্দ :** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।
উদাহরণ :
- চাঁদের মতো মুখ = চাঁদমুখ
- নীল যে আকাশ = নীলাকাশ
- ডুব + উরি = ডুবুরি
- চল + অন্ত = চলন্ত
- প্র + শাসন = প্রশাসন
- গর + মিল = গরমিল ইত্যাদি।

অর্থানুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ [৩৮তম বিসিএস] : শব্দের অর্থানুসারে ও তার অর্থগত দিক বিবেচনা করে বাংলা শব্দাবলিকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–
১. যৌগিক শব্দ।
২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ।
৩. যোগরূঢ় শব্দ।

১. **যৌগিক শব্দ :** যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন–
- মিতালি = মিতা + আলি – অর্থ : মিত্রতা।
- গায়ক = গৈ + ণক (অক)– অর্থ : গান করে যে।
- কর্তব্য = কৃ + তব্য– অর্থ : যা করা উচিত।
- বাবুয়ানা = বাবু + আনা– অর্থ : বাবুর ভাব।
- মধুর = মধু + র– অর্থ : মধুর মতো মিষ্টি গুণযুক্ত।
- দৌহিত্র = দুহিতা + ষ্ণ্য– অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি।
- চিকামারা = চিকা + মারা– অর্থ : দেওয়ালের লিখন।

এছাড়া আরো কিছু যৌগিক শব্দ হচ্ছে– নায়ক, নয়ন, শয়ন, বাদরামি, গুণবান, পাঠক, মেয়েলি, ভাড়াটে ইত্যাদি।

২. **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ :** যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থে অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন–

হস্তী = হস্ত + ইন	অর্থ : হস্ত আছে যার। কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়।
গবেষণা = গো + এষণা	অর্থ : গুরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন পর্যালোচনা।
বাঁশি = বাঁশ + ই	কিন্তু বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরে বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
প্রবীণ = প্র + বীণ	অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারে যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়।
তৈল = তিল + ষ্ণ	শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন– বাদাম তেল।

- অনুরূপভাবে, কুশ (এক প্রকার তৃণ) + অল = কুশল
- সন্দেশ– শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে 'সংবাদ' কিন্তু রূঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'

- হরিণ (যে হরণ করে) = পশু বিশেষ
- ঝি (নিজ কন্যা) = চাকরাণী
- পাঞ্জাবি (পাঞ্জাবের অধিবাসী) = পোশাক বিশেষ।

এছাড়া রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দের আরও কিছু উদাহরণ হলো : মন্দির, ফলাহার, থ, কারচুপি, শুশ্রূষা, বৎস, রাখাল, জেঠামি, কদর্য।

৩. **যোগরূঢ় শব্দ :** সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন–
- পঙ্কজ (পঙ্কেজন্মে যা– উপপদ তৎপুরুষ সমাস। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি একমাত্র 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ।
- রাজপুত– 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ।'
- মহাযাত্রা– মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দরূপে অর্থ 'মৃত্যু।'
- জলধি– 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
- আদিত্য (অদিতির পুত্র বা সব দেবতা) > সূর্য।
- রাজপুত (রাজার পুত্র) > জাতিবিশেষ।

এছাড়াও যোগরূঢ় শব্দের আর কিছু উদাহরণ হলো : জলদ, দশানন, পরিবার, বহুব্রীহি, গোঁফখেজুরে, অসুখ (এখানে সুখের অভাব না বুঝিয়ে রোগ বোঝায়।)

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- যোগরূঢ় শব্দ কোনটি? → শাখামৃগ [৪৬তম বিসিএস]
- আরবি 'কলম' শব্দটি 'কলমোস' শব্দ থেকে এসেছে। 'কলমোস' কোন ভাষার শব্দ? → গ্রিক [৪৫তম বিসিএস]
- যৌগিক শব্দ কোনটি? → মিতালি [৪৫তম বিসিএস]
- কোনটি তৎসম শব্দ? → ধূলি [৪৪তম বিসিএস]
- 'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? → গুজরাটি [৪৪তম বিসিএস]
- 'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? → ফারসি [৪৩তম বিসিএস]
- উদ্বাসন শব্দের অর্থ কী? → বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া [৪২তম বিসিএস]
- 'সোমত্ত' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে? → সমর্থ [৪১তম বিসিএস]
- 'গির্জা' কোন ভাষার শব্দ? → পর্তুগিজ [৪০তম বিসিএস]
- 'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ? → অর্ধতৎসম [৪০তম বিসিএস]
- বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে? → প্রাতিপদিক [৩৯তম বিসিএস]
- 'গিন্নি' কোন শ্রেণির শব্দ? → অর্ধ-তৎসম [৩৮তম বিসিএস]
- 'বাবা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? → তুর্কি [৩৮তম বিসিএস]
- কোনটি মৌলিক শব্দ? → গোলাপ [৩৭তম বিসিএস]
- 'সমভিব্যাহারে' শব্দটি অর্থ কী? → সংঘবদ্ধ হয়ে [৩৭তম বিসিএস]
- 'হেড মৌলবি' কোন কোন ভাষার শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে? → ইংরেজি + ফারসি [৩৬তম বিসিএস]
- 'পরশু' শব্দটির অর্থ কী? → পরশু [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় শব্দসাধন হয় না কোন উপায়ে? → লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা [৩৫তম বিসিএস]
- কোনটি সাধিত শব্দ নয়? → গোলাপ [৩২তম বিসিএস]
- কোনটি ইংরেজি শব্দ? → কমা [৩২তম বিসিএস]
- 'উজবুক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে? → তুর্কি [৩১তম বিসিএস]
- 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী? → ময়ূর [৩০তম বিসিএস]
- 'অনীক' শব্দের অর্থ কী? → সৈনিক [৩০তম বিসিএস]
- 'আফতাব' শব্দের অর্থ কী? → অর্ক [৩০তম বিসিএস]
- 'উপরোধ' শব্দের অর্থ কী? → অনুরোধ [২৮তম বিসিএস]
- গ্রিক শব্দ কোনটি? → দাম [২৭তম বিসিএস]
- 'চৌ-হদ্দি' শব্দটি কোন কোন ভাষার শব্দ মিলে গঠিত হয়েছে? → ফারসি + আরবি [২৬তম বিসিএস]
- কোন শব্দটি ফারসি? → পেরেশান [২৬তম বিসিএস]
- দাপ্তরিক কোন শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে আগত? → এজেন্ট [২৬তম বিসিএস]
- কোনটি অর্থ পক্ব অর্থে প্রকাশ পায়? → পাকা আম [২৬তম বিসিএস]
- 'কার মাথায় হাত বুলিয়েছে' এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ → ফাঁকি দেওয়া [২৪তম বিসিএস]
- 'কাঁচি' কোন ধরনের শব্দ? → তুর্কি [২৪তম বিসিএস]
- 'বেটাইম' শব্দটি গঠিত হয়েছে → ফারসি ও ইংরেজি শব্দে [২৪তম বিসিএস]
- 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ? → বিশেষ্য [২৪তম বিসিএস]
- নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে → কল্যাণীয়াসু [২৩তম বিসিএস]
- 'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? → পর্তুগিজ [২৩তম বিসিএস]
- 'রামগরুড়ের ছানা' কথাটির অর্থ → গোমড়ামুখো লোক [২৩তম বিসিএস]
- 'বামেতর' শব্দটির অর্থ → ডান [২৩তম বিসিএস]
- অপলাপ শব্দের অর্থ → অস্বীকার [২২তম বিসিএস]
- 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা' এখানে 'মুখ' বলতে কী বোঝাচ্ছে? → শক্তি [২১তম বিসিএস]
- 'বিরাগী' শব্দের অর্থ কী? → উদাসীন [২১তম বিসিএস]
- 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান' → এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন ধরনের শব্দ? → দ্বিরুক্ত শব্দ [২০তম বিসিএস]
- লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? → কবিরাজ [১৮তম বিসিএস]
- দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে কোনটির? → ননদ [১৮তম বিসিএস]
- বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে? → প্রাতিপদিক [১৮তম বিসিএস]
- বচন অর্থ কী? → সংখ্যার ধারণা [১৮তম বিসিএস]
- কোনটি অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়? → গ্রাম [১৮তম বিসিএস]
- পর্তুগিজ ভাষা থেকে নিম্নোক্ত একটি শব্দ বাংলা ভাষায় আত্তীকরণ করা হয়েছে → বালতি [১৭তম বিসিএস]
- শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমষ্টিকে ভাগ করা যায়? → তিন ভাগে [১৭তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষা এই শব্দ দুটি গ্রহণ করেছে চীনা ভাষা থেকে → চা, চিনি [১২তম বিসিএস]
- 'আনারস' এবং 'চাবি' শব্দ দুটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে → পর্তুগিজ ভাষা থেকে [১০ম বিসিএস]
- কোন দ্বিরুক্ত শব্দজুটি বহুবচন সংকেত করে? → পাকা পাকা আম [১০ম বিসিএস]
- কোন বাক্য 'মাথা' শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত? → মাথা খাটিয়ে কাজ করবে [১০ম বিসিএস]
- কোনটি তদ্ভব শব্দ? → চাঁদ [১০ম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- কোনটি পর্তুগিজ শব্দ নয়? → অজুহাত *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ২০২০]*
- তৎসম শব্দের ব্যবহার কোথায় বেশি? → সাধু রীতিতে *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ২০২০]*
- 'বাবা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? → তুর্কি *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ২০২০]*
- 'কলম' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? → আরবি *[পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর, ২০২০]*
- কোনটি দেশি শব্দ? → ডিঙি *[বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর, ২০২০]*
- 'চকলেট' কোন ভাষার শব্দ? → মেক্সিকান *[দুদক এর উপসহকারী পরিচালক, ২০২০]*
- 'চকলেট' কোন দেশের শব্দ? → মেক্সিকো *[প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিএফ/এফএ/কম্পাউন্ডার, ২০২০]*

- 'রেস্তোরাঁ' কোন ভাষার শব্দ? → ফরাসি
  [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরারে পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]
- 'চেহারা' কোন বিদেশি ভাষার শব্দ? → ফারসি
  [জীবন বীমা করপোরেশন, ২০১৮]
- 'বীজন' শব্দের অর্থ কী? → পাখা [জীবন বীমা করপোরেশন, ২০১৮]
- 'অজিন' হচ্ছে → হরিণের চামড়া
  [বাংলাদেশে রেলওয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী সিভিল, ২০১৬]
- 'আনারস' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? → পর্তুগিজ
  [বাংলাদেশে রেলওয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী সিভিল, ২০১৬]
- অভিধানে কোন শব্দটি আগে বসবে? → চাঁটি
  [উপজেলা পোস্টমাস্টার, ২০১৬]
- কোনটি দেশি শব্দ নয়? → চাবি
  [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'গুরুচণ্ডালী' দোষমুক্ত শব্দ কোনটি? → শবদাহ
  [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৬]
- কোন বাক্য 'মাথা' শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে → মাথা খাটিয়ে কাজ করবে [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'সন্দেশ' কোন শ্রেণির শব্দ? → রূঢ়ি
  [বাংলাদেশে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- 'সনাতন' শব্দের অর্থ কী? → চিরন্তন [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
- 'কুটুম্ব' শব্দের অর্থ কী? → আত্মীয় [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
- 'সুধাকর' শব্দের অর্থ কী? → চন্দ্র [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
- 'যুগপৎ' শব্দের অর্থ কী? → একই সময়ে
  [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
- 'তিমির' শব্দের অর্থ কী? → অন্ধকার [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
- 'বিহঙ্গ' শব্দের অর্থ কী? → পাখি [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
- 'ইনকিলাব' শব্দের অর্থ? → আন্দোলন, বিপ্লব
  [জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'পর্তুগিজ' ভাষার শব্দ নয় → চাহিদা
  [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ২০১৬]
- বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? → পাঁচটি
  [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ২০১৬]
- 'জঙ্গম' শব্দের অর্থ → গতিশীল
  [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ২০১৬]
- 'তারিখ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে? → আরবি
  [সমাজকর্মী নিয়োগ, ২০১৬]
- রিকশা কোন ভাষার শব্দ? → জাপানি [সমাজকর্মী নিয়োগ, ২০১৬]
- 'আছো তুমি জগৎ মাঝারে'– এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? → ব্যাপ্তি [সমাজকর্মী নিয়োগ, ২০১৬]
- 'এলাচি' কোন ভাষার শব্দ? → চীনা
  [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'অর্বাচীন' শব্দের অর্থ → নির্বোধ
  [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'সনদ' শব্দটি কোন ভাষার? → আরবি
  [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশল, ২০১৬]
- 'নবান্ন' শব্দটি কোন প্রক্রিয়ার গঠিত? → সন্ধি, সমাস
  [পিএসসির সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- 'সারমেয়' শব্দের অর্থ কী? → কুকুর [পিএসসির সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- কোনটি 'যোগরূঢ়' শব্দের উদাহরণ? → জলদ
  [পিএসসির সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- খাঁটি বাংলা শব্দ → ঢোল [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- হেড-মৌলভি কোন কোন ভাষার শব্দ? → ইরেজি + আরবি
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- তদ্ভব শব্দ → চাঁদ [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- পর্তুগিজ শব্দ → বালতি [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- 'হর্ষ' শব্দের অর্থ → আনন্দ
  [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]
- 'অপলাপ' শব্দের অর্থ → অস্বীকার
  [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]
- 'কাদম্বিনী' শব্দের অর্থ → মেঘমালা
  [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]
- অবলা শব্দের অর্থ → নারী
  [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]
- অলীক শব্দের অর্থ → মিথ্যা [সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'সদন' শব্দের অর্থ → নিবাস [সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'অভিরাম' শব্দের অর্থ → সুন্দর [সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'মার্সিয়া' শব্দের উৎস → আরবি ভাষা
  [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, ২০১৭]
- 'সচিব' যে ধরনের শব্দ → পারিভাষিক
  [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, ২০১৭]
- 'গিন্নি' যে শ্রেণির শব্দ → অর্ধ-তৎসম
  [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, ২০১৭]
- কন্যার সমার্থক নয় → অংশু [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, ২০১৭]
- যে শব্দটি আরবি ভাষা থেকে বাংলায় আগত → ছবি
  [স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ২০১৭]
- অব্যয়বাচক দ্বিরুক্তির উদাহরণ → ছমছম
  [স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ২০১৭]
- 'কোমা' শব্দটি আগত → তুর্কি ভাষা থেকে [ATEO 2016]
- ভাত → তদ্ভব ও খাঁটি বাংলা শব্দ [ATEO 2016]
- 'নীপ' শব্দের অর্থ → কদম [ATEO 2016]

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- এক বা একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে যদি নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকে শব্দ বলে।
- গঠনগত দিক থেকে বাংলা শব্দাবলি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা– মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ।
- উৎস বা উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দ পাঁচ প্রকার। যথা– ১. তৎসম, ২. অর্ধতৎসম, ৩. তদ্ভব, ৪. দেশি ও ৫. বিদেশি।
- অর্থগত দিক থেকে শব্দ প্রধানত তিন প্রকার। যথা– ১. যৌগিক শব্দ ২. রূঢ়ি শব্দ ও ৩. যোগরূঢ় শব্দ।
- যে শব্দকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে।
- মৌলিক শব্দ ব্যতীত সব শব্দকেই সাধারণত বলা হয় সাধিত শব্দ।
- যে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম হয়, তাকে যৌগিক শব্দ বলে।
- যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্যকোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে।
- সন্দেশ, হরিণ, প্রবীণ, তৈল প্রভৃতি রূঢ়ি শব্দ।
- খাঁটি বাংলা শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে।

শব্দদ্বিত্ব

অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে শব্দদ্বিত্ব বলে। শব্দদ্বিত্ব তিন ধরনের : অনুকার দ্বিত্ব, ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব ও পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।

১. **অনুকার দ্বিত্ব :** পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয় এবং প্রথম শব্দের অনুকরণে তৈরি হয়। এই অনুকরণ প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে ট, ফ, ব, ম, শ প্রভৃতি ধ্বনি যুক্ত থাকতে দেখা যায়। তাতে শব্দকে খানিকটা অনির্দিষ্ট, সাধারণ বা গুরুত্বহীন করা হয়। প্রকাশ পায় 'এই রকম একটা' ভাব। যেমন– অঙ্ক-টঙ্ক, আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, গরু-টরু, ছাগল-টাগল, ঝাল-টাল, হেন-তেন, লুচিফুচি, টাট্টু-ফাট্টু, আগড়ম-বাগড়ম, চাকর-বাকর, এলোমেলো, ঝিকিমিকি, কচর-মচর, ঝিলমিল, শেষ-মেষ, অল্পসল্প, বুদ্ধিশুদ্ধি, গুটিগুটি, মোটাসোটা, নরম-সরম, ব্যাপার-স্যাপার, বুঝে-সুঝে।
অনুকার দ্বিত্বে অনেক সময়ে স্বরের পরিবর্তন ঘটে, যেমন– আড়াআড়ি, খোঁজাখুঁজি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, ঠেকাঠেকি, তাড়াতাড়ি, দলাদলি, দামাদামি, পাকাপাকি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি, টুকরো-টাকরা, ধারধোর, জোগাড়-জাগাড়।

২. **ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব :** কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন– ঠন একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কোনো ধাতব পদার্থের সঙ্গে অন্য কোনো ধাতব পদার্থের সংঘর্ষে এই ধরনের ধ্বনি তৈরি হয়। ঠন শব্দটি পরপর দুই বার বা কখনো ততোধিক বার ব্যবহৃত হলে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব সৃষ্টি হয়। যেমন– সাঁই করে তির ছুটে যায়, সাঁই সাঁই করে তিরগুলো ছুটে যাচ্ছে, সাঁই সাঁই সাঁই করে অসংখ্য তির চারদিকে ছুটে গেল। অনেক সময়ে কল্পিত ধ্বনির ভিত্তিতেও ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হয়। যেমন– ফোড়া টনটন করে, গা ছমছম করে।
কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ : কুট কুট, কোঁত কোঁত, কুটুস-কুটুস, খক খক, খুটুর-খুটুর, টুং টুং, ঠুক ঠুক, ধুপ ধুপ, দুম দুম, দং দং, চকচক, জ্বলজ্বল, ঝমঝম, টসটস, থকথকে, ফুসুর ফুসুর, ভটভট, শোঁ শোঁ, হিস হিস।
কিছু ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন– থপাথপ, গবাগব, ঝটাঝট, ফটাফট, দমাদম, পটাপট।

৩. **পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব :** পুনরায় আবৃত্ত হলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিহীন বা বিভক্তিযুক্ত হতে পারে। যেমন– জ্বর জ্বর, পর পর, কবি কবি, হাতে হাতে, কথায় কথায়, জোরে জোরে ইত্যাদি।
বিভক্তিহীন পুনরাবৃত্ত : ভালো ভালো (কথা), কত কত (লোক), হঠাৎ হঠাৎ (ব্যথা), ঘুম ঘুম (চোখ), উড়ু উড়ু (মন), গরম গরম (জিলাপি), হায় হায় (করা)।
বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্ত : কথায় কথায় (বাড়া), মজার মজার (কথা), ঝাঁকে ঝাঁকে (চলা), চোখে চোখে (রাখা), মনে মনে (হাসা), সুরে সুরে (বলা), পথে পথে (হাঁটা)।

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- 'ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি।'– এ বাক্যে 'ডেকে ডেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করে? → পৌনঃপুনিকতা *[৪৩তম বিসিএস]*
- আমার জ্বর জ্বর লাগছে– জ্বর জ্বর শব্দ দুটি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হওয়াকে বলে → দ্বিরুক্ত শব্দ *[৪২তম বিসিএস]*
- 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান'– এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন ধরনের শব্দ? → ধ্বন্যাত্মক শব্দ *[২০তম বিসিএস]*
- কোন দ্বিরুক্ত শব্দজুটি বহুবচন সংকেত করে? → পাকা পাকা আম *[১০তম বিসিএস]*

উপসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। এর প্রভাবে শব্দটির কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন–
১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে।
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।
ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশের নাম উপসর্গ। যেমন– 'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ যার অর্থ, নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে। উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই; কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে–
- বাংলা উপসর্গ
- তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ
- বিদেশি উপসর্গ

১. **বাংলা উপসর্গ :** বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি। যথা– অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা। নিচে এদের প্রয়োগ দেখানো হলো–

ক্রম.	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা		উদাহরণ
১.	অ	নিন্দিত	অর্থে	অকেজো, অচেনা, অপয়া
	–	অভাব	”	অচিন, অজানা, অথৈ
		ক্রমাগত	”	অঝোর, অঝোরে
২.	অঘা	বোকা	”	অঘারাম, অঘাচন্দ্র
৩.	অজ	নিতান্ত (মন্দ)	”	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
৪.	অনা	অভাব	”	অনাবৃষ্টি, অনাদর
	–	ছাড়া	”	অনাছিষ্টি, অনাচার
		অশুভ	”	অনামুখো
৫.	আ	অভাব	”	আকাড়া, আধোয়া, আলুনি
	–	বাজে, নিকৃষ্ট	”	আকাঠা, আগাছা
৬.	আড়	বক্র	”	আড়চোখে, আড়নয়নে
	–	আধা, প্রায়	”	আক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগল
		বিশিষ্ট	”	আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড়া (আস্তাবর), আড়কাঠি
৭.	আন	না	”	আনকোরা
		বিক্ষিপ্ত	”	আনচান, আনমনা
৮.	আব	অস্পষ্টতা	”	আবছায়া, আবডাল
৯.	ইতি	এ বা এর	”	ইতিকর্তব্য, ইতঃপূর্বে
	–	পুরোনো	”	ইতিকথা, ইতিহাস
১০.	উন (উনা)	কম	”	উনপাঁজুরে, উনিশ
১১.	কদ	নিন্দিত	”	কদবেল, কদর্য, কদাকার
১২.	কু	কুৎসিত/অপকর্ষ	”	কু-অভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ
১৩.	নি	নাই/নেতি	”	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট
১৪.	পাতি	ক্ষুদ্র	”	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো
১৫.	বি	ভিন্নতা/নাই বা নিন্দনীয়	”	বিভুঁই, বিফল, বিপথ
১৬.	ভর	পূর্ণতা	”	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে
১৭.	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	”	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা
১৮.	স	সঙ্গে	”	সরাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট
১৯.	সা	উৎকৃষ্ট	”	সাজিরা, সাজোয়ান
২০.	সু	উত্তম	”	সুনজর, সুখবর, সুকাজ
২১.	হা	অভাব	”	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

২. **সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ :** সংস্কৃত উপসর্গ ২০টি। যথা– প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ। নিচে এদের প্রয়োগ দেখানো হলো–

ক্র.	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
১.	প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক	অর্থে	প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত
	–	খ্যাতি	”	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
		আধিক্য	”	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার
		গতি	”	প্রবেশ, প্রস্থান
		ধারা-পরম্পরা বা অনুগামিত	”	প্রপৌত্র, প্রশাখা

ক্র.	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
২.	পরা	আতিশয্য	”	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ
	–	বিপরীত	”	পরাজয়, পরাভব
৩.	অপ	বিপরীত	”	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
	–	নিকৃষ্ট	”	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ
		স্থানান্তর	”	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
		বিকৃত	”	অপমৃত্যু
৪.	সম্	সম্যক রূপে	”	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
	–	সম্মুখে রূপে	”	সমাগত, সম্মুখ
৫.	নি	নিষেধ	”	নিবৃত্তি
	–	নিশ্চয়	”	নিবারণ, নির্ণয়
		আতিশয্য	”	নিদাঘ, নিদারুণ
		অভাব	”	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
৬.	অব	হীনতা	”	অবজ্ঞা, অবমাননা
	–	সম্যকভাবে	”	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
		নিম্নে/অধোমুখিতা	”	অবতরণ, অবরোহণ
		অল্পতা	”	অবশেষ, অবসান, অবেলা
৭.	অনু	পশ্চাৎ	”	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ
	–	সাদৃশ্য	”	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
		পৌনঃপুন	”	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
		সঙ্গে	”	অনুকূল, অনুকম্পা
৮.	নির	অভাব	”	নির্জীব, নিরহংকার, নিরাশ্রয়, নির্ধন
	–	নিশ্চয়	”	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
		বাহির/বহির্মুখিতা	”	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
৯.	দুর	মন্দ	”	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম
	–	কষ্টসাধ্য	”	দুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য
১০.	বি	বিশেষ রূপে	”	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিরক্ত, বিতর্ক
	–	অভাব	”	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল
		গতি	”	বিচরণ, বিক্ষেপ
		অপ্রকৃতস্থ	”	বিকার, বিপর্যয়
১১.	সু	উত্তম	”	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল
	–	সহজ	”	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
		আতিশয্য	”	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
১২.	উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	”	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন
	–	আতিশয্য	”	উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন
		প্রস্তুতি	”	উৎপাদন, উচ্চারণ
		অপকর্ষ	”	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট
১৩.	অধি	আধিপত্য	”	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
	–	উপরি	”	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
		ব্যাপ্তি	”	অধিকার, অধিবাস, অধিগত
১৪.	পরি	বিশেষ রূপ	”	পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	–	শেষ	”	পরিশেষ
		সম্যক রূপে	”	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
		চতুর্দিক	”	পরিভ্রমণ, পরিমণ্ডল
১৫.	প্রতি	সদৃশ	”	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	–	বিরোধ	”	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
		পৌনঃপুন	”	প্রতিদিন, প্রতি মাস
		অনুরূপ কাজ	”	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
১৬.	উপ	সামীপ্য	”	উপকূল, উপকণ্ঠ
		সদৃশ	”	উপদ্বীপ, উপবন
	–	ক্ষুদ্র	”	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
		বিশেষ	”	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
১৭.	অভি	সম্যক	”	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত
	–	গমন	”	অভিযান, অভিসার
		সম্মুখ বা দিক	”	অভিমুখ, অভিবাদন
১৮.	অতি	আতিশয্য	”	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	–	অতিক্রম	”	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
১৯.	আ	পর্যন্ত	”	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	–	ঈষৎ	”	আরক্ত, আভাস
		বিপরীত	”	আদান, আগমন

৩. বিদেশি উপসর্গ

ক. ফারসি উপসর্গ–

ক্রম.	উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত		উদাহরণ
১.	কার্	কাজ	অর্থে	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
২.	দর্	মধ্যস্থ, অধীন	”	দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান
৩.	না	না	”	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক
৪.	নিম্	আধা	”	নিমরাজি, নিমখুন
৫.	ফি	প্রতি	”	ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-সন, ফি-মাস, ফি-বছর
৬.	বদ্	মন্দ	”	বদমেজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম
৭.	বে	না	”	বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেতার, বেকার
৮.	বর্	বাইরে, মধ্যে	”	বরদাস্ত, বরখাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
৯.	ব্	সহিত	”	বমাল, বনাম, বকলম
১০.	কম্	স্বল্প	”	কমজোর, কমবখ্ত

খ. আরবি উপসর্গ

ক্রম.	উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত		উদাহরণ
১.	আম্	সাধারণ	”	আমদরবার, আমমোক্তার
২.	খাস	বিশেষ	”	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার
৩.	লা	না	”	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
৪.	গর্	অভাব	”	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

গ. ইংরেজি উপসর্গ

ক্র.	উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত		উদাহরণ
১.	ফুল	পূর্ণ	”	ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-বাবু, ফুল-প্যান্ট
২.	হাফ	আধা	”	হাফ-হাতা, হাফ-টিকিট, হাফ-স্কুল, হাফ-প্যান্ট
৩.	হেড	প্রধান	”	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলভি
৪.	সাব	অধীন	”	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর

ঘ. উর্দু-হিন্দি উপসর্গ

হর : প্রত্যেক অর্থে– হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা

বাক্যে বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ : হিসাবে গরমিল থাকলে খাসমহল লাটে উঠবে। বহাল তবিয়তে দস্তখত করে ফি-রোজ হেড অফিসে আসা যাওয়া কর।

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- উপসর্গযুক্ত শব্দ → বিদ্রোহী *[৪৬তম বিসিএস]*
- ‘অভাব’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি? → আলুনি *[৪১তম বিসিএস]*
- কোন শব্দটি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে? → আঘাটা, আনন *[৩৯তম বিসিএস]*
- কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? → উপভোগ *[৩৯তম বিসিএস]*
- ‘কদাকার’ শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত? → দেশি উপসর্গযোগে [৩৭তম বিসিএস]
- কোন শব্দ গঠনে বাংলা উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? → অনাবৃষ্টি [৩২তম বিসিএস]
- ‘অপ’ কী ধরনের উপসর্গ? → সংস্কৃত [৩০তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় কয়টি খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে? → একুশটি [২৭তম বিসিএস]
- উপসর্গ কোনটি? → অতি [২৬তম বিসিএস]
- প্র, পরা, অপ → সংস্কৃত উপসর্গ [২৬তম বিসিএস]
- উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য → উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পেছনে [২৪তম, ১৭তম বিসিএস]
- ‘লাপাত্তা’ শব্দের ‘লা’ উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে → আরবি ভাষা থেকে [১৭তম বিসিএস]
- ‘অচিন’ শব্দের ‘অ’ উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? → নঞর্থক [১৬তম বিসিএস]
- ‘অবমূল্যায়ন’ ও ‘অবদান’ শব্দ দুটিতে ‘অব’ উপসর্গটি সম্পর্কে কোন মন্তব্যটি সঠিক? → দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ দু-রকম [১৬তম বিসিএস]
- কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? → নিমরাজি [১০ম, ১২তম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- অবলম্বনের ‘অব’ উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত? → সম্যকভাবে *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]*
- ‘পরাভাব’ শব্দে ‘পরা’ উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? → বিপরীত *[এন এস আই এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার, ২০১৯]*
- কোন শব্দে বাংলা উপসর্গ আছে? → আগাছা *[এনএসআই (NSI) এর ওয়াচার কনস্টেবল, ২০১৯]*
- বিদেশি উপসর্গের ব্যবহার রয়েছে নিচের কোন শব্দে? → নাবালক *[জনপালি ব্যাংক লিমিটেডের অফিসার, ২০১৯]*
- কোন শব্দটিতে ইংরেজি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? → ফুলবাবু *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্সের কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর, ২০১৯]*
- ‘পরাজয়ের’-এ শব্দটিতে কোনটি উপসর্গ? → পরা *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পরীক্ষা গ্রহণকারী-পিএসসি)-২০১৯]*
- কোন শব্দটি উপসর্গযোগে গঠিত? → আগাছা *[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্স (বাতিলকৃত)-২০১৭]*
- শ্রুতি বা ধাতুর পূর্বে যে সব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে ঐসব শব্দাংশকে বলে → উপসর্গ *[ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের সহকারী পরিচালক/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ২০১৭]*
- কোন শব্দটি খাঁটি বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত? → অজপাড়াগাঁ *[জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর, ২০১৮]*
- ‘অপমান’ শব্দের ‘অপ’ উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? → বিপরীত অর্থে [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৬]
- বর, বদ ও বাজে কোন শ্রেণির উপসর্গ? → বিদেশি উপসর্গ [পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]
- প্র, প্ররা কোন ধরনের উপসর্গ? → সংস্কৃত উপসর্গ [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৬]
- কোনটি শব্দের আগে বসে? → উপসর্গ [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপপ্রকৌশলী (সিভিল), ২০১৬]
- বাংলা উপসর্গ কতটি? → ২১টি [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ২০১৬]
- কোন শব্দটিতে ‘উপ’ ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? → উপনেতা [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]

পারিভাষিক শব্দ

‘ভাষা’ শব্দের পূর্বে ‘পরি’ উপসর্গযোগে ‘পরিভাষা’ শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর আক্ষরিক অর্থ ‘বিশেষ ভাষা’। অর্থাৎ পারিভাষিক শব্দের অর্থ হলো কোনো ভাষার মধ্যে বিশেষ অর্থে ব্যবহারযোগ্য শব্দ। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, মূল শব্দের মৌলিক অর্থ ও ভাবের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করে যে রূপ দান করা হয়, তাকেই ‘পরিভাষা’ বলে।

A			
Abeyance	স্থগিতাবস্থা	Aesthetics	নন্দনতত্ত্ব
Abolition	বিলোপ	Affidavit	হলফনামা
Abortive coup	ব্যর্থ অভ্যুত্থান	Agenda	আলোচ্যসূচি
Abstract	সার, বিমূর্ত	Aggregate	সমষ্টি
Accountancy	হিসাববিদ্যা	Agreement	চুক্তি
Accounting	হিসাবরক্ষণ	Agronomy	কৃষিবিদ্যা
Acting	ভারপ্রাপ্ত	Aid	সাহায্য
Accused	অভিযুক্ত	Aircraft	বিমান
Acknowledgement	প্রাপ্তিস্বীকার	Addendum	পরিশিষ্ট, সংযোজন
Act	আইন	Allegiance	আনুগত্য
Animal husbandry	পশুপালন	Alien	বিদেশি, বহিরাগত
Adjournment	মুলতবি	Allowance	ভাতা
Aeronautics	বিমানবিদ্যা	Analysis	বিশ্লেষণ
Ambassador	রাষ্ট্রদূত	Allotment	বরাদ্দ
Approval	অনুমোদন	Annexation	সংযোজন
Authentic	প্রামাণিক, যথাযথ	Anonymous	বেনামি, অজ্ঞাতনামা
Anthropology	নৃতত্ত্ব	Archaeology	প্রত্নতত্ত্ব
Auditor	নিরীক্ষক	Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত
Authority	কর্তৃপক্ষ	Author	লেখক, গ্রন্থকার
Arbiter	মধ্যস্থ, সালিশ	Article	অনুচ্ছেদ, প্রবন্ধ
Assassination	গুপ্তহত্যা	Alliance	মৈত্রীজোট
Anticorruption	দুর্নীতি দমন	Asylum	আশ্রয়
Antonym	বিপরীত শব্দ	Attachment	ক্রোক
Appendix	পরিশিষ্ট	Attestation	সত্যায়ন
Appointment	নিয়োগ	Astronomy	জ্যোতির্বিদ্যা
Auction	নিলাম	Autograph	স্বাক্ষর, স্বলেখন
B			
Bench	এজলাস, বেঞ্চ	Background	পটভূমি
Biased	পক্ষপাতদুষ্ট	Bacteria	জীবাণু
Bill of exchange	হুন্ডি, বিনিময়পত্র	Balance	বাকি, উদ্বৃত্ত, ভারসাম্য
Bio data	জীবনবৃত্তান্ত	Bail	জামিন
Black money	কালো টাকা	Badge	তক্‌মা

Boycott	বর্জন	Balanced diet	সুষম খাদ্য
Branch	শাখা	Banishment	নির্বাসন
Broker	দালাল	Bankrupt	দেউলিয়া
Bureau	ব্যুরো, সংস্থা	Banned	নিষিদ্ধ
Bureaucracy	আমলাতন্ত্র	Barrage	বাঁধ
By-election	উপনির্বাচন	Brochure	পুস্তিকা
Booklet	পুস্তিকা	Book Fair	বইমেলা
Bonafide	প্রকৃত, বিশ্বস্ত	Bill	বিল, মূল্যপত্র
Blockade	অবরোধ		

C

Cabinet	মন্ত্রিসভা	Caretaker	তত্ত্বাবধায়ক
Cadre	পদালি	Cashier	খাজাঞ্চি
Calligraphy	হস্তলিপিবিদ্যা	Casual	নৈমিত্তিক
Capital	পুঁজি, মূলধন	Censor	বিবাচক
Capitalism	পুঁজিবাদ	Censure	তিরস্কার
Customer	ক্রেতা, গ্রাহক	Consumer goods	ভোগ্যপণ্য
Chief	প্রধান, মুখ্য	Civil war	গৃহযুদ্ধ
Chancellor	আচার্য	Contract	চুক্তি
Calendar	ইস্ত্রি করার যন্ত্র	Client	মক্কেল
Colony	উপনিবেশ	Counsel	কৌসুলি
Conference	সম্মেলন	Consulate	দূতালয়
Confidence	আস্থা	Conspiracy	ষড়যন্ত্র
Constitution	সংবিধান	Coup d'etat	অভ্যুত্থান
Copyright	গ্রন্থস্বত্ব	Census	আদমশুমারি

D

Dead letter	নির্লক্ষ্য পত্র	Deputation	প্রেষণ
Deadline	নির্দিষ্ট সময়সীমা	Devaluation	মূল্যহ্রাস
Deadlock	অচলাবস্থা	Diagram	নকশা, চিত্র
Discount	বাট্টা	Dialogue	সংলাপ
Debenture	ঋণপত্র	Disposal	নিষ্পত্তি
Debit	খরচ	Dividend	লভ্যাংশ
Deed	দলিল	Dockyard	পোতাঙ্গন
Defense	প্রতিরক্ষা	Donation	দান
Delegate	প্রতিনিধিবর্গ	Duty	শুল্ক, কর্তব্য
Decentralization	বিকেন্দ্রীকরণ	Demy-Official	আধাসরকারি
Deposit	আমানত	Debt	ঋণ

E

Economy	অর্থব্যবস্থা	Episode	উপকাহিনি
Encyclopedia	বিশ্বকোষ	Editor	সম্পাদক
Efficiency	কর্মক্ষমতা	Excise duty	অবগারি শুল্ক
Elasticity	স্থিতিস্থাপকতা	Expert	বিশেষজ্ঞ
Electoral college	নির্বাচকমণ্ডল	Emergency	জরুরি
Embargo	অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা	Epitaph	সমাধিফলকে খোদাই করা উক্তি
Employee	কর্মচারী, চাকরি	Evolution	অভিব্যক্তি
Employment	কর্মনিয়োগ	Exchange	বিনিময়
Engineer	প্রকৌশলী	Exhibition	প্রদর্শনী
Enterprise	উদ্যোগ	Expansion	প্রসারণ
Equation	মহামারি	Epilepsy	মৃগি
Eradication	সমীকরণ	Estate	সম্পত্তি
Establishment	সংস্থাপন	Evidence	সাক্ষ্য, প্রমাণ

F

Face value	অভিহিত মূল্য	Free market	খোলা বাজার
Famine	দুর্ভিক্ষ	Fugitive	পলাতক
Federation	যুক্তরাষ্ট্র, সংঘ	Flora	উদ্ভিদকুল
Fiscal policy	রাজস্ব নীতি	Fauna	প্রাণিকুল
Foreign exchange	বৈদেশিক মুদ্রা	Fantasy	উদ্ভট কাহিনি
Foreign policy	পররাষ্ট্রনীতি	Folk Song	লোকসংগীত
Foreman	সর্দার, কর্মনায়ক	Funeral	শেষকৃত্য
Foreword	পূর্বকথা, ভূমিকা	Framework	কাঠামো
Formal	আনুষ্ঠানিক	Formula	সূত্র, সংকেত

G

Galaxy	ছায়াপথ	Graphic	লৈখিক
Goods	পণ্য, মাল	Gratuity	আনুতোষিক, উপহার
Gun-powder	বারুদ	Great bear	সপ্তর্ষিমণ্ডল
Graduate	স্নাতক	Gymnasium	ব্যায়ামাগার
Granary	শস্যাগার	Gypsy	বেদে

H

Humanity	মানবতা	Hand Bill	ইশতেহার
Haven	পোতাশ্রয়	Handicraft	হস্তশিল্প
Barbour	পোতাশ্রয়	Handloom	তাঁত
Hunger strike	অনশন ধর্মঘট	Hydrology	জলবিজ্ঞান
Humanities	মানবিক বিদ্যা	Hard money	নগদ টাকা
Hygiene	স্বাস্থ্যবিদ্যা	Hydrosphere	বারিমণ্ডল
Hypocrisy	কপটতা, ভণ্ডামি	Hospitality	আতিথেয়তা
Human Rights	মানবাধিকার		

I

Illiterate	নিরক্ষর	Inflation	মুদ্রাস্ফীতি
Immigrant	অভিবাসী	Inheritance	উত্তরাধিকার
Impeachment	অভিশংসন	Intelligentsia	বুদ্ধিজীবী সমাজ
Import	আমদানি	Interview	সাক্ষাৎকার
Imprisonment	কারাদণ্ড	Investigation	অনুসন্ধান, তদন্ত
Instrument	যন্ত্র	Investment	বিনিয়োগ
Insurance	বিমা	Irrigation	সেচ
Index	নির্দেশক, সূচক		

J, K, L

Journal	পত্রিকা	Laboratory	পরীক্ষাগার
Judge	বিচারক	Lawyer	আইনজ্ঞ
Judgement	রায়	Leaflet	প্রচারপত্র
Jurisprudence	আইনবিজ্ঞান	Leap-year	অধিবর্ষ
Key note	মূলভাব, মর্ম	Lagoon	উপহ্রদ
Kidnapping	অপহরণ	Linguistics	ভাষাবিজ্ঞান
knowledge	জ্ঞান	Lake	হ্রদ
Livestock	পশুসম্পদ	Lexicon	অভিধান
License	অনুমতিপত্র	Lingua franca	মিশ্র ভাষা
Land Revenue	ভূমি, রাজস্ব		

M

Monetary policy	মুদ্রানীতি	Mobile court	ভ্রাম্যমাণ আদালত
Monarchy	রাজতন্ত্র	Memorandum	স্মারকলিপি
Monsoon	মৌসুমি বায়ু	Manifesto	ইশতেহার
Mythology	পুরাণতত্ত্ব	Map	মানচিত্র

Mass education	গণশিক্ষা	Meteorology	আবহবিদ্যা
Mediator	মধ্যস্থ, সালিশ	Museum	প্রদর্শনশালা
Manpower	জনশক্তি	Market value	বাজারদর
Manuscript	পাণ্ডুলিপি	Marsh	বিল, জলা
Mass education	গণশিক্ষা	Marine	সমুদ্র, সামুদ্রিক

O

Oath	শপথ, হলফনামা	Optional	ঐচ্ছিক
Ordinance	অধ্যাদেশ	Overtime	অধিকাল
Oyster	ঝিনুক, শুক্তি	Ombudsman	ন্যায়পাল
Optics	আলোকবিজ্ঞান	Ore	আকরিক
Orbit	কক্ষপথ	Organization	সংস্থা
Osteology	অস্থিবিজ্ঞান	Obligatory	বাধ্যতামূলক

P

Painter	চিত্রকর	Post mortem	ময়না তদন্ত
Paleographer	প্রত্নলিপিবিদ	preamble	প্রস্তাবনা
Paleontology	প্রত্নজীববিদ্যা	pseudonym	ছদ্মনাম
Parasite	পরজীবী	Penal code	দণ্ডবিধি
par value	সমমূল্য	pen-friend	পত্রমিতা
passport	ছাড়পত্র	phonetics	ধ্বনিবিজ্ঞান
pathology	রোগবিদ্যা	Posthumous	মরণোত্তর

Q, R

Quack	হাতুড়ে	Republic	প্রজাতন্ত্র
Rainbow	রামধনু, রংধনু	Revenue	রাজস্ব
Rainfall	বৃষ্টিপাত	Ransom	মুক্তিপণ
Rule of law	আইনের শাসন	Racialism	জাতিবিদ্বেষ
Rank	পদমর্যাদা		

S, T

Sabotage	অন্তর্ঘাত	Surplus	উদ্বৃত্ত
Satellite	উপগ্রহ	Summit	শীর্ষ
Secular	ধর্মনিরপেক্ষ	Summons	সমন
Seizure	আটক	Sculptor	ভাস্কর
Sentry	প্রহরী	Secretary	সচিব
Sessions court	দায়রা আদালত	Tariff duties	শুল্ককর
Sewerage	পয়ঃপ্রণালি	Telecast	সম্প্রচার
Specialist	বিশেষজ্ঞ	Telescope	দূরবীক্ষণ
Spokesman	মুখপাত্র	Trustee	অছি
Subjudice	বিচারাধীন	Tropical	গ্রীষ্মমণ্ডলীয়
Subsidy	সরকারি সাহায্য, ভর্তুকি	Tradition	ঐতিহ্য
Suit	মামলা	Telephone	দূরালাপনী
Suite	প্রকোষ্ঠ, কক্ষ	Theory	তত্ত্ব

U, V, W, X, Y

Urban	পৌর	Vaccination	টিকাদান
Utilization	সদ্ব্যবহার	Vacuum	শূন্য
Ultimatum	চরমপত্র	Vegetarian	নিরামিষাশী
Ultraviolet	অতিবেগুনি	Vendor	বিক্রেতা
Usage	প্রথা	Verdict	রায়
Usurer	সুদখোর	Vice-chancellor	উপাচার্য
Unfairmeans	অসাধু উপায়	Walk-out	সভা বর্জন
Uniform	উর্দি, একরূপ	War crime	যুদ্ধাপরাধ
Unilateral	একতরফা	Withdrawal	প্রত্যাহার

Unofficial	বেসরকারি	Will	ইচ্ছাপত্র
Urbanization	নগরায়ণ	Wireless	বেতার
Universal	বিশ্বজনীন	Witness	সাক্ষী
Viva voce	মৌখিক পরীক্ষা	Wage	বেতন, মজুরি
X-ray	রঞ্জনরশ্মি	Year book	বর্ষপঞ্জি

'Extra'

Confidential file	গোপন নথি	District magistrate	জেলা শাসক
Dead stop	পুরোপুরি থামা	Dead slow	পূর্ণ মন্থর
Family pension	পরিবার ভাতা	Food poisoning	খাদ্যদুষ্টি
Grace period	অতিরিক্ত সময়	Identification mark	শনাক্ত চিহ্ন
No Objection Certificate	অনাপত্তিপত্র	No Transferable	অহস্তান্তরযোগ্য
Terms and conditions	শর্তাবলি	Public Thoroughfare	জনপথ
Pen-down strike	কলম ধর্মঘট		

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- 'pedagogy'-শব্দের পরিভাষা → শিক্ষাতত্ত্ব [৪৬তম বিসিএস]
- 'Rank' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী? → পদমর্যাদা [৪৫তম বিসিএস]
- 'Attested'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? → সত্যায়িত [৪৩তম, ৪০তম বিসিএস]
- অনুকম্পা শব্দের ইংরেজি কোনটি? → Clemency [৪২তম বিসিএস]
- 'Notification'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? → প্রজ্ঞাপন [৪২তম বিসিএস]
- 'Hand out'- এর শুদ্ধ বাংলা পরিভাষা হচ্ছে → জ্ঞাপনপত্র [৩৯তম বিসিএস]
- 'Null and Void' এর বাংলা পরিভাষা কী? → বাতিল [৩৮তম বিসিএস]
- 'Custom' শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ? → প্রথা [৩৭তম বিসিএস]
- 'Consumer goods'-এর বাংলা পরিভাষা কী? → ভোগ্যপণ্য [৩৫তম বিসিএস]
- Excise duty-র পরিভাষা → আবগারি শুল্ক [৩৪তম বিসিএস]
- 'Subconscious' শব্দটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ হলো → অবচেতন [৩২তম বিসিএস]
- Quarterly শব্দের অর্থ কী? → ত্রৈমাসিক [৩১তম বিসিএস]
- Anatomy শব্দের অর্থ → শারীরবিদ্যা [৩০তম বিসিএস]
- Ballad কী? → গীতিকা [২৬তম বিসিএস]
- Wisdom শব্দের বাংলা অর্থ → প্রজ্ঞা [১৫তম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- 'Philology' শব্দের পরিভাষা কোনটি? → ভাষাবিদ্যা *[উপজেলা/আরবান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ২০২০]*
- 'Heavenly body'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? → জ্যোতিষ্ক *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ পরীক্ষা; অডিটর-২০১৯]*
- 'Turn Down'- এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? → প্রত্যাখ্যান করা *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০১৯]*
- 'Semantics'-এর বাংলা পরিভাষা → বাক্যতত্ত্ব *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০১৯]*
- 'Manuscript'-এর বাংলা পরিশব্দ → পাণ্ডুলিপি *[বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক-২০১৯]*
- 'yellow dog-এর সঠিক বাংলা কোনটি? → হীন ব্যক্তি *[বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক-২০১৯]*

- 'Prothesis'-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? → আদি স্বরাগম
  [বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক-২০১৯]
- Ordnance শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী? → সমরাস্ত্র
  [জীবন বীমা করপোরেশন ২০১৮]
- Corrigendum শব্দের অর্থ কী? → শুদ্ধিপত্র
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সহকারি পরিচালক ২০১৮]
- 'Campaign' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ কী? → প্রচারাভিযান
  [উপসহকারী প্রকৌশলী, সিভিল ২০১৭]
- 'Executive'-এর পরিভাষা → নির্বাহী
  [বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী, সিভিল ২০১৬]
- 'Epic' শব্দের পরিভাষা কী? → মহাকাব্য
  [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৬]
- প্রচালিত বিদেশি শব্দের ভাবানুমূলক প্রতিশব্দকে কী বলে? → পারিভাষিক শব্দ
  [সমাজকর্মী নিয়োগ, ২০১৬]
- 'Chancellor'-এর পরিভাষা কী? → আচার্য
  [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]

সমার্থক শব্দ

সমার্থক (সম + অর্থ + ক) শব্দের অর্থ হলো **সমার্থবোধক, সমার্থজ্ঞাপক বা একার্থবিশিষ্ট শব্দ,** যার ইংরেজি প্রতিশব্দ **Synonym**। বাংলা শব্দভাণ্ডারে বেশকিছু শব্দ আছে, যা অন্য একটি শব্দের প্রতিশব্দ অর্থাৎ অন্য একটি শব্দের অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করে। এরূপ সম-অর্থজ্ঞাপক ভিন্ন শব্দকে সমার্থক বা প্রতিশব্দ বলে।

- সমার্থক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা
- সমার্থক শব্দের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।
- সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।
- সমার্থক শব্দের মাধ্যমে রচনায় শব্দবৈচিত্র্য আসে।

মূলশব্দ	সমার্থক/প্রতিশব্দ
অগ্নি	অনল, বহ্নি, হুতাশন, পাবক, বৈশ্বানর, আশুন, দহন, সর্বভুক, শিখী, হোমাগ্নি, কৃশানু, শিখাবৎ, বায়ুসখা, হুতভুক, বিশ্বপা, অনিলসখ, সপ্তার্চি।
অশ্ব	ঘোড়া, ঘোটক, হয়, বাহ, বাজী, তুরঙ্গম, ঘোটকী, তুরগ, টাঙ্গন, তুরঙ্গ, সৈন্ধব, বাহনশ্রেষ্ঠ, হ্রেষী, মুরদ্রথ।
অন্ধকার	আঁধার, তিমির, তমঃ, তমিস্র, আঁধিয়ার, আন্ধার, শর্বর, আলোকহীনতা, নভাক।
অতিশয়	অতি, অতীব, অতিমাত্র, অধিক, অত্যন্ত, একান্ত, নিতান্ত, পরম, সাতিশয়, অত্যধিক।
অন্ন	ভাত, ওদন।
অপবাদ	দুর্নাম, বদনাম, কুৎসা, নিন্দা।
অশ্রু	অশ্রুবারি, নয়নজল, চোখের জল, নেত্রবারি, নেত্রনীর।
অংশু	প্রভা, জ্যোতি, আভা, কিরণ, দীপ্তি, বিভা, দ্যুতি, ভাতি।
আনন্দ	হর্ষ, পুলক, আহ্লাদ, সুখ, খুশি, তৃপ্তি, সন্তোষ, পরিতোষ, উৎফুল্লতা, প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা, আমোদ, প্রমোদ, হাসি, উল্লাস, হৃষ্টতা, তুষ্টি, খুশি, ফূর্তি।
আদেশ	আজ্ঞা, হুকুম, অনুমতি, অনুশাসন, অনুজ্ঞা, বিধান, নির্দেশ, নির্দেশন, আজ্ঞাপন, ফরমাশ, আজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তি।
আল্লাহ	খোদা, বিধাতা, স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, বিধি, পরমাত্মা, প্রভু, ইলাহি।
আফসোস	পরিতাপ, দুঃখ, মনস্তাপ, খেদ, অনুতাপ, অনুশোচনা, আক্ষেপ।
আকাশ	খ, গগন, নভঃ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, শূন্য, দ্যুলোক, ছায়ালোক, অনন্ত, আসমান, অম্বর, নভোমণ্ডল, দ্যু, নভোলোক, অভ্র, নীলিমা, সুরপথ, অম্বরতল, নক্ষত্রলোক।
আলো	আলোক, রশ্মি, কিরণ, অংশু, কর, দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতি, উদ্ভাস, আভা, বিভা, মযূখ, দ্যুতি, ভাতি, ঔজ্জ্বল্য, জেল্লা, জৌলুস, প্রদীপ্তি, চাকচক্য, রেশন, নুর।
ইচ্ছা	অভিলাষ, বাঞ্ছা, অভিপ্রায়, স্পৃহা, সাধ, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিরুচি, প্রবৃত্তি, মনোরথ, ঈপ্সা, অভীপ্সা, আশা, মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা, মনস্কাম।
ইতি	সমাপ্তি, শেষ, অবসান, যবনিকাপাত, রফা, খতম, সমাপন, ছেদ, সাঙ্গ, অন্ত, অবসান, পর্যবসান।
ঈশ্বর	ইষ্ট, খোদা, ঈশ, ইলাহি, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, বিশ্বপতি, পরমাত্মা, জগদীশ্বর, জগদীশ, জগৎপতি, জগন্নাথ, জগন্ময়, জগদ্বন্ধু, আদিনাথ, পৃথীশ, অমরেশ, অন্তর্যামী, পরেশ।
ঈক্ষণ	দৃষ্টি, দর্শন, চক্ষু, অক্ষি, নয়ন, লোচন, নজর।
ঈর্ষা	বিরাগ, হিংসা, অপ্রীতি, বৈরভাব, দ্বেষ, অসূয়া, বিদ্বেষ, বৈরিতা, পরশ্রীকাতরতা।
ঊর্মি	তরঙ্গ, ঢেউ, কল্লোল, হিল্লোল, বীচি, লহর, লহরী, উল্লোল, মহোর্মি।
ঊষা	প্রভাত, প্রত্যুষ, ভোর, সকাল, ভোরবেলা, প্রাতঃকাল, অরুণোদয়।
উগ্র	রূঢ়, নিষ্ঠুর, তীক্ষ্ণ, প্রখর, ভয়ানক, কোপন, প্রচণ্ড, কর্কশ, তীব্র, ক্রুদ্ধ।
উজ্জ্বল	দীপ্তিমান, আলোকিত, উদ্ভাসিত, বিভাসিত, শোভমান, প্রজ্বলিত, প্রোজ্জ্বল, চমকদার, খোলতাই, রোশনাই।
কর্ণ	শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়, কান, শ্রবণপথ, শ্রোত্র, শ্রুতিপথ, শ্রবণবিবর।
কেশ	চুল, কুন্তল, অলক, চিকুর, কেশপাশ, কেশদাম, কবরী, শিরোজ, শিবসিজ।
কোরক	কুঁড়ি, মুকুল, কলি, কলিকা, বউল (আমের মুকুল)।
কোকিল	কোয়েল, পিক, পরভৃত, পরপুষ্ট, অন্যভৃত, কাকপুষ্ট, কলঘোষ, বসন্তসখ, বসন্তী, বসন্তদূত, বসন্তঘোষ, মধুবন, মধুঘোষ, কুহুমন্ত্র, কাকপুচ্ছ, কলকণ্ঠ, অন্যপুষ্ট, মধুসখা।
কপাল	ভাল, ভাগ্য, ললাট, অলিক, নিয়তি, অদৃষ্ট, দৈব, নসিব।
কুল	গোত্র, গোষ্ঠী, কৌলীন্য, বংশ, সমাজ, আভিজাত্য, জাতি, বর্ণ, যূথ, জাত, শ্রেণি।
কন্যা	মেয়ে, নন্দিনী, তনয়া, দুহিতা, আত্মসম্ভবা, পুত্রিকা, দারিকা, তনুজা, মাইয়া, দুলালি, পুত্রী, ঝি, বেটি, ঝিউড়ি, ঝিয়ারি, আত্মজা, তনয়া।
কুহক	মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেলকি।
কথা	উক্তি, বচন, বিবৃতি, বক্তব্য, অঙ্গীকার, গদ্য, পরামর্শ, আখ্যান, গল্প, ভাষণ, বাক্য।
কালো	অসিত, কৃষ্ণবর্ণ, শ্যাম, শ্যামল, কৃষ্ণ।
কূল	তীর, তট, তটভূমি, তীরভূমি, তীরভাগ, কূলভূমি, বেলা, বেলাভূমি, সৈকত, ধার, বালুবেলা, কিনারা, পুলিন, পাড়।
খবর	সংবাদ, বার্তা, সন্দেশ, তথ্য, সমাচার, খবরাখবর, বিবরণ, বৃত্তান্ত, তত্ত্বতালাশ, উদন্ত।
খড়্গ	দা, কাটারি, কর্তরি, কাতি, দাত্র, ঈলি, রামদা, খাড়া, খাঁড়া, তলোয়ার, কৃপাণ, তরবারি, অসি।
খাঁটি	বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল, অকৃত্রিম, আসল, সারগর্ভ, পবিত্র, প্রকৃত, যথার্থ, সাচ্চা, আদত।
খারাপ	মন্দ, কু, বদ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অভদ্র, অশ্লীল, রুক্ষ, উগ্র, বিকল।
খেচর	পাখি, পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, দ্বিজ, খগ, বিহঙ্গম, খচর, চিরিয়া, গরুড়।
গঙ্গা	ভাগীরথী, শিবপত্নী, গোমতী, কাবেরী, সুরধুনী, জাহ্নবী।
গরু	ধেনু, গো, গাভি, পয়স্বিনী।
গৃহ	নিকেতন, আলয়, ভবন, নিলয়, সদন, আগার, ঘর, বাড়ি, আবাস, ধাম, বাটী, নিবাস, কক্ষ, নিকেত, নিকেতন, আশ্রয়, বাসস্থান।
গাত্র	দেহ, অঙ্গ, গা, শরীর, তনু, গতর।
গতি	গমন, যাত্রা, চলন, গম্যতা, সঞ্চালন, সরণ, চলিষ্ণুতা, জঙ্গমতা, উপায়, অস্থিতি, অস্থবিরতা, জঙ্গমত্ব, সৃতি, অস্থিরতা, বীতি, ঋতি।
ঘন	মেঘ, বারিদ, জলধর, অম্বুদ, পয়োধর, নীরদ, জলদ, জীমূত, তোয়দ, পর্জন্য, পয়োদ, বলোহক, তোয়ধর।
চন্দ্র	চাঁদ, সুধাংশু, সুধাকর, শশাঙ্ক, শশধর, শশী, হিমাংশু, বিধু, নিশাকর, সোম, শীতাংশু, সুধানিধি, কলানিধি, হিমকর, ইন্দু, চন্দ্রমা, নিশাপতি, দ্বিজরাজ, নিশাকান্ত, মৃগাঙ্ক, কলাধর, কলাভৃৎ, কুমুদনাথ, সিতাংশু।
চক্ষু	দর্শন, লোচন, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, চোখ, আঁখি।

মূলশব্দ	সমার্থক/প্রতিশব্দ
জল	সলিল, বারি, অপ্, উদক, অম্বু, নীর, পয়ঃ, তোয়, পানি, অম্ভঃ, অর্ণঃ।
জলধি	সমুদ্র, দরিয়া, অর্ণব, পারাবার, পাথার, পয়োধি, সিন্ধু, সাগর, সায়র, নদীকান্ত।
জ্যোৎস্না	চন্দ্রিমা, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রিকা, জোছনা, কৌমুদী, চন্দ্রালোক, শশিকর, পূর্ণেন্দু।
ঝড়	ঝটিকা, বাত্যা, প্রবলবায়ু, ঘূর্ণিবায়ু, ঝঞ্ঝা।
তৃষ্ণা	পিপাসা, তেষ্টা, পিয়াসা, আকাঙ্ক্ষা, তৃষা, পিয়াস।
দিন	দিবস, দিবা, অহ, অহ্ন, বার, রোজ, বাসর, অযামিনী, অহোরাত্র, দিনরাত্রি, দিবসরজনী, দিনরজনী, সাবন, অষ্টপ্রহর, আটপ্রহর, তমসতাড়িনী, অহন।
দুঃখ	কষ্ট, ক্লেশ, যন্ত্রণা, দুঃখ, যাতনা, ব্যথা, বেদনা, অন্তর্বেদনা, মর্মপীড়া, হৃদয়জ্বালা, অন্তর্জ্বালা, মর্মজ্বালা, মনোবেদনা, মনেব্যথা, মনঃকষ্ট, মনস্তাপ।
দেবতা	সুর, দেব, ত্রিদশ, অমর, অজর, ঠাকুর, ঈশ্বর।
দেহ	অঙ্গ, কায়া, কলেবর, গা, গাত্র, বপু, গতর, কন্ধ, অঙ্গক, দেহযষ্টি, দেহপিঞ্জর, তনু, শরীর।
দোকান	আপণ, বিপণি, হাট, পণ্যশালা, পণ্যনিকেতন, পণ্যগৃহ, পণ্যবিচিত্রা, পসার।
দীন	নিঃস্ব, দরিদ্র, সহায়হীন, গরিব, অতি দুঃখী, অর্থহীন, কাতর, হীন, অভাবগ্রস্ত।
ধন	বিত্ত, অর্থ, সম্পদ, বিভব, বৈভব, বিভূতি, নিধি, ঐশ্বর্য, বিত্ত।
নদী	স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী, তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবালিনী, কলস্বিনী, কল্লোলিনী, গাঙ, পয়স্বিনী, নির্ঝরিনী, সরিৎ, সমুদ্রকান্তা, সমুদ্রদয়িতা, মন্দাকিনী।
নারী	স্ত্রীজাতি, বনিতা, ভামিনী, কান্তা, সীমন্তিনী, পত্নী, বামা, রামা, অঙ্গনা, ললনা, মহিলা, কামিনী, রমণী, মানবী, মানবিকা, আওরত, জেনানা, যোষিতা, যোষা, বালা, শর্বরী।
নকল	অনুকরণ, অনুসরণ, ভেজাল, প্রতিলিপি, দূষণীয়।
পিতা	জনক, বাপ, তাত, বাপ, জন্মদাতা, আব্বা।
পৃথিবী	ধরা, ধরণি, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, বসুধা, ভূ, ভূমণ্ডল, অবনি, ক্ষিতি, মহী, বসুমতী, মেদিনী, জগৎ, মর্ত্যলোক, ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব, অখিল, ভুবন, ভূমি, পৃথ্বি, দুনিয়া, ভবন, ভূলোক, উর্বী, মরলোক, সংসার।
পাপ	পাতক, কলুষ, দুষ্কর্ম, দুষ্কৃতি, গুনাহ, অন্যাচার।
পদ্ম	শতদল, উৎপল, নলিনী, অববিন্দ, সরসিজ, পঙ্কজ, সরোজ, কমল, কুবলয়, তামরস, সরোরুহ, কোকনদ, ইন্দীবর, কুমুদ, পুণ্ডরীক্ষ, রাজীব, পুষ্কর।
পুত্র	আত্মজ, নন্দন, সুত, তনয়, ছেলে, দুলাল, অঙ্গজ, দারক।
পর্বত	মহীধর, পাহাড়, গিরি, অচল, শৈল, ভূধর, অদ্রি, শিখরী, শৃঙ্গী, গুঙ্গধর, মহীধ্র, ভূভৃৎ, নগ, ক্ষিতিধর, মেদিনীধর, ধরাধর, বসুধাধর।
পাথর	পাষাণ, প্রস্তর, শিলা, শিল, উপল, অশ্ম, দৃষৎ, কাঁকর, কঙ্কর।
পুষ্প	কুসুম, ফুল, প্রসূন, মঞ্জরি, পুষ্পক, সুমন, মণীবক।
পত্র	পাতা, পল্লব, কিশলয়, চিঠি, নবপল্লব, পর্ণ, ফলক, পাতা।
বায়ু	অনিল, পবন, বাতাস, হাওয়া, সমীরণ, সমীর, বাত, মরুৎ, প্রভঞ্জন, মারুত, গন্ধবহ।
বন	অরণ্য, জঙ্গল, অটবি, কানন, বিপিন, গহন, কুঞ্জ, কান্তার, উপবন, বনানী।
বৃক্ষ	গাছ, পাদপ, তরু, বিটপী, দ্রুম, মহীরুহ, শাখী, শৃঙ্গী, শিখরী, পণী।
বিদ্যুৎ	বিজলি, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, চিকুর, দামিনী, শম্পা, অচিরপ্রভা।
বধূ	স্ত্রী, পত্নী, সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, দার, কলত্র, অঙ্গনা, বনিতা, ভার্যা, জায়া, গৃহিণী, গিন্নি, দারা।
বন্ধু	সখা, মিত্র, সুহৃদ, বান্ধব।
বস্ত্র	বাস, বসন, পরিধেয়, অম্বর, কাপড়, পরিচ্ছদ, পোশাক।
ভ্রমর	মধুকর, ষটপদ, মধুপ, অলি, ভৃঙ্গ, শিলীমুখ, মধুলিট্, মধুলেহ, দ্বিরেফ, মধুভৃৎ, ভোমরা, মৌমাছি, মধুমক্ষিকা।
মাতা	জননী, মা, অম্বা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী, জন্মদাতৃ, আম্মা।
ময়ূর	কলাপী, কেকা, শিখী, শিখণ্ডী, কেকী, বর্হী।
মৃত্যু	অন্ত, ইন্তেকাল, বিনাশ, মরণ, নাশ, নিধন, নিপাত, পরলোকগমন, স্বর্গলাভ, দেহত্যাগ, লোকান্তরপ্রাপ্তি, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, ইহলীলা সংবরণ, চিরবিদায়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।
যুদ্ধ	সংগ্রাম, সমর, আহব, বিগ্রহ, রণ।
রাজা	নৃপেন্দ্র, নৃপতি, নরেশ, ভূপতি, ভূপ, নরপতি, ভূপাল, মহীপাল, দণ্ডধর, রাজ্যপাল, নরপাল, দণ্ডপাল, নরেন্দ্র, ক্ষিতিপ, প্রজাধিপ, ক্ষিতিপতি, নৃপ, মহীনাথ, মহীন্দ্র, মহীপ, ক্ষিতীশ, বাদশা, সম্রাট।
রাত্রি	নিশি, রাত, নিশা, রজনী, শর্বরী, যামিনী, বিভাবরী, ক্ষণদা, নিশীথিনী, ত্রিযামা।
শত্রু	অরাতি, অরি, বৈরী, অররু, রিপু, প্রতিপক্ষ।
সূর্য	রবি, ভানু, আফতাব, ভাস্কর, আদিত্য, দিবাকর, তপন, দিনমণি, মার্তণ্ড, অর্ঘমা, অংশুমালী, অর্ক, পুষা, সবিতা, সুর, প্রভাকর, বিভবসু, বিবস্বান, মিহির, অরুণ, দিনেশ, দিননাথ, কিরণমালী, ময়ূখমালী, বিভাকর, বালার্ক, দিবাবসু, হরিদশ।
সমুদ্র	সাগর, রত্নাকর, জলধি, সিন্ধু বারিধি, বারীশ, উদধি, অর্ণব, অম্বুধি, পয়োধি, পারাবার, জলনিধি, নীলাম্বু, পাথার, পয়োনিধি, জলধর, অম্বুনিধি, তোয়নিধি, বারিনিধি, বারীন্দ্র।
সর্প	সাপ, ফনী, ভুজঙ্গ, ভুজগ, অহি, পন্নগ, নাগ, উরগ, আশীবিষ, ভুজঙ্গম, ফণাধর, বিষধর, পন্নগ, বায়ুভুক, ফণধর।
সুন্দর	মনোহর, মনোরম, শোভন, সুদৃশ্য, চারু, রমণীয়, রম্য।
স্বর্গ	বেহেশ্‌ত, সুরলোক, অমরাবতী, দ্যুলোক, দেবলোক।
সোনা	কনক, স্বর্ণ, কাঞ্চন, হিরণ্য, সুবর্ণ, হেম, হিরণ।
সাদা	সিত, শ্বেত, শুক্ল, সফেদ, শুভ্র, অরঞ্জিত, ধবল, নির্মল, শুচি।
সিংহ	পশুরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, হরি, হর্ষক্ষ।
সমূহ	গণ, বৃন্দ, চয়, নিচয়, সমুদয়, পটল, বর্গ, মালা, রাজি, সকল।
হস্ত	বাহু, ভুজ, কর, হাত, পাণি।
হস্তী	হাতি, করী, দ্বিপ, মাতঙ্গ, বারণ, গজ, সাপ, কুঞ্জর, দন্তী, দ্বিরদ।

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- **'নদী'-র সমার্থক শব্দ কোনটি?** → তটিনী [৪৬তম বিসিএস]
- 'তামুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? → তামসিক [৪৫তম বিসিএস]
- কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়? → আবীর [৪৪তম বিসিএস]
- উদ্বাসন শব্দের অর্থ কী? → বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া [৪১তম বিসিএস]
- 'অভিরাম' শব্দের অর্থ কী? → সুন্দর [৪০তম বিসিএস]
- 'উর্ণনাভ' শব্দটি দিয়ে বোঝায়? → মাকড়সা [৪০তম বিসিএস]
- 'তামুলিক' শব্দের সমার্থক নয়? → তামসিক [৩৯তম বিসিএস]
- আগুন-এর সমার্থক নয়? → অনল [৩৯তম বিসিএস]
- বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয়? → প্রাতিপদিক [৩৯তম বিসিএস]
- 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? → অর্ক [৩৮তম বিসিএস]
- 'প্রকর্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ? → উৎকর্ষ [৩৬তম বিসিএস]
- 'জল' শব্দের অর্থ কী? → নীর [৩৫তম বিসিএস]
- কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়? → প্রজ্বলিত [৩৩তম বিসিএস]
- 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? → বিটপী [৩২তম বিসিএস]
- কোনটি 'বাতাস' শব্দের অর্থ? → অনিল [৩২তম বিসিএস]
- 'অদিতি' শব্দের সমার্থক শব্দ → অবনি [৩১তম বিসিএস]
- প্রথম বাংলা 'থিসরাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেছেন → অশোক মুখোপাধ্যায় [২৩তম বিসিএস]
- 'সূর্য'-এর প্রতিশব্দ →আদিত্য [১১তম বিসিএস]
- 'শিষ্টাচার' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? → সদাচার [১১তম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- 'অম্বু' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? → পানি
  [বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক, ২০১৯]
- 'গন্ধবহ' শব্দের সমার্থক কোনটি? → বাতাস
  [বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক, ২০১৯]
- 'কিরণ'-এর সমার্থক নয় → রবি
  [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ-২০১৯ (২য় পর্যায়)]
- 'মার্তণ্ড'-এ শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? → সূর্য
  [প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়); সহকারী পরিচালক-২০১৯]
- 'সমুদ্র' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? → শোণিত
  [দুদকের উপসহকারী পরিচালক, ২০২০]
- 'শত্রু' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? → রিপু
  [দুদকের উপসহকারী পরিচালক, ২০২০]
- 'রাত্রি'-র সমার্থক শব্দ কোনটি? → শর্বরী
  [পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর, ২০২০]
- কোন শব্দটি 'নদী' শব্দের প্রতিশব্দ? → তটিনী
  [উপজেলা/আরবান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, ২০২০]
- 'উদক' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? → জল
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, উপসহকারী পরিচালক ২০১৮]
- 'মার্তণ্ড' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? → সূর্য
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সহকারী পরিচালক ২০১৮]
- 'সাগর' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? → অর্ণব *[NSI ফিল্ড অফিসার ২০১৮]*
- 'আমানত' শব্দের অর্থ কী? → গচ্ছিত
  [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা ২০১৭]
- 'আগুন' শব্দটির সমার্থক বা প্রতিশব্দ হচ্ছে → অনল
  [পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ২০১৭]
- বাতাস শব্দের সমার্থক শব্দ → পবন
  [বাংলাদেশ রেলওয়ে উপসহকারি প্রকৌশলী সিভিল, ২০১৬]
- 'চিকুর' শব্দের অর্থ → কেশ
  [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৬]
- সূর্যের প্রতিশব্দ? → সবিতা
  [বাংলাদেশে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- 'আকাশ' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? → অন্তরীক্ষ
  [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
- 'আফতাব' শব্দের সমার্থক শব্দ → অর্ক *[জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]*
- 'অদিতি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় → নীর
  [সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা নিয়োগ, ২০১৬]
- 'বিবাহ' শব্দের প্রতিশব্দ → পাণি পীড়ন
  [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'নীর' শব্দের সমার্থক → বারি
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- 'সূর্য' এর প্রতিশব্দ → আদিত্য
  [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- 'সর্বুক' শব্দের অর্থ? → আগুন
  [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, ২০১৭]
- 'চোখের বালি' শব্দের অর্থ কী? → শত্রু *[NSI সহকারী পরিচালক, ২০১৭]*
- 'আমানত' শব্দের অর্থ কী? → গচ্ছিত *[NSI সহকারী পরিচালক, ২০১৭]*
- তৎসম শব্দ নয় → চামার *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, ২০১৭]*
- 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় → সুধাংশু
  [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ২০১৭]

বিপরীতার্থক শব্দ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অ					
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	অলীক	সত্য	অর্জন	বর্জন
অনুলোম	প্রতিলোম	অধিত্যকা	উপত্যকা	অর্পণ	গ্রহণ
অনুজ	অগ্রজ	আমদানি	রপ্তানি	অতিকায়	ক্ষুদ্রকায়
অন্তর	বাহির	অবিরল	বিরল	অম্ল	মধুর
অপকার	উপকার	অসীম	সসীম	অনুরাগ	বিরাগ
অমৃত	বিষ, গরল	অধম	উত্তম	অণু	বৃহৎ
অনুরক্ত	বিরক্ত	অলস	পরিশ্রমী	অন্ত্য	আদ্য
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	অর্বাচীন	প্রাচীন	অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ
অনুকূল	প্রতিকূল	অগ্রজ	অনুজ		
আ					
আপত্তি	সম্মতি	আদর	ঘৃণা	আলস্য	শ্রম
আবাহন	বিসর্জন	আদ্য	অন্ত্য	আটক	ছাড়
আবির্ভাব	তিরোভাব	আয়	ব্যয়	আবদ্ধ	মুক্ত
আশু	বিলম্ব	আলসে	কর্মঠ	আলোক	অন্ধকার
আশ্লেষ	বিশ্লেষ	আকাশ	পাতাল	আশা	নিরাশা
আগমন	নির্গমন/প্রত্যাগমন	আরোহণ	অবতরণ	আসক্ত	বিরক্ত
ই					
ইহ	পরত্র	ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ইহলোক	পরলোক
ইতর	ভদ্র	ইষ্ট	অনিষ্ট	ইহকাল	পরকাল
ঈ					
ঈষৎ	অধিক	ঈর্ষা	প্রীতি	ঈল্লিত	অনীল্লিত
ঈদৃশ	তাদৃশ				
উ					
উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট	উগ্র	মৃদু/সৌম্য	উদার	সংকীর্ণ
উজ্জ্বল	ম্লান	উৎকর্ষ	অপকর্ষ	উত্তম	অধম
উন্নতি	অবনতি	উহ্য	স্পষ্ট	উপরোধ	অনুরোধ
উপচয়	অপচয়	উপস্থিত	অনুপস্থিত	উপকার	অপকার
উচ্চ	নীচ	উপসর্গ	অনুসর্গ	উন্মুখ	বিমুখ
উত্তমর্ণ	অধমর্ণ	উপগত	অপগত	উন্মীলন	নিমীলন
উত্থান	পতন	উদ্ধত	বিনীত	উজান	ভাটি
উদয়	অস্ত	উত্তরণ	অবতরণ	উক্ত	অনুক্ত
ঊ, ঋ					
ঊর্ধ্ব	অধঃ	ঊষা	সন্ধ্যা	ঋজু	বক্র
ঊর্ধ্বগামী	নিম্নগামী				
এ, ঐ, ঔ					
একাল	সেকাল	ঐহিক	পারত্রিক	ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য
এ-যুগ	সে-যুগ	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক	ঔদ্ধত্য	বিনয়
একমত	দ্বিমত	এঁড়ে	বকনা	ঔদার্য্য	কার্পণ্য
ক, খ					
কুটিল	সরল	কপট	অকপট	ক্রয়	বিক্রয়
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	কেজো	অকেজো	খাতক	মহাজন
কৃপণ	বদান্য	কৃশ	স্থূল	ক্রোধ	প্রীতি
কৃষ্ণ	শুক্ল, শুভ্র	কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	খোলা	ঢাকা
কোমল	কঠিন/কর্কশ	কর্কশ	কোমল	খ্যাতি	অখ্যাতি
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন	কাজ	অকাজ	কান্না	হাসি
করাল	সৌম্য				
গ, ঘ					
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গঞ্জনা	প্রশংসা	গৃহী	সন্ন্যাসী
গাম্ভীর্য	চাপল্য	গৌণ	মুখ্য	ঘাত	প্রতিঘাত

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
গুপ্ত	ব্যাপ্ত, প্রকাশিত	গ্রহীতা	দাতা	গুরু	লঘু
গোপন	প্রকাশ	গুরু	শিষ্য	ঘরে	বাইরে
গরল	অমৃত	গৌরব	লাঘব	গ্রাম্য	শহুরে
গ্রহণ	বর্জন				
চ, ছ, জ, ঝ					
চঞ্চল	স্থির	চক্ষুষ্মান	অন্ধ	জড়	চেতন
চড়াই	উতরাই	ছাড়া	ধরা	জাগরিত	নিদ্রিত
চেতন	জড়	জঙ্গম	স্থাবর	জাগ্রত	সুপ্ত
চোর	সাধু	জরা	যৌবন	জীবিত	হত
চতুর	নির্বোধ	জ্বলন্ত	নিভন্ত	ঝুনা	কাঁচা
চোখা	ভোঁতা	জোয়ার	ভাটা	জানা	অজানা
চেনা	অচেনা	জন্ম	মৃত্যু	চয়	অপচয়
ঝানু	অপটু, অপক্ক	জীবন	মরণ		
ট, ঠ, ড, ঢ					
টাট্‌কা	বাসি	ডুবন্ত	ভাসন্ত	ঠুনকা	মজবুত
ঠকা	জেতা	ডাগর	ছোট	ঢোসা	হালকা
ঠান্ডা	গরম	ঢেংগা	খাটো	ঠিক	বেঠিক
ত, থ					
তরুণ	প্রবীণ	তিমির	আলোক	তস্কর	সাধু
তিক্ত	মধুর	তরল	কঠিন	তেজি	মেদা, মন্দা
ত্যাগ	ভোগ	তিরস্কার	পুরস্কার	থামা	চলা
ত্বরা	বিলম্ব	তৃপ্তি	অতৃপ্তি	তীব্র	লঘু
তারুণ্য	বার্ধক্য	তাপ	শৈত্য	তামসিক	রাজসিক
তেজ	নিস্তেজ				
দ, ধ					
দান	গ্রহণ, প্রতিদান	দূর	নিকট	দেনা	পাওনা
দাস	প্রভু	দৃষ্টি	অদৃষ্টি	দুষ্কৃতি	সুকৃতি
দুঃখ	সুখ	দিন	রাত	ধর্ম	অধর্ম
দুর্বার	নির্বার	দ্যুলোক	ভূলোক	ধূর্ত	সাধু
দৃশ্য	অদৃশ্য	ধনী	গরিব/নির্ধন	ধীর	অধীর
দুশমন	দোস্ত	দুর্লভ	সুলভ	ধবল	কৃষ্ণ
ন					
ন্যূন	অধিক	নশ্বর	শাশ্বত	নিন্দা	স্তুতি
নিদ্রা	জাগরণ	নিরত	বিরত	নিরক্ষর	সাক্ষর
নগর	গ্রাম	নশ্বর	অবিনশ্বর	নির্লজ্জ	সলজ্জ
নির্মল	মলিন/পঙ্কিল	নির্দয়	সদয়	নাগর	গ্রাম্য
নিন্দুক	স্তাবক	নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট	নাস্তিক	আস্তিক
নম্র	উদ্ধত	নিরাকার	সাকার	নিত্য	নৈমিত্তিক
প, ফ					
পচা	তাজা, টাট্‌কা	পড়তি	উঠতি	পাপ	পুণ্য
পণ্ড	সফল	প্রাচীন	অর্বাচীন	প্রশ্ন	উত্তর
পণ্ডিত	মূর্খ	প্রশস্তি	নিন্দা	পারত্রিক	ঐহিক
পর	স্ব, আত্ম	প্রবীণ	নবীন	প্রভু	ভৃত্য
পশ্চৎ	সম্মুখ	পরকীয়	স্বকীয়	পালক	পালিত
পাপী	পুণ্যবান	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রশস্ত	সংকীর্ণ
পাশ্চাত্য	প্রাচ্য	পূর্ণিমা	অমাবস্যা	পতি	পত্নী
প্রফুল্ল	ম্লান	পুষ্ট	ক্ষীণ	প্রসন্ন	বিষণ্ন
প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি	পটু	অপটু	পুরোভাগ	পশ্চাদ্ভাগ
পরিশ্রমী	অলস				
ব, ভ					
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	বিরত	নিরত	বাচাল	স্বল্পভাষী
বৈরাগ্য	আসক্তি	বৃদ্ধি	লাঘব	বিশ্লেষণ	সংশ্লেষণ
বিষাদ	আনন্দ	বন্ধুর	মসৃণ	বন্ধু	শত্রু

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ব্যর্থ	সার্থক	বিরহ	মিলন	বিবাদ	মিত্রতা
ব্যষ্টি	সমষ্টি	বিজেতা	বিজিত	ভগু	সাধু
ব্যয়	সঞ্চয়	বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ	বন্ধন	মুক্তি
বাদী	বিবাদী, প্রতিবাদী	ভর্তি	ঊন/খালি/শূন্য		
ম, য, র, ল, শ					
মজবুত	হালকা	যোজক	প্রণালি	রাগ	বিরাগ
মহৎ	ক্ষুদ্র	রসিক	বেরসিক	শুক্ল	কৃষ্ণ
মান	অপমান	রাজা	প্রজা	শ্রদ্ধা	ঘৃণা
মান্য	ঘৃণ্য	রোষ	প্রসাদ	শীতল	উষ্ণ
মুখ্য	গৌণ	রোগী	নীরোগ	শান্ত	দুরন্ত
মৃদু	তীব্র	রুষ্ট	তুষ্ট	মিথ্যা	সত্য
মৌন	মুখর	রিক্ত	পূর্ণ	মধুর	কটু
মনোনীত	অমনোনীত	রুদ্ধ	মুক্ত	শিষ্য	গুরু
মিলন	বিরহ	রম্য	কুৎসিত	শুভ	অশুভ
শক্ত	নরম				
স, হ					
সংক্ষেপ	বাহুল্য	স্থির	চঞ্চল	সুশীল	দুঃশীল
সন্ধি	বিগ্রহ	স্থাবর	জঙ্গম	হাল	সাবেক
সম্পদ	বিপদ	সরল	বক্র	হৃদ্যতা	কপটতা
সৃষ্টি	সংহার	সমষ্টি	ব্যষ্টি	হরণ	পূরণ
সিত	কৃষ্ণ	স্নিগ্ধ	রুক্ষ	সুশ্রী	বিশ্রী
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	সুরভি	পূতি	সরল	জটিল
স্তুতি	নিন্দা				
ক্ষ					
ক্ষীণ	পুষ্ট	ক্ষিপ্ত	শান্ত	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- 'বঙ্কিম'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি? → ঋজু [৪৬তম বিসিএস]
- 'সরল' শব্দের বিপরীতার্থক নয় কোনটি? → গরল [৪৫তম বিসিএস]
- ঐহিক-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? → পারত্রিক [৪২তম বিসিএস]
- অধিত্যকা-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? → উপত্যকা [৪২তম বিসিএস]
- কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক নয়? → ঐচ্ছিক-অনাবশ্যিক [৪০তম বিসিএস]
- সরল শব্দের বিপরীত নয়? → গরল [৩৯তম বিসিএস]
- 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? → গূঢ় [৩৮তম বিসিএস]
- কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থক নয়? → হৃষ্ট-পুষ্ট [৩৫তম বিসিএস]
- 'গৃহী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ → সন্ন্যাসী [৩৩তম বিসিএস]
- 'ক্ষীয়মাণ' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? → বর্ধমান [২৫তম বিসিএস]
- জঙ্গম-এর বিপরীতার্থক শব্দ → স্থাবর [২৪তম বিসিএস]
- 'তাপ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ → শৈত্য [১৫তম বিসিএস]
- 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? → প্রত্যয় [১১তম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক নয়? → ঐচ্ছিক-অনাবশ্যিক
  [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ২০২০]
- 'জঙ্গম'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি? → স্থাবর
  [দুদকের উপসহকারী পরিচালক, ২০২০]
- 'ক্ষীয়মান'-এর বিপরীত শব্দ কি? → বর্ধমান
  [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) সহকারী ব্যবস্থাপক, ২০২০]
- 'কৃতঘ্ন'-এর বিপরীত শব্দ কী? → কৃতজ্ঞ
  [পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর, ২০২০]
- 'যাযাবর' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? → স্থায়ী
  [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]
- 'সংশয়'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি? → প্রত্যয়

[জীবন বীমা করপোরেশন, ২০১৮]

- 'ঐহিক' শব্দের বিপরীত শব্দ হলো → পারত্রিক
  [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ পরীক্ষা; অডিটর, ২০১৯]
- 'অলীক'-এর বিপরীত শব্দ → সত্য
  [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ-২০১৯ (২য় পর্যায়)]
- 'মনীষা' শব্দের বিপরীত শব্দ → নির্বোধ
  [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ/সমপর্যায়)-২০১৯]
- 'গরল' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? → অমৃত *[NSI ফিল্ড অফিসার ২০১৮]*
- 'সচেষ্ট' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ → নিশ্চেষ্ট *[উপসহকারী প্রকৌশলী ২০১৭]*
- 'সৌম্য'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি? → উগ্র *[পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]*
- 'অনুরাগ' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে → বিরাগ
  [পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ২০১৭]
- 'অর্বাচীন' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? → প্রাচীন
  [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'উত্তপ্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ → শীতল
  [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপপ্রকৌশলী, (সিভিল), ২০১৬]
- 'নৈসর্গিক'-এর বিপরীত শব্দ → কৃত্রিম
  [সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, ২০১৬]
- 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ → প্রত্যয়
  [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ পরিদর্শক, ২০১৬]

লেকচার-৪: সেল্ফ টেস্ট

১. **'আজব' শব্দটি কোন বিদেশি শব্দ?**
ⓐ আরবি ⓑ ফরাসি ⓒ হিন্দি ⓓ উর্দু

২. **অর্থগত দিক থেকে 'হরিণ' কোন শ্রেণির শব্দ?**
ⓐ মৌলিক ⓑ যৌগিক ⓒ রূঢ়ি ⓓ যোগরূঢ়

৩. **'ডেঙ্গু' শব্দের উৎস ভাষা–**
ⓐ ইংরেজি ⓑ গুজরাটি ⓒ তামিল ⓓ স্প্যানিশ

৪. **নিচের কোনগুলো ফারসি ভাষার শব্দ?**
ⓐ পছন্দ, পলক, পেশা ⓑ মজুর, মজবুত, মজলিস
ⓒ গরিব, গোয়েন্দা, গোলাপ ⓓ সবুজ, সেরা, সিন্দুক

৫. **'চুলা' মূলত দেশি শব্দ, কোন ভাষা থেকে এসেছে?**
ⓐ কোল ভাষা ⓑ তামিল ভাষা ⓒ মুণ্ডারী ভাষা ⓓ তেলেগু ভাষা

৬. **'উজবুক' কোন ভাষার শব্দ?**
ⓐ আরবি ⓑ পর্তুগিজ ⓒ ফারসি ⓓ তুর্কি

৭. **'সাঁওতাল' শব্দের সংস্কৃত রূপ কোনটি?**
ⓐ সামন্তপাল ⓑ সাঁওতাল ⓒ সাঁতাল ⓓ সান্তাল

৮. **'মামলা' শব্দটির উৎস কোন ভাষায়?**
ⓐ গ্রিক ⓑ হিন্দি ⓒ আরবি ⓓ পর্তুগিজ

৯. **'শাকসবজি' শব্দটি কোন কোন ভাষাযোগে গঠিত?**
ⓐ বাংলা + ফারসি ⓑ তৎসম + ফারসি
ⓒ ফারসি + আরবি ⓓ ফারসি + বাংলা

১০. **নিচের কোনটি সাধিত বাংলা শব্দ?**
ⓐ দরদি ⓑ লাল ⓒ বই ⓓ গাছ

১১. **কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?**
ⓐ সন্দেশ ⓑ হরিণ ⓒ পঙ্কজ ⓓ কর্তব্য

১২. **'সমুদ্র' শব্দটির প্রতিশব্দ–**
ⓐ রত্নাকর ⓑ অম্বুজ ⓒ জলদ ⓓ বরুণ

১৩. **'উত্তম' শব্দের সমার্থক নয়–**
ⓐ উপাদেয় ⓑ উৎকৃষ্ট ⓒ অভিরুচি ⓓ বরণ্যে

১৪. **নিচের কোন শব্দগুচ্ছ সমার্থক?**
ⓐ নিলয়, নিকেতন, গৃহ, খগ ⓑ ছবি, আলেখ্য, তসবির, নকশা
ⓒ সুধাকর, রাকেশ, অভ্র, সোম ⓓ বহ্নি, পাবক, শর্বর, তমিস্রা

১৫. **'ক্ষিপ্র'-এর বিপরীত শব্দ–**
ⓐ দ্রুত ⓑ চতুর ⓒ মন্থর ⓓ চঞ্চল

১৬. **নিচের জোড় শব্দগুলোর মধ্যে কোন দুটি শব্দ বিপরীতার্থক নয়?**
ⓐ আপদ-বিপদ ⓑ আকাশ-পাতাল ⓒ আলো-আঁধার ⓓ আয়-ব্যয়

১৭. **'জরা' শব্দের বিপরীত শব্দ–**
ⓐ জবিন ⓑ পণ্ডিত ⓒ যৌবন ⓓ মৃত্যু

১৮. **'Adjournment' শব্দটির অর্থ–**
ⓐ মূলতবি ⓑ স্থগিতাদেশ ⓒ বিলোপ ⓓ সমন্বয়

১৯. **'Commercial Entrepreneur' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি?**
ⓐ বাণিজ্য-উপদেষ্টা ⓑ বাণিজ্য-সংস্থা
ⓒ বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা ⓓ বাণিজ্য-চুক্তি

২০. **'Epicurism'-এর অর্থ কী?**
ⓐ ভোগবাদ ⓑ সমাজবাদ ⓒ আদর্শবাদ ⓓ সবকটি

লেকচার-৫ ও ৬ : সমাস

সমাস কথাটির অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে– এমন একাধিক শব্দের একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন– বিলাত থেকে ফেরত = বিলাত ফেরত, লেখা ও পড়া = লেখাপড়া ইত্যাদি। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়।

সমাসের উপাদান

- সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ।
- যে কয়টি পদ মিলে সমাসটি গঠিত হয়, তাদের বলে সমস্যমানপদ।
- সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশকে [শব্দ] বলা হয় পূর্বপদ।
- পরবর্তী অংশকে [শব্দ] বলা হয় উত্তরপদ বা পরপদ।
- সমস্তপদ–পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম ব্যাসবাক্য, সমাসবাক্য, বিগ্রহবাক্য।

বিশ্লেষণ

সিংহাসন → সমস্তপদ
↓
সিংহচিহ্নিত যে আসন → ব্যাসবাক্য/বিগ্রহবাক্য/সমাসবাক্য।
↓
সিংহ + আসন → সমস্যমান পদ
↓↓
পূর্বপদ– পরপদ/উত্তরপদ

সমাসের শ্রেণিবিভাগ

সমস্তপদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য। সমাস মূলত ছয় প্রকার। যথা–

১. দ্বন্দ্ব সমাস
২. কর্মধারয় সমাস
৩. তৎপুরুষ সমাস
৪. বহুব্রীহি সমাস
৫. দ্বিগু সমাস
৬. অব্যয়ীভাব সমাস

সমাস চেনার সহজ উপায় :

সমাস	ব্যাস বাক্যে থাকবে	সমাস	ব্যাস বাক্যে থাকবে
দ্বন্দ্ব সমাস	এবং, ও, আর	বহুব্রীহি সমাস	যার, যাতে
দ্বিগু সমাস	সমাহার	তৎপুরুষ সমাস	বিভক্তি লোপ পাবে
কর্মধারায় সমাস	যে, যিনি, যেটি	অলুক সমাস	পূর্বপদে বিভক্তি লোপ পাবে না

দ্বন্দ্ব সমাস

যোজক লোপ পেয়ে এবং উভয় পদের (পূর্বপদ এবং পরপদ) অর্থেরই প্রাধান্য বজায় রেখে যে সমাস হয় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর– এ তিনটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন– মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়–

১. **মিলনার্থক শব্দযোগে :** মা-বাপ, মাসি-পিসি, জিন-পরি, ছেলে-মেয়ে, পিতা-পুত্র, চা-বিস্কুট, ভাই-বোন, মাছ-ভাত।
২. **বিরোধার্থক শব্দযোগে :** দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক।
৩. **বিপরীতার্থক শব্দযোগে :** আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান, দেশ-বিদেশ, সত্য-মিথ্যা, জোয়ার-ভাটা, আকাশ-পাতাল।
৪. **অঙ্গবাচক শব্দযোগে :** হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুণ্ড, নাক-মুখ।
৫. **সংখ্যাবাচক শব্দযোগে :** সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ, লক্ষ-কোটি, বিশ-পঁচিশ।
৬. **সমার্থক শব্দযোগে :** হাটবাজার, কলকারখানা, মোল্লা-মৌলবি, খাতাপত্র।
৭. **প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে :** কাপড়চোপড়, পোকামাকড়, চুরিচামারি, ধৃতি-চাদর, দয়ামায়া, ছলচাতুরী।
৮. **দুটি সর্বনামযোগে :** যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে।
৯. **দুটি ক্রিয়াযোগে :** দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলাফেরা, দেওয়া- থোওয়া, ভাঙা-গড়া, লেখাপড়া।
১০. **দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে :** ধীরেসুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে।
১১. **দুটি বিশেষণযোগে :** ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া, সৎ-অসৎ, সহজসরল।
১২. **দুটি বিশেষ্যযোগে :** চোখ-কান, জীবন-মরণ, ধান-পাট, জন্ম-মৃত্যু, নদনদী।

বহুপদী দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুয়ের অধিক পদের মধ্যে সমাস হয়, তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন–

- সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম
- জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ = জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ
- রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ = রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ
- চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্র = চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র
- ইট, কাঠ ও পাথর = ইট-কাঠ-পাথর

একশেষ দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থাকে ও অন্য পদগুলো লোপ পায় এবং শেষ পদ অনুসারে শব্দ নির্ধারিত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন–

- তুমি, সে ও আমি = আমরা
- জায়া ও পতি = দম্পতি

অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাস কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন–

- হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে
- দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে
- পথে ও ঘাটে = পথে-ঘাটে
- জলে ও স্থলে = জলে-স্থলে

অনুরূপভাবে, আদায়-কাচকলায়, আগে-পিছে, কাগজে-কলমে, ধীরে-সুস্থে, খেতে-খামারে, দলে-দলে, দুঃখে-সুখে, হাতে-পায়ে, হাতেনাতে, যাকে-তাকে, ঝোপেঝাড়ে, ডানে-বাঁয়ে, মনেপ্রাণে, জলে-ডাঙায়, পথে-প্রান্তরে, পতনে-উত্থানে ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন–

- নীল যে আকাশ = নীলাকাশ
- মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ
- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ : কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার–

১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২. উপমান কর্মধারয় সমাস
৩. উপমিত কর্মধারয় সমাস
৪. রূপক কর্মধারয় সমাস।
৫. দ্বিগু কর্মধারয় সমাস

১. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস :** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন–

- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
- পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন
- ভাই কল্যাণে ফোঁটা = ভাইফোঁটা
- মৌ আশ্রিত মাছি = মৌমাছি
- ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই
- ভিক্ষা লব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন
- এক অধিক দশ = একাদশ
- বাষ্প চালিত যান = বাষ্পযান
- স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর = স্বর্ণাক্ষর
- বর অনুগমনকারী যাত্রী = বরযাত্রী
- জল রাখার পাত্র = জলপাত্র

এরূপ সাহিত্যসভা, স্মৃতিসৌধ, বিজয় পতাকা, ছায়াতরু, বৌভাত, নারীদিবস, সিংহদ্বার, হাতঘড়ি ইত্যাদি।

- **উপমান :** যার সঙ্গে তুলনা করা হয়।
- **উপমেয় :** যাকে তুলনা করা হয়।

২. **উপমান কর্মধারয় সমাস :** উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে পত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। উপমান পদটি পূর্বপদ হয়। যেমন–

গঠনপদ্ধতি

উপমান	+	সাধারণ ধর্ম	+	উপমেয়
সঙ্গে তুলনা করা হয়		সাধারণ ধর্ম বলতে বোঝানো হচ্ছে উপমানের গুণ বা দোষ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি		যাকে তুলনা করা হয়

ভ্রমর	কৃষ্ণ	কেশ
'ভ্রমর' একটি পোকা, জাতীয় প্রাণী, যা উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে	কৃষ্ণত্ব অর্থাৎ 'কালো' হলো ভ্রমরের সহজাত গুণ। ভ্রমর কালো হবেই। এখানে চুলকে সরাসরি ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা না করে ভ্রমরের গুণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে	কেশ শব্দের অর্থ 'চুল' আর চুল হলো উপমেয়

- তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র
- মিশির ন্যায় কালো = মিশকালো
- কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল
- অরুণের মতো রাঙা = অরুণরাঙা
- বজ্রের ন্যায় কঠোর = বজ্রকঠোর
- কাজলের মতো কালো = কাজলকালো

এরূপ বিড়ালতপস্বী, সিঁদুররাঙ্গা, গজমূর্খ, বকধার্মিক, ভ্রমরকৃষ্ণ, হরিণচপল, অগ্নিশর্মা, কচুকাটা, নিমতেতো, সিদুররাঙা, গোবেচারা ইত্যাদি।

৩. **উপমিত কর্মধারয় সমাস :** সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটি উহ্য থাকে। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বপদ হয়। যেমন–

গঠনপদ্ধতি

উপমেয়	+	উপমান
যাকে তুলনা করা হয়		যার সঙ্গে তুলনা করা হয়

উপমেয়কে যদি উপমানের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা হয় এবং উভয়ের মাঝে সাধারণ ধর্ম তথা Adjective-এর কথা উল্লেখ না থাকে, সেটি উপমিত কর্মধারয় সমাস।

উদাহরণ বিশ্লেষণ

সিংহ	পুরুষ
উপমেয় যাকে তুলনা করা হয়	উপমান যার সঙ্গে তুলনা করা হয়

উল্লিখিত উদাহরণে সিংহের সঙ্গে পুরুষের তুলনা করা হয়েছে, তবে উভয়ের মধ্যে কোনো সাধারণ ধর্ম/Adjective/গুণের কথা উল্লেখ নেই।

Technique Box

Adjective/সাধারণ ধর্মের কথা উল্লেখ থাকলে উপমান।
Adjective/সাধারণ ধর্মের কথা উল্লেখ না থাকলে উপমেয়।

- মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র
- পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ
- কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব
- কথা অমৃতের ন্যায় = কথামৃত
- চরণ কমলের ন্যায় = চরণকমল
- অধর কমলের ন্যায় = অধরকমল

এরূপ বাহুলতা, চন্দ্রবদন, নরসিংহ, ফুলবাবু, চাঁদমুখ, পদ্মলোচন, অধরপল্লব, চরণপদ্ম, হাঁড়িমুখ, চাঁদবদন ইত্যাদি।

৪. **রূপক কর্মধারয় সমাস :** উপমান ও উপমেয় পদের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করে যে সমাস হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। এ সমাসে উপমেয় পদ আগে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে। এছাড়া সমস্যমান পদে 'রূপ' শব্দটি যুক্ত হয়ে ব্যাসবাক্য গঠিত হয়। যেমন–

- বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু
- মন রূপ মাঝি = মনমাঝি
- শোক রূপ অনল = শোকানল
- দিল রূপ দরিয়া = দিলদরিয়া
- প্রাণ রূপ পাখি = পাণপাখি
- ভব রূপ নদী = ভবনদী
- হৃদয় রূপ আকাশ = হৃদয়াকাশ
- ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল

এরূপ জীবনতরী, ভবসাগর, প্রেমডোর, বিদ্যাধন, জীবনস্রোত, হৃদয়ারণ্য, ক্ষুধানল, শোকসিন্ধু, দেশমাতৃকা, বিদ্যারত্ন, সংসারসমুদ্র, জ্ঞানালোক, কালসর্প, কালরাত্রি ইত্যাদি।

দ্বিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায় এবং সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন–

- তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল
- চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা
- তিন মাথার সমাহার = তেমাথা
- শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী
- পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী
- ত্রি (তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী

এরূপ অষ্টধাতু, চতুরঙ্গ, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র, নবরত্ন, শতবার্ষিকী, ত্রিপদী, পাঁচসালা, ত্রিভুবন, সাতসমুদ্র, সাতনরী, দশদিগন্ত ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদে বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন

এখানে বিপদকে– এই পূর্বপদের 'কে' বিভক্তি লোপ পেয়েছে এবং পরপদ 'আপন্ন'-এর অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে।

তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণিবিভাগ : তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার–

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
৩. চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৬. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
৭. অলুক তৎপুরুষ সমাস
৮. নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস ও
৯. উপপদ তৎপুরুষ সমাস

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

- দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত
- ক্ষমতাকে প্রাপ্ত = ক্ষমতাপ্রাপ্ত
- চরণকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত
- পরলোককে গত = পরলোকগত
- ধর্মকে অতীত = ধর্মাতীত
- বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন

ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন–

- চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী
- ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী
- জীবন ব্যাপিয়া আনন্দ = জীবনানন্দ
- দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = দীর্ঘস্থায়ী
- চিরকাল ব্যাপিয়া সুন্দর = চিরসুন্দর
- চিরকাল ব্যাপিয়া বসন্ত = চিরবসন্ত

এরূপ গা-ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাঁধা, ছেলে-ভুলানো (ছড়া), নভেল-পড়া ইত্যাদি।

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

- মন দিয়ে গড়া = মনগড়া
- শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ
- মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা
- বজ্র দ্বারা আহত = বজ্রাহত
- শ্রী দ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত
- ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা

ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা–

- এক দ্বারা ঊন = একোন
- জ্ঞান দ্বারা বা জ্ঞানে শূন্য = জ্ঞানশূন্য
- বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন
- পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচকম

ক. উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন–

- স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত

এরূপ হীরকখচিত, চন্দনচর্চিত, রত্নশোভিত ইত্যাদি।

খ. পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি লোপ না হলে অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন–

- তেলে ভাজা = তেলেভাজা, কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা।

এরূপ তাঁতেবোনা, মায়েখেদানো, পোকায়কাটা, হাতেকাটা ইত্যাদি।

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমি ইত্যাদি) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

- গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি
- আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা
- দেবকে দত্ত = দেবদত্ত
- বসতের নিমিত্ত বাড়ি = বসতবাড়ি
- বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা
- ডাকের নিমিত্ত মাশুল = ডাকমাশুল

এরূপ ছাত্রাবাস, পুত্রশোক, চোষকাগজ, হজযাত্রা, রান্নাঘর, বালিকা-বিদ্যালয়, পাগলাগারদ, শান্তিনিকেতন, স্মৃতিমন্দির ইত্যাদি।

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা ইত্যাদি) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

- খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া
- বিলাত থেকে ফেরত = বিলত ফেরত
- প্রাণের চেয়ে প্রিয় = প্রাণপ্রিয়
- জন্ম হতে অন্ধ = জন্মান্ধ

সাধারণত চ্যুত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে যুক্ত হলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন–

- স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো
- জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত

এরূপ জেলখালাস, বোঁটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঋণমুক্ত, স্নাতকোত্তর, ব্যাধিমুক্ত ইত্যাদি।

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

- চায়ের বাগান = চা-বাগান
- মনের রথ = মনোরথ
- খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট
- রাজার পুত্র = রাজপুত্র
- কবিদের গুরু = কবিগুরু

এরূপ জাতিসংঘ, ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, পাটক্ষেত, বাঁদরনাচ, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, শ্বশুরবাড়ি, বিড়ালছানা ইত্যাদি।

সাধারণ নিয়ম :

১. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' স্থলে 'রাজ', পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে 'পিতৃ' 'মাতৃ' 'ভ্রাতৃ' হয়।** যেমন–

- গজনীর রাজা = গজনীরাজ
- পিতার ধন = পিতৃধন
- ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ
- রাজার পুত্র = রাজপুত্র
- মাতার সেবা = মাতৃসেবা
- পুত্রের বধূ = পুত্রবধূ ইত্যাদি

২. **পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, সহ, প্রতিম-এসব শব্দ থাকলেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।** যেমন–

- পত্নীর সহ = পত্নীসহ
- কন্যার সহ = কন্যাসহ
- সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম/সোদরপ্রতিম ইত্যাদি
- কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যেমন– অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ণ

৪. **পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।** যেমন–

- ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ
- গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম
- হস্তীর যূথ = হস্তীযূথ ইত্যাদি

৫. **অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়।** যেমন–

- পথের অর্ধ = অর্ধপথ
- দিনের অর্ধ = অর্ধদিন

৬. **শিশু, দুগ্ধ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়।** যেমন–

- মৃগীর শিশু = মৃগশিশু
- ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি

৭. **ব্যাসবাক্যে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে বসে।** যেমন–

- পথের রাজা = রাজপথ,
- হাঁসের রাজা = রাজহাঁস

অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান, নদীর জল ইত্যাদি।

- কিন্তু, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ পায়, তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

- গায়ে পাকা = গাছপাকা
- দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা
- অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু
- মনে মরা = মন মরা
- পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব
- বাহুতে বন্দি = বাহুবন্দি

এরূপ বাকপটু, গোলাভরা, রাতকানা, ভোজনপটু, পিঞ্জরাবদ্ধ ইত্যাদি। সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন–

- পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব
- পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব
- পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব

৭. **নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস :** না-বাচক নঞ্ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

- ন আচার = অনাচার
- নাই বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি
- ন কাতর = অকাতর
- নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ

এরূপ অনাদর, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল, নারাজ, নির্ভুল, অবিশ্বাস, অচল ইত্যাদি।

৮. **উপপদ তৎপুরুষ সমাস :** যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন–

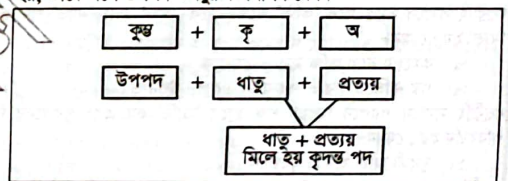

বি. দ্র. কৃদন্তপদের পূর্বে যে পদটি থাকবে সেটিই উপপদ

*** যে তৎপুরুষ সমাসের পরপদের Verb তথা ক্রিয়ার কথা উল্লেখ থাকবে, সেটিই উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

- জলে চরে যা = জলচর
- জল দেয় যে = জলদ
- ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা
- পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ
- মধু পান করে যে = মধুপ
- স্থলে চরে যে = স্থলচর

এরূপ পকেটমার, বর্ণচোরা, মানুষখেকো, গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, ছা-পোষা ইত্যাদি।

৯. **অলুক তৎপুরুষ সমাস :** 'অলুক' অর্থ লোপ না পাওয়া। যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

- গায়ে পড়া = গায়েপড়া
- ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা

এরূপ কলে ছাঁটা, কলের গান, গরুর গাড়ি, পড়ার ঘর, সোনার তরী ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
- বহুব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি
- এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
- আয়ত লোচন যার = আয়তলোচনা
- মহান আত্মা যার = মহাত্মা
- স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা
- নীল বসন যার = নীলবসনা
- স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ
- ধীর বুদ্ধি যার = ধীরবুদ্ধি

সাধারণ নিয়ম

'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্যপদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়। যেমন–
- বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব
- সহ উদর যার = সহোদর > সোদর
- এরূপ সজল, সফল, স্পর্শ, সলজ্জ, সকল্যাণ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন–
- নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক
- বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক
- এরূপ সস্ত্রীক, অপুত্রক ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে 'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দ স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন–
- কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ,
- পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ। এরূপ– ঊর্ণনাভ।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'জায়া' শব্দ স্থানে 'জানি' হয় এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন–
- যুবতী জায়া যার = যুবজানি

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'চূড়া' শব্দ সমস্তপদে 'চূড়' এবং 'কর্ম' শব্দ সমস্ত পদে 'কর্মা' হয়। যেমন–
- চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়
- বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা

বহুব্রীহি সমাসে 'সমান' শব্দের স্থানে 'স' এবং 'সহ' হয়। যেমন–
- সমান কর্মী যে = সহকর্মী
- সমান বর্ণ যার = সমবর্ণ
- সমান উদর যাদের = সহোদর

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'গন্ধ' শব্দ স্থানে 'গন্ধি' বা 'গন্ধা' হয়। যেমন–
- সুগন্ধ যার = সুগন্ধি
- পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার = পদ্মগন্ধি
- মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা

স্ত্রীবাচক বোঝাতে সাধিত পদে সাধারণত 'আ' বা 'ঈ' যোগ হয়। যেমন–
- নীল নয়ন যার = নীলনয়না
- কোকিলের মতো কণ্ঠ যার = কোকিলকণ্ঠী

'মহৎ' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন–
- মহৎ প্রাণ যার = মহাপ্রাণ
- মহৎ আশয় যার = মহাশয়

বহুব্রীহি সমাসের শ্রেণিবিভাগ : বহুব্রীহি সমাস কয়েক প্রকার। যথা–
১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
২. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি
৪. নঞ্‌বহুব্রীহি
৫. অলুক বহুব্রীহি
৬. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
৭. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
৮. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
১০. সহার্থক বহুব্রীহি
১১. নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি

১. **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
- হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী
- গৌর অঙ্গ যার = গৌরাঙ্গ
- দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার = দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
- নীল বসন যার = নীলবসনা
- কৃত অঞ্জলি যার = কৃতাঞ্জলি
- খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ

এরূপ : নীলকণ্ঠ, পীতাম্বর, দশানন, নতজানু, মতিচ্ছন্ন, হৃতসর্বস্ব, ইত্যাদি।

২. **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** বিশেষ্য ও বিশেষ্য পদের মিলনে যে সমাস হয়, তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
- বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি
- নদী মাতা যার = নদীমাতৃক
- আশীতে দাঁতে বিষ যার = আশীবিষ
- পাপে মতি যার = পাপমতি
- দুই কান কাটা যার = দু-কানকাটা

৩. **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** পরস্পর ক্রিয়া বিনিময় বোঝাতে একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং পরপদে 'ই' যোগ হয়। যেমন–

Technique Box

[পূর্বপদ] + [পরপদ]
↓ ↓
[আ] [ই]

- বলায় বলায় যে কথা = বলাবলি
- হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি
- কানে কানে যে কথা = কানাকানি
- গলায় গলায় যে মিল = গলাগলি
- লাঠিতে লাঠিতে যে মারামারি = লাঠালাঠি
- বকায় বকায় যে ঝগড়া = বকাবকি।

এরূপ : চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

৪. **নঞ্‌বহুব্রীহি :** বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ্‌বহুব্রীহি বলে। নঞ্‌বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন–
- ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান
- বে (নাই) হেড যার = বেহেড
- না (নয়) জানা যা = নাজানা, অজানা
- না (নাই) চারা (উপায়) যার = নাচার
- নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল
- নাই অন্ত যার = অনন্ত

এরূপ নাহক, নিরুপায়, নির্বঞ্ঝাট, অবুঝ, অকেজো, বেপরোয়া, বেহুঁশ, বেতার, বেহায়া ইত্যাদি।

৫. **অলুক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বা পরপদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
- মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়-পাগড়ি
- গলায় গামছা যার = গলায়-গামছা
- হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতে-খড়ি
- কানে খাটো যে = কানে-খাটো
- গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে-হলুদ

'গায়ে হলুদ' সমাস-সংক্রান্ত আলোচনা

- গায়ে হলুদ 'অলুক বহুব্রীহি' সমাস। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; পৃষ্ঠা : ৮৩, জুলাই ২০১৭।
- 'গায়ে হলুদ' অলুক বহুব্রীহি সমাস। উচ্চতর স্বনির্ভর বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা; পৃষ্ঠা : ৩৩৪, মে ২০১৭।

এরূপ : হাতে-ছড়ি, কানে-কলম, গায়ে-পড়া, হাতে-বেড়ি, মাথায়-ছাতা, মুখে-ভাত ইত্যাদি।

৬. **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস :** বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায় তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
- সোনার মত উজ্জ্বল মুখ যার = সোনামুখী
- একদিকে চোখ যার = একচোখা
- রসে পূর্ণ যে গোল্লা = রসগোল্লা
- স্বর্ণের মতো আভা যার = স্বর্ণাভ
- মুলার ন্যায় দাঁত আছে যার = মুলাদাঁতী
- বিম্বের ন্যায় অধর যার = বিম্বাধরা

এরূপ গজানন, ক্ষুরধার, মৃগনয়না, মীনাক্ষী, পদ্মমুখী, বিড়ালচোখা, হুতুমচোখি, চাঁদবদনী, কপোতাক্ষ ইত্যাদি।

৭. **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি। যেমন–

উদাহরণ বিশ্লেষণ

[সমস্তপদ] + [আ]/[এ]/[ও]

√এক চো[খা]
↓
[আ] [চোখ + আ] সমস্তপদের শেষে 'আ' প্রত্যয় হয়েছে।

√ঘরমু[খো]
↓
[ও] [মুখ + ও] সমস্তপদের শেষে 'ও' প্রত্যয় হয়েছে।

√নি-খর[চে]
↓
[আ] [খরচ +এ] সমস্তপদের শেষে 'এ' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ+আ)
ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ+ও)
নি খরচ যার = নি-খরচে (খরচ + এ)

এরূপ দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, উনপাঁজুরে ইত্যাদি।

৮. **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
- দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি
- চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা
- তিন পায়া যার = তেপায়া
- পঞ্চ আনন যার = পঞ্চানন

এরূপ দশহাতি, দ্বিচক্র, একতারা, দশানন, দ্বীপ, চতুষ্পদী, সেতার, চৌপায়া, চতুর্ভুজ, তেতলা, ত্রিলোচন, ত্রিশূল, সাতনরি, শতমূলী ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি ও দ্বিগু সমাসের পার্থক্য

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি : সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস হলো পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদে বিশেষ্য হয়েছে; কিন্তু অর্থ প্রকাকের ক্ষেত্রে 'বিশেষণ' অর্থ প্রকাশ করে, তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে।

দ্বিগু সমাস : দ্বিগু সমাসের পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ ও পরপদে বিশেষ্য হয় এবং অর্থ প্রকাকের ক্ষেত্রে বিশেষ্য অর্থ প্রকাশ করে। এটি দ্বিগু সমাস।

চৌরাস্তা

পূর্বপদ + পরপদ
চার রাস্তা
↓ ↓
সংখ্যাবাচক শব্দ বিশেষ্য
[বিশেষ্য অর্থ প্রকাশ করে]

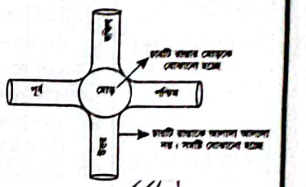

ব্যাখ্যা : চৌরাস্তা বলতে চারটি রাস্তার সমাহারকে বোঝানো হচ্ছে। যেটি চারটি রাস্তার মিলিত হওয়ার একত্র জায়গাটিকে বোঝানো হচ্ছে– যা একটি বিশেষ্য। অর্থ প্রকাকের ক্ষেত্রেও বিশেষ্য অর্থ প্রকাশ করছে।

চৌচালা

পূর্বপদ + পরপদ
চার রাস্তা
↓ ↓
সংখ্যাবাচক শব্দ বিশেষ্য
[বিশেষণ অর্থ প্রকাশ করে]

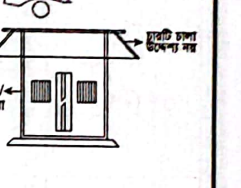

ব্যাখ্যা : 'চৌচালা' বলতে চার চালকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং চারটি চালা রয়েছে এমন ঘরকে বোঝানো হচ্ছে– যা সমস্তপদে অন্য অর্থ প্রকাশ করে। বিশেষ করে বিশেষণ অর্থই প্রকাশ করে।

৯. **সহার্থক বহুব্রীহি :** সহার্থক বা তুল্য পদের সাথে বিশেষ্য পদের যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
- বান্ধবের সহিত বর্তমান = সবান্ধব
- স্ত্রীর সহিত বর্তমান = সস্ত্রীক
- অর্থের সাথে বর্তমান = সার্থক
- বাকের সাথে বর্তমান = সবাক
- পরিবারের সহিত বর্তমান = সপরিবার
- বিনয়ের সঙ্গে বর্তমান = সবিনয়।

এরূপ : সশরীর, সপুত্রক, সচিত্র, সানন্দ, সফল, সবল, সহৃদয়, সগোত্র, সধবা, সতর্ক, সশস্ত্র ইত্যাদি।

১০. **নিপাতনে সিদ্ধ :** যে বহুব্রীহি সমাস কোনো নিয়মের অধীন নয়, তাকে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
- জীবিত থেকেও মৃত = জীবন্মৃত
- অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ
- দুই দিকে অপ যার = দ্বীপ
- নরাকারের পশু যে = নরপশু
- পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাস বর্তমানে বিলুপ্ত শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য এখানে আলোচনা করা হলো–

অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন–
- জানু পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিত
- মরণ পর্যন্ত = আমরণ

পর্যন্ত, অভাব, পশ্চাৎ, যোগ্যতা, সাদৃশ্য, সামীপ্য, বীপ্সা, ঈষৎ, ক্ষুদ্র, বিরোধ, অতিক্রান্ত, অনতিক্রম্যতা ইত্যাদি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

সামীপ্য (উপ)	- কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ - কূলের সমীপে = উপকূল - নগরীর সমীপে = উপনগরী
বিপ্সা (অনু, প্রতি)	- দিন দিন = প্রতিদিন - ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ - ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে
অভাব (নিঃ = নির)	- আমিষের অভাব = নিরামিষ - ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা - জলের অভাব = নির্জল - উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ - জনের অভাব = নির্জন - ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ
পর্যন্ত (আ)	- সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল - পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক - জীবন পর্যন্ত = আজীবন
সাদৃশ্য (উপ)	- শহরের সদৃশ = উপশহর - গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ - বনের সদৃশ = উপবন - ভাষার সদৃশ = উপভাষা - নদীর সদৃশ = উপনদী - দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ
অনতিক্রম্যতা (যথা)	- রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি - শাস্ত্রকে অতিক্রম না করে = যথাশাস্ত্র - সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য - ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে = যথেচ্ছা
অতিক্রান্ত (উৎ)	- বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল - শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল
বিরোধ (প্রতি)	- বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ - বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল
পশ্চাৎ (অনু)	- পশ্চাৎ গমন = অনুগমন - পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন - ক্রমের পশ্চাৎ = অনুক্রম - তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ
ঈষৎ (আ)	- ঈষৎ নত = আনত - ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম
ক্ষুদ্র অর্থে	- ক্ষুদ্র অঙ্গ = প্রত্যঙ্গ - ক্ষুদ্র বিভাগ = উপবিভাগ - ক্ষুদ্র শাখা = প্রশাখা - ক্ষুদ্র নদী = শাখানদী - ক্ষুদ্র গ্রহ = উপগ্রহ
পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে	- পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ
দূরবর্তী অর্থে (প্র,পর)	- অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ
প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি)	- প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব
প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি)	- প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর

উল্লিখিত প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। যেমন-

প্রাদি সমাস : প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎপ্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে প্রাদি সমাস বলে। যেমন-

প্র / প্রতি / অনু → কৃৎপ্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য হবে

প্রগতি = প্র [প্রকৃষ্ট] যে গতি। 'প্র' একটি উপসর্গ, যা অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। 'গতি' মূলত ছিল- √ গম্ + ক্তি = √গ্ম + তি = গতি [এখানে 'ম' বিলুপ্ত হয়েছে] আর 'ক্তি' কৃৎপ্রত্যয়।

- প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন
- অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ= অনুতাপ
- প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি
- পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ
- প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত ইত্যাদি

নিত্যসমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্যসমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। এ সমাসে ব্যাসবাক্যের প্রথমে 'অন্য' বা 'কেবল' শব্দটি বসে। যেমন-

- অন্য দেশ = দেশান্তর
- অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর
- কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র
- অন্য গৃহ = গৃহান্তর
- (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য সাপ = কালসাপ

এরূপ স্থানান্তর, দেশান্তর, উপায়ান্তর, দিগন্তর, ধর্মান্তর, দৃশ্যান্তর, লোকান্তর, যুগান্তর, মতান্তর ইত্যাদি।

'আমরা'

- আমি, তুমি ও সে- 'আমরা' দ্বন্দ্ব সমাস। ড. এনামুল হক প্রণীত 'ব্যাকরণ মঞ্জরী'।
- তুমি, আমি ও সে- 'আমরা' নিত্যসমাস। নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ।
- সে, তুমি ও আমি- 'আমরা' দ্বন্দ্ব সমাস। ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত 'ভাষা শিক্ষা'।

সুপাসুপা সমাস : বিভক্তিযুক্ত এক পদের সঙ্গে অন্য এক বিভক্তিযুক্ত পদের যে সমাস হয় তাকে সুপসুপা সমাস বলে। যেমন-

- পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব
- রাত্রির মধ্য = মধ্যরাত

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- সমাস ভাষাকে সংক্ষেপ করে।
- সমাস শব্দটির অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ।
- অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দ একসাথে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।
- সমাস মূলত ৪ প্রকার- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি।
- সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ।
- সমস্তপদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে।
- সমস্তপদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তার নাম ব্যাসবাক্য।
- সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।
- বিশেষণ পদের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।
- উপমান অর্থ- তুলনীয় বস্তু।
- প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, পরোক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমান।
- উপমান ও উপমেয়র একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে।
- যদি সাধারণ ধর্মের (গুণের) উল্লেখ থাকে তবে তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র।
- যদি সাধারণ ধর্মের (গুণের) উল্লেখ না থাকে তবে তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ।
- যখন উপমান ও উপমেয় উভয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হয় তখন তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।
- বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদের কোনোটির অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে অন্য অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন- দশ আনন যার = দশানন (রাবণ)।

- সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু কর্মধারয় সমাস বলে।
- যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয় তাকে নিত্য সমাস বলে।

দ্বন্দ্ব সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অত্যাচার- অবিচার	অত্যাচার ও অবিচার	দেওয়া-নেওয়া	দেওয়া ও নেওয়া
আজকাল	আজ ও কাল	জনমানব	জন ও মানব
দম্পতি	জায়া ও পতি	দা-কুমড়া	দা ও কুমড়া
অহোরাত্র	অহঃ ও রাত্রি	দেখাশোনা	দেখা ও শোনা
দোয়াতকলম	দোয়াত ও কলম	পথেঘাটে	পথে ও ঘাটে
ভরণপোষণ	ভরণ ও পোষণ	ভালোমন্দ	ভালো ও মন্দ
মরাবাঁচা	মরা ও বাঁচা	রক্তমাংস	রক্ত ও মাংস
লেনদেন	লেন ও দেন	শীতাতপ	শীত ও আতপ
সাতসতেরো	সাত ও সতেরো	সত্যাসত্য	সত্য ও অসত্য
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	হিতাহিত	হিত ও অহিত
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	পথেপ্রান্তরে	পথে ও প্রান্তরে
বনেবাদাড়ে	বনে ও বাদাড়ে	সাপে-নেউলে	সাপে ও নেউলে
হাতে-পায়ে	হাতে ও পায়ে		

একশেষ দ্বন্দ্ব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
আমরা	সে, তুমি ও আমি

তৎপুরুষ সমাস

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপী সুখী
চিরস্থায়ী	চিরকাল ব্যাপী স্থায়ী	তিমিরবিদারী	তিমিরকে বিদারী
দেশবিভাগ	দেশকে বিভাগ	দেশভঙ্গ	দেশকে ভঙ্গ
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	বিস্ময়াপন্ন	বিস্ময়কে আপন্ন
রথচালন	রথকে চালনা	শরনিক্ষেপ	শরকে নিক্ষেপ
দুঃখপ্রাপ্ত	দুঃখকে প্রাপ্ত	দেশত্যাগ	দেশকে ত্যাগ

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
ঘিভাজা	ঘি দ্বারা ভাজা	ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	জলসেচন	জল দ্বারা সেচন
ঢেঁকিছাঁটা	ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা	ন্যায়সংগত	ন্যায় দ্বারা সংগত
পদদলিত	পদ দ্বারা দলিত	পুষ্পাঞ্জলি	পুষ্প দিয়ে অঞ্জলি
বাগ্‌বিতণ্ডা	বাক্ দ্বারা বিতণ্ডা	বাগ্‌দত্তা	বাক্ দ্বারা দত্তা
মধুমাখা	মধু দিয়ে মাখা	মনগড়া	মন দ্বারা গড়া
যুক্তিসংগত	যুক্তি দ্বারা সংগত	মেঘার্ত	মেঘ দ্বারা আর্ত
রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রের পতি	শোকার্ত	শোক দ্বারা আর্ত
শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	জ্ঞানশূন্য	জ্ঞান দ্বারা শূন্য

চতুর্থী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	বিয়েপাগল	বিয়ের জন্য পাগল
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	রান্নাঘর	রান্নার জন্য ঘর
সেচনকলস	সেচনের নিমিত্ত কলস	হজযাত্রা	হজের জন্য/নিমিত্ত যাত্রা

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
দেশপলাতক	দেশ থেকে পলাতক	বিলাতফেরত	বিলাত থেকে ফেরত
পদচ্যুত	পদ থেকে চ্যুত	জন্মান্ধ	জন্ম থেকে অন্ধ
মুখভ্রষ্ট	মুখ থেকে ভ্রষ্ট	মেঘমুক্ত	মেঘ থেকে মুক্ত
যুদ্ধবিরতি	যুদ্ধ থেকে বিরতি	লোকভয়	লোক থেকে ভয়
সত্যভ্রষ্ট	সত্য হতে ভ্রষ্ট		

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
উপলখণ্ড	উপলের খণ্ড	অপরাহ্ণ	অহ্নের অপর
অশ্বপদ	অশ্বের পদ	কর্মকর্তা	কর্মের কর্তা
কবিগুরু	কবিদের গুরু	কলঙ্করেখা	কলঙ্কের রেখা
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	গল্পপ্রেমিক	গল্পের প্রেমিক
গৃহকর্মী	গৃহের কর্মী	চা-বাগান	চায়ের বাগান
জীবনসঞ্চার	জীবনের সঞ্চার	ঝরনাধারা	ঝরনার ধারা
পুষ্প সৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	সুখসময়	সুখের সময়
নবীনবরণ	নবীনদের বরণ	পাষাণস্তূপ	পাষাণের স্তূপ
প্রাণবধ	প্রাণের বধ	প্রাণ বধ	প্রাণের বধ
বজ্রসম	বজ্রের সম	বনমধ্যে	বনের মধ্যে
রাজপুত্র	রাজার পুত্র	বিধিলিপি	বিধির লিপি
ভারার্পণ	ভারের অর্পণ	ভুজবল	ভুজের বল
মনমধ্যে	মনের মধ্যে	মামাবাড়ি	মামার বাড়ি
মার্তণ্ডপ্রায়	মার্তণ্ডের প্রায়	মৃগশিশু	মৃগীর শিশু
রাজদণ্ড	রাজার দণ্ড	রাজনীতি	রাজার নীতি
রাজপথ	পথের রাজা	রাজহংস	হংসের রাজা
স্বাক্ষর	স্ব (নিজ) এর অক্ষর	নাতজামাই	নাতনির জামাই

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অকালপক্ব	অকালে পক্ব	অকালবার্ধক্য	অকালে বার্ধক্য
অকালমৃত্যু	অকালে মৃত্যু	গাছপাকা	গায়ে পাকা
গুণমুগ্ধ	গুণে মুগ্ধ	বনভোজন	বনে ভোজন
তমসাচ্ছন্ন	তমসায় আচ্ছন্ন	রথারোহণ	রথে আরো হণ
রাতকানা	রাতে কানা	সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি

উপপদ তৎপুরুষ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	কুম্ভকার	কুম্ভ করে যে
দ্রুতগামী	দ্রুত গমন করে যে	ক্ষীণজীবী	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে
গায়েপড়া	গায়ে পড়ে যে	গৃহস্থ	গৃহে থাকে যে
জাদুকর	জাদু করে যে	পকেটমার	পকেট মারে যে
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যে	বাজিকর	বাজি করে যে
প্রিয়ংবদা	প্রিয়ম (প্রিয় বাক্য) বলে যে	মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুকে জয় করেছে যে
মধুকর	মধু করে যে	বাস্তুহারা	বাস্তু হারিয়েছে যে
সত্যবাদী	সত্য কথা বলে যে		

অলুক তৎপুরুষ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
গঠনের আসর	গঠনের আসর	ঘোড়ার ডিম	ঘোড়ার ডিম
সোনার প্রতিমা	সোনার প্রতিমা	হাতেছড়ি	হাতে ছড়ি

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অক্ষত	নয় ক্ষত	অকাল	ন কাল
অকাতর	নয় কাতর	অনতিবৃহৎ	নয় অতিবৃহৎ
অনশন	ন অশন	অনর্থ	ন অর্থ
অনর্থ	ন অর্থ	অনাচার	নেই আচার
অনাসক্ত	নয় আসক্ত	অমানুষ	ন মানুষ
অনাহার	ন আহার	অনিবার্য	নয় নিবার্য
অনেক	ন এক	অনৈক্য	নেই ঐক্য
অপর্যাপ্ত	নয় পর্যাপ্ত	অসত্য	ন সত্য
অস্থির	নয় স্থির	নিরর্থক	নয় অর্থক
নামঞ্জুর	নয় মঞ্জুর	বেহিসাবি	নয় হিসাবি

প্রাদি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) গতি	প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট) ভাত
প্রভাব	প্র (প্রকৃষ্ট) ভাব	প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন
প্রশান্তি	প্র (প্রকৃষ্ট) শান্তি		

বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অল্পপ্রাণ	অল্প (হালকা) প্রাণ যার	আশীবিষ	আশীতে বিষ যার
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	একরোখা	একদিকে রোখ যার
উর্ণনাভ	উর্ণা নাভিতে যার	কমবখত	কম বখত যে
ক্ষুরধার	ক্ষুরের ন্যায় ধার যার	গল্পপ্রেমিক	গল্পে প্রেম আছে যার
চতুর্ভুজ	চতুঃ ভুজ যার	দশানন	দশ আনন যার
তিমিরকুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার (স্ত্রী)	জয়ন্তী	জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠান
সহোদর	সমান (একই) উদর যার	দোভাষী	দো ভাষা আয়ত্তে আছে যার
চৌরাস্তা	চৌ রাস্তার মিলন যেখানে	নিরর্থক	নেই অর্থ যাতে
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	তেপায়া	তিন পায়া আছেযাতে
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	পাঁচসেরি	পাঁচ গজ পরিমাণ যা
পর্দাপ্রিয়	পর্দা প্রিয় যার	পসেরী	পাঁচ সের পরিমাণ যাতে
পদ্মআঁখি	পদ্মের ন্যায় আঁখি	বিপত্নীক	বি (গত) পত্নী যার
বিমনা	বিচলিত মন যার	বিশালাক্ষী	বিশাল অক্ষি যার
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	মহাত্মা	মহৎ আত্মা যার
মকরমুখো	মকরের দিকে মুখ যার	মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার
ষড়ভুজ	ষট ভুজ যার	সতীর্থ	সমান তীর্থ যাদের
শ্বাপদ	শ্বা-এর মতো পদ যার	সুহৃদ	সুন্দর হৃদয় যার
চতুষ্পদী	চার পদ আছে যার	সুহৃদয়	সুন্দর হৃদয় যার
সুশীল	সু শীল যার	শৌখিন	শখ আছে যার
স্বল্পপ্রাণ	স্বল্প প্রাণ যার	হতভাগ্য	হত ভাগ্য যার
হাভাতে	ভাতের অভাব যার		

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
গলাগলি	গলায় গলায় যে মিলন	কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে সংঘর্ষ	চোখাচোখি	চোখে চোখে যে কথা/ইঙ্গিত
রক্তারক্তি	রক্তপাত করে যে যুদ্ধ	কানাকানি	কানে কানে যে কথা
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে দ্বন্দ্ব	হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে ক্রিয়া

নঞ্বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অনাশ্রিত	নেই আশ্রয় যার	অনৈক্য	নেই ঐক্য যার
অবিশ্বাস্য	নয় বিশ্বাসযোগ্য যা	নিরর্থক	নেই অর্থ যাতে
বেহায়া	নেই হায়া (লজ্জা) যার	বেওয়ারিশ	নেই ওয়ারিশ যার
বেতার	নেই তার যাতে		

অলুক বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
গায়ে হলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

উপমাবাচক বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
তিমিরকুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার (স্ত্রী)

সহার্থক বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
সহৃদয়	হৃদয়ের সঙ্গে বর্তমান	সদর্প	দর্পের সঙ্গে বর্তমান

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
দ্বীপ	দুই দিকে অপ্ যার

কর্মধারয় সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
ক্রীতদাস	ক্রীত যে দাস	ঈগলপাখি	ঈগল নামের পাখি
অলসতন্দ্রা	অলস যে তন্দ্রা	গণ্যমান্য	যিনি গণ্য তিনি মান্য
কদাকার	কু যে আকার	গিন্নিমা	যিনি গিন্নি তিনি মা
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	মহাপৃথিবী	মহা যে পৃথিবী
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	প্রাণচঞ্চল	চঞ্চল যে প্রাণ
বেগুনভাজা	ভাজা যে বেগুন	মৃদুমন্দ	যা মৃদু তা-ই মন্দ
নবযৌবন	নব (নতুন) যে যৌবন	মিঠাকড়া/ মিঠেকড়া	যা মিঠা তাই কড়া মিঠা অথচ কড়া
মহাজন	মহান যে জন	লালফুল	লাল যে ফুল
সজ্জন	সৎ যে জন		

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
দুধভাত	দুধ মিশ্রিত ভাত	শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী
গোলাপফুল	যা গোলাপ তাই ফুল	উর্ণাজাল	উর্ণা নির্মিত জাল
জয়মুকুট	জয়সূচক মুকুট	আয়কর	আছের ওপর কর
জয়পতাকা	জয়সূচক পতাকা	খেয়াঘাট	খেয়া পারাপারের ঘাট
গণতন্ত্র	গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র	জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না বিধৌত রাত
ডাকবার্তা	ডাকের মাধ্যমে প্রেরিত বার্তা	পলান্ন	পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন
ধর্মকর্ম	ধর্মবিহিত কর্ম	সংবাদপত্র	সংবাদ যুক্ত পত্র
জীবনবিমা	জীবন হানির আশঙ্কায় যে বিমা	ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে (অন্যায় রোধে) ঘট
ফৌজদারি আদালত	ফৌজদারিবিষয়ক যে আদালত	মৌমাছি	মৌ (মধু) আশ্রিত মাছি

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
প্রাণভয়	প্রাণ হারানোর ভয়	মমতারস	মমতা মিশ্রিত রস
বিরানব্বই	বি (দ্বি) অধিক নব্বই	রক্তকমল	রক্ত বর্ণের কমল
ষড়যন্ত্র	ষড় বিধ যন্ত্র/ষড় যে যন্ত্র (কর্মধা) ষড়ের যন্ত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)	সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যাবেলায় জ্বালানো প্রদীপ
হাঁটুজল	হাঁটু পরিমাণ জল	সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন

উপমান কর্মধারয় সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
তুষারশীতল	তুষারের ন্যায় শীতল	ভিখারি দশা	ভিখারির ন্যায় দশা
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল
কচুকাটা	কচুর মতো কাটা	তুষারধবল	তুষার ন্যায় ধবল
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ
শশব্যস্ত	শশের ন্যায় ব্যস্ত	মিশকালো	মিশির মতো কালো

উপমিত কর্মধারয় সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	ওলকপি	ওল কপির ন্যায়
চাঁদমুখ	চাঁদের ন্যায় মুখ	প্রাণপ্রিয়	প্রাণের মতো প্রিয়
বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়	বদ্বীপ	ব-এর মতো দ্বীপ
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়
রক্তকমল	কমল রক্তের ন্যায়		

রূপক কর্মধারয় সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
কালসিন্ধু	কাল রূপ সিন্ধু	ক্ষুধানল	ক্ষুধা রূপ অনল
খড়মপা	খড়ম রূপ পা	জীবনবারি	জীবন রূপ বারি
জীবননদী	জীবন রূপ নদী	দিলদরিয়া	দিল রূপ দরিয়া
দেহলতা	দেহ রূপ দরিয়া	পরানপাখি	পরান রূপ পাখি
প্রাণভোমরা	প্রাণ রূপ ভোমরা	বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু
ভবনদী	ভব রূপ নদী	মনবিহঙ্গ	মন রূপ বিহঙ্গ
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য		

দ্বিগু সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
চতুর্দশপদী	চতুর্দশ পদের সমাহার	তেপান্তর	তে (তিন) প্রান্তরের (পান্তরের) সমাহার
পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার	শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার
তেপায়া	তে (তিন) পায়ার সমাহার	তেমাথা	তে (তিন) মাথার সমাহার
ত্রিফলা	ত্রি (তিন) ফলের সমাহার	ত্রিলোক	ত্রি (তিন) লোকের সমাহার
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার	সেতার	সে (তিন) তারের সমাহার
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার
সপ্তডিঙ্গা	সপ্ত ডিঙ্গার সমাহার		

অব্যয়ীভাব সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
উপজেলা	(আয়তনে) জেলার ক্ষুদ্র	অমিল	মিলের অভাব
অনুগমন	গমনের পশ্চাৎ/পশ্চাৎ গমন	আজীবন	জীবন পর্যন্ত
অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে	আকর্ণ	কর্ণ পর্যন্ত
অতিমাত্র	মাত্রাকে অতিক্রান্ত	মরণ পর্যন্ত	আমরণ
আমূল	মূল পর্যন্ত	আদিগন্ত	দিগন্ত পর্যন্ত
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	আরক্তিম	ঈষৎ রক্তিম
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	উপবন	বনের সদৃশ
আলুনি	নুনের অভাব	উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে
অনুরূপ	রূপের যোগ্য	প্রতিদান	দানের বিপরীত
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	নির্বিঘ্ন	বিঘ্নের অভাব
প্রপিতামহ	পিতামহের পূর্ববর্তী	প্রতিচ্ছবি	ছবির সদৃশ
যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে	প্রতিক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে
যথেষ্ট	ইষ্টকে (বাঞ্ছিত) অতিক্রম না করে	আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	উচ্ছ্বাস	শ্বাসকে অতিক্রান্ত
বিশ্রী	শ্রীর অভাব	হরতাল	তালের অভাব
হররোজ	রোজ রোজ	হাভাত	ভাতের অভাব
কালান্তর	অন্য কাল	গৃহান্তর	অন্য গৃহ
গ্রামান্তরে	অন্য গ্রাম	ঘোলাটে	ঈষৎ ঘোলা
তন্মাত্র	কেবল তা	দেশান্তর	অন্য দেশ
দ্বীপান্তর	অন্য দ্বীপ	মতান্তর	অন্য মত
মাথাপিছু	প্রতি মাথা	যুগান্তর	অন্য যুগ
বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	লোকটি	একটি লোক
রূপান্তর	অন্য রূপ		

প্রাদি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অতিমাত্র	অতি (অতিক্রান্ত) মাত্রা

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- **'নীলকর' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত?** → উপপদ তৎপুরুষ *[৪৬তম বিসিএস]*
- কৃদন্ত পদের পূর্ববর্তী পদকে কী বলে? → উপপদ [৪৫তম বিসিএস]
- 'যথারীতি' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? → অব্যয়ীভাব *[৪৪তম বিসিএস]*
- 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস? → কর্মধারয় *[৪৩তম বিসিএস]*
- মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? → সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন *[৪২তম বিসিএস]*
- উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? → শশব্যস্ত *[৪১তম বিসিএস]*
- কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ? → কানাকানি *[৩৯তম বিসিএস]*
- 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? → তৎপুরুষ [৩৮তম বিসিএস]
- 'জলে-স্থলে' কী সমাস? → অলুক দ্বন্দ্ব [৩৭তম বিসিএস]
- 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? → বিস্ময়কে আপন্ন [৩৭তম বিসিএস]
- বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? → অনমনীয় [৩৬তম বিসিএস]
- 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? → কর্মধারয় [৩৫তম বিসিএস]
- 'আলোছায়া' পদটি কোন সমাসের অন্তর্গত? → দ্বন্দ্ব সমাস [৩২তম বিসিএস]
- সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? → অব্যয়ীভাব [৩১তম বিসিএস]
- জ্যোৎস্নারাত কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? → মধ্যপদলোপী কর্মধারয় [৩০তম বিসিএস]
- সমাস ভাষাকে কী করে? → সংক্ষেপ করে [২৯তম, ১১তম বিসিএস]
- প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় → উপমেয় [২৭তম বিসিএস]
- 'নবান্ন' শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত? → সমাস [২৬তম বিসিএস]
- 'লাঠালাঠি' কোন সমাস? → ব্যতিহার বহুব্রীহি [২৬তম বিসিএস]

- যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্তপদের দ্বারা সমাহার বোঝায়, তাকে বলে → দ্বিগু সমাস [২৫তম বিসিএস]
- 'চাঁদমুখ'-এর ব্যাসবাক্য হলো → চাঁদের মতো মুখ [২৫তম বিসিএস]
- কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? → ভাই-বোন [২০তম বিসিএস]
- যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলা হয় → নিত্য সমাস [২৩তম বিসিএস]
- 'লাঠালাঠি' শব্দটির সমাস? → বহুব্রীহি [১৭তম বিসিএস]
- মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের দৃষ্টান্ত → হাসিমাখা মুখ = হাসিমুখ [১৩তম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- 'মুখচন্দ্র' কোন সমাস? → উপমিত কর্মধারয় *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ২০২০]*
- 'তুষারধবল' সমাসবদ্ধ পদটি কোন সমাসের উদাহরণ? → উপমান কর্মধারয় *[বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর, ২০২০]*
- 'সাহিত্য বিশারদ' কোন সমাসের উদাহরণ? → সপ্তমী তৎপুরুষ *[দুদক এর উপ-সহকারী পরিচালক, ২০২০]*
- 'পোকা-মাকড়' কোন সমাসযোগে গঠিত শব্দ? → দ্বন্দ্ব *[এনএসআই (NSI) এর ওয়াচার কনস্টেবল, ২০১৯]*
- 'দেবদত্ত' কোন সমাস? → চতুর্থী তৎপুরুষ *[পিএসসি'র প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৯]*
- 'নিরুৎসাহ'– শব্দের সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? → উৎসাহের অভাব *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর, ২০১৯]*
- 'দুঃখকে প্রাপ্ত' এটি কোন সমাস? → তৎপুরুষ *[পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-২০১৯]*
- 'গোঁফ খেজুরে' কোন সমাস? → মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পরীক্ষা গ্রহণকারী পিএসসি)-২০১৯]*
- 'ফুলকুমারী' সমস্তপদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? → কুমারী ফুলের ন্যায় *[ডাক বিভাগ (২৩.০৩.২০১৯)]*
- 'দলছাড়া' কোন সমাসের উদাহরণ? → ৫মী তৎপুরুষ [জীবন বীমা করপোরেশন, ২০১৮]
- দ্বন্দ্ব সমাস-জাত শব্দ কোনটি? → আলোছায়া [ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ২০১৮]
- 'চাঁদমুখ'-এর ব্যাস বাক্য হলো → চাঁদের মত মুখ [NSI ফিল্ড অফিসার, ২০১৮]
- সমাস ভাষাকে কী করে? → সংক্ষেপ করে [বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী সিভিল, ২০১৬]
- 'বিয়ে পাগল' শব্দটি কোন সমাস? → চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস [পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]
- 'দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই' কোন ধরনের সমাসের উদাহরণ? → নিত্যসমাস [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব (প্রশাসন)-২০১৬]
- 'গোঁফ-খেজুরে'-কোন সমাস? → মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি [পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]
- 'আশীবিষ' কোন সমাস? → ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপপ্রকৌশলী (সিভিল)-২০১৬]
- 'লাঠালাঠি' শব্দটির সমাস → ব্যতিহার বহুব্রীহি [সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা নিয়োগ, ২০১৬]
- কোনটি রূপক সমাস নয়? → বাহুলতা [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]

লেকচার- ৫ ও ৬ : সেল্ফ টেস্ট

১. 'নয়নকমল' এর যথার্থ ব্যাসবাক্য হলো–
ক নয়নের ন্যায় কমল খ নয়ন কমলের ন্যায়
গ নয়নে কমল ঘ নয়ন ও কমল

২. কোন সমাসের পূর্বপদ উপসর্গ কিংবা অব্যয়যোগে এবং উত্তরপদ বিশেষ্য দ্বারা গঠিত হয়?
ক কর্মধারয় সমাস খ অব্যয়ীভাব সমাস
গ তৎপুরুষ সমাস ঘ দ্বন্দ্ব সমাস

৩. 'অহিনকুল' কোন সমাস?
ক দ্বন্দ্ব সমাস খ বহুব্রীহি সমাস
গ তৎপুরুষ সমাস ঘ অব্যয়ীভাব সমাস

৪. 'প্রত্যহ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক প্রত্যেক দিন খ প্রতি অহন গ প্রতি অহ ঘ প্রত্যেক অহ

৫. বিভক্তিযুক্ত এক পদের সঙ্গে অন্য এক বিভক্তিযুক্ত পদের যে সমাস, তাকে কী বলা হয়?
ক দ্বন্দ্ব সমাস খ দ্বিগু সমাস গ প্রাদি সমাস ঘ সুপসুপা সমাস

৬. 'ফুলকুমারী' সমস্তপদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক ফুলের ন্যায় কুমারী খ কুমারী ফুলের ন্যায়
গ ফুল রূপ কুমারী ঘ কুমারী ফুল

৭. বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তার নাম কী?
ক দ্বন্দ্ব খ কর্মধারয় গ তৎপুরুষ ঘ বহুব্রীহি

৮. 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাসের অন্তর্গত?
ক বহুব্রীহি খ কর্মধারয় গ তৎপুরুষ ঘ দ্বন্দ্ব

৯. 'হারামনি' কোন সমাস (হারিয়েছে যে মনি)?
ক তৎপুরুষ খ কর্মধারয় গ বহুব্রীহি ঘ অব্যয়ীভাব

১০. 'জায়া ও পতি' সমাস করলে কী হয়?
ক স্বামী-স্ত্রী খ পতি-পত্নী গ দম্পতি ঘ জায়া-পতি

১১. মহাকীর্তি-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক মহান যে কীর্তি খ মহা যে কীর্তি
গ মহতী যে কীর্তি ঘ মহান কীর্তি যার

১২. 'লঙ্কা বাটা' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক লঙ্কা ও বাটা খ যা লঙ্কা তাই বাটা
গ লঙ্কার বাটা ঘ বাটা যে লঙ্কা

১৩. সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে বলা হয়–
ক উপমান কর্মধারয় খ উপমিত কর্মধারয়
গ রূপক কর্মধারয় ঘ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

১৪. 'বইপড়া' (বইকে পড়া) কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি খ কর্মধারয় গ তৎপুরুষ ঘ অব্যয়ীভাব

১৫. কোনটি 'উপপদ তৎপুরুষ' সমাস?
ক প্রতিবাদ খ বিলাত ফেরত গ উপগ্রহ ঘ ছেলেধরা

১৬. কোন সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না?
ক প্রাদি সমাস খ নিত্য সমাস গ দ্বন্দ্ব সমাস ঘ অলুক সমাস

১৭. 'আনন্দাশ্রু' যে সমাসের উদাহরণ–
ক দ্বন্দ্ব খ দ্বিগু গ নিত্য ঘ কর্মধারয়

১৮. কোনটি 'ঈষৎ' অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস?
ক আজীবন খ আগাছা গ আরক্তিম ঘ আলুনী

১৯. 'রূপক কর্মধারয়' সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক জলযান খ মনমাঝি গ সিংহদ্বার ঘ একাদশ

২০. 'অধর পল্লব' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক তৎপুরুষ খ বহুব্রীহি গ কর্মধারয় ঘ দ্বন্দ্ব

লেকচার-৭ : প্রকৃতি ও প্রত্যয়

প্রকৃতি : শব্দ ও ধাতুর মূলই প্রকৃতি। কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনোভাবেই বিভক্ত করা যায় না তাকে প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ যে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় হয় যুক্ত তাই প্রকৃতি। প্রকৃতি দুই প্রকার– ১. ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি; ২. নাম প্রকৃতি বা প্রাতিপদিক

১. **ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি :** ক্রিয়ার মূলকে বা মূল অংশকে ধাতু বলে। ক্রিয়ার যে অংশকে বিশ্লেষণ বা ভাঙা যায় না তাকে ধাতু বলে। যেমন– √পড়্, √খেল্, √চল্ ইত্যাদি।
- ধাতুকে ক্রিয়ামূলও বলা হয়।
- ধাতু বা ক্রিয়ামূলের আগে সাধারণত মূল চিহ্ন [√] ব্যবহার করা হয়।

২. **নাম প্রকৃতি বা প্রাতিপদিক :** নাম পদের মূল অংশকে বলে নাম প্রকৃতি। যেমন 'ছেলেরা' (ছেলে + রা) শব্দের মূল অংশ 'ছেলে' একটি নাম। তাই একে নাম প্রকৃতি বলা যায়। আর 'রা' হলো বিভক্তি। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন– মুখ, পা, বই ইত্যাদি।

প্রত্যয় : যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন–
- √চল্ + আ = চলা
- ঢাকা + আই = ঢাকাই

প্রত্যয়ের শ্রেণিবিভাগ : প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার–
ক. কৃৎপ্রত্যয় ও
খ. তদ্ধিত প্রত্যয়

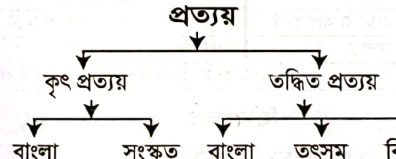

ক. **কৃৎপ্রত্যয় :** ধাতু বা ক্রিয়ামূলের পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, সেগুলোকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। যেমন– √পড়্ + আ = পড়া, √চল্ + অন্ত = চলন্ত, √কৃ + তব্য = কর্তব্য
- ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি।
- কৃৎপ্রত্যয়যোগে সাধিত পদকে কৃদন্ত পদ বলে।

কৃৎপ্রত্যয়ের প্রকারভেদ : বাংলা ভাষায় দুই ধরনের কৃৎপ্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন–
১. বাংলা কৃৎপ্রত্যয়
২. সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়

বাংলা কৃৎপ্রত্যয়

প্রকৃতি প্রত্যয়	শব্দ	প্রকৃতি প্রত্যয়	শব্দ
√ধর্ + অ	ধর	√ঝল্ + অক	ঝলক
√হার্ + অ	হার	√পড়্ + আ	পড়া
√কাঁদ্ + অন	কাঁদন	√পাকড়্ + আও	পাকড়াও
√খা + অন	খাওন	√চড়্ + আও	চড়াও
√দে + অন	দেওন	√উড়্ + অন্ত	উড়ন্ত
√খেল্ + অনা	খেলনা	√জান্ + আনি	জানানি
√দুল্ + অনা	দুলনা > দোলনা	√ফির্ + তা	ফিরতা > ফেরতা
√চির্ + অনি	চিরনি > চিরুনি	√উড়্ + উনি	উড়ুনি
√বাঁধ্ + অনি	বাঁধনি > বাঁধুনি	√উড়্ + আনি	উড়ানি
√চাল্ + আন	চালান > চালানো	√ডুব্ + আরি/উরি	ডুবুরী
√ডুব্ + অন্ত	ডুবন্ত	√মাত্ + আল	মাতাল
√মুড়্ + অক	মোড়ক	√মিশ্ + আল	মিশাল
√উড়্ + উয়া	উড়ুয়া > উড়ো	√পড়্ + উয়া	পড়ুয়া > পড়ো
√বেড়্ + ই	বেড়ি	√ভাজ্ + ই	ভাজি
√মর্ + ইয়া	মরিয়া	√উড়্ + ও	উড়ো
√কাঁদ্ + না	কাঁদনা > কান্না	√শুন্ + আনি	শুনানি
√ডাক্ + উ	ডাকু	√ঘাট্ + তি	ঘাটতি
√ঝাড়্ + উ	ঝাড়ু	√বাড়্ + তি	বাড়তি
√উড়্ + উ	উড়ু	√বল্ + ইয়ে	বলিয়ে
√রাঁধ্ + না	রাঁধনা > রান্না		

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় নির্ণয় করার কৌশল
ক. 'ইৎ' তথা প্রত্যয়ের বিলুপ্ত অংশগুলো ভালোভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
খ. নিচের Box-এ দেওয়া Techniqueটি মনে রাখতে হবে।
গ. গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণের সঠিক পরিবর্তন করতে হবে।

Technique Box
ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং মনে রাখুন।

অনট্– [অন্] টি বিলুপ্ত]	নিন– ঈ-কার হয় ['ণ' বিলুপ্ত হয়]
ক্ত– ত হবে, কি বিলুপ্ত]	ইন্– ঈ-কার হয়
ক্তি– তি হবে [কি বিলুপ্ত]	অল্– অ হয় ['ল' বিলুপ্ত হয়]
চ ও জ স্থলে 'ক' হয়	শানচ– মান ['শ' ও 'চ' বিলুপ্ত হবে]
ঘঞ্– য-ফলা হবে ['ঘ' ও 'ণ' বিলুপ্ত]	ঘঞ্– 'অ' হবে। ['ঘ্' ও 'ঞ্' বিলুপ্ত হয়]
তৃচ্– তৃ > তা হয়	নক– অক হবে

প্রকৃতি-প্রত্যয়	শব্দ	প্রকৃতি-প্রত্যয়	শব্দ
√শ্রু + অনট্ (অন)	শ্রবণ	√গম্ + ক্ত	গত
√নী + অনট্ (অন)	নয়ন	√গ্রন্থ্ + ক্ত	গ্রথিত
√জ্ঞা + ক্ত (ত)	জ্ঞাত	√চূর্ + ক্ত	চূর্ণ
√খ্যা + ক্ত	খ্যাত	√ছিদ্ + ক্ত	ছিন্ন
√পঠ্ + ক্ত	পঠিত	√জন্ + ক্ত	জাত
√সিচ্ + ক্ত	সিক্ত	√দা + ক্ত	দত্ত
√মুচ্+ ক্ত	মুক্ত	√দহ্ + ক্ত	দগ্ধ
√ভুজ্ + ক্ত	ভুক্ত	√বচ্ + ক্ত	উক্ত
√বপ্ + ক্ত	উপ্ত	√কৃ + তব্য	কর্তব্য
√মুহ্ + ক্ত	মুগ্ধ	√পঠ্ + তব্য	পঠিতব্য
√যুধ্ +ক্ত	যুদ্ধ	√কৃ + অনীয়	করণীয়
√লভ্ + ক্ত	লব্ধ	√রক্ষ্ + অনীয়	রক্ষণীয়
√স্বপ্ + ক্ত	সুপ্ত	√দা + তৃচ্ (তৃ)	দাতা
√সৃজ্ + ক্ত	সৃষ্ট	√মা + তৃচ্	মাতা
√হন্ + ক্ত	হত	√ক্রী + তৃচ্	ক্রেতা
√গম্ + ক্তি	গতি	√যুধ্ + তৃচ্ (তা)	যোদ্ধা
√মন্ + ক্তি	মতি	√পঠ্ + ণক (অক)	পাঠক
√রম্ + ক্তি	রতি	√নী + ণক	নায়ক
√শ্রম্ + ক্তি	শ্রান্তি	√গৈ + ণক	গায়ক
√শম্ + ক্তি	শান্তি	√কৃ + ঘ্যণ্	কার্য
√বচ্ + ক্তি	উক্তি	√ধৃ + ঘ্যণ্	ধার্য
√ভজ্ + ক্তি	ভক্তি	√গম্ + য	গম্য
√গৈ + ক্তি	গীতি	√লভ্ + য	লভ্য

প্রকৃতি-প্রত্যয়	শব্দ	প্রকৃতি-প্রত্যয়	শব্দ
√সিধ্ + ক্তি	সিদ্ধি	√গ্রহ + ণিন	গ্রাহী
√বুধ্ + ক্তি	বুদ্ধি	√পা + ণিন	পায়ী
√শক্ + ক্তি	শক্তি	√ভু + উক	ভাবুক
√ক্ষি + অল্	ক্ষয়	√জাগৃ + উক	জাগরূক
√জি + অল্	জয়	√দীপ্ + শানচ্	দীপ্যমান
√হন্ + অল	বধ	√চল্ + শানচ	চলমান
√চল্ + ইষ্ণু	চলিষ্ণু	√বৃধ্ + শানচ্	বর্ধমান
√ঈশ্ + বর	ঈশ্বর	√বস্ + ঘঞ	বাস
√ভাস্ + বর	ভাস্বর	√যুজ্ + ঘঞ	যোগ
√হিন + স্ + র	হিংস্র	√ত্যজ্ + ঘঞ	ত্যাগ
√নম্ + র	নম্র	√শুচ্ + ঘঞ	শোক

বিশেষ নিয়মে সাধিত কৃৎপ্রত্যয়

উক্তি- √ বচ্ + ক্তি	যোদ্ধা- √ যুধ্ + তৃ
খাওন- √খা + অন	লভ্য- √লভ্ + য
গত- √ গম্ + ক্ত	শান্তি- √শম্ + ক্তি
ত্যাগ- √ত্যজ্ + অ	শোক- √শুচ্ + ঘঞ
দত্ত- √দা + ক্ত/ত	সিক্ত- √সিচ্ + ক্ত
নয়ন- √নী + অন	হত- √হন্ + ক্ত
পঠিত- √পঠ্ + ইত	ভক্তি- √ভজ্ + ক্ত
পাক- √পচ্ + ঘঞ	মুক্ত-√মুচ্ + ক্ত
ভুক্ত- √ভুজ্ + ক্ত	যুদ্ধ- √যুধ্ + ক্ত

[সূত্র : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা- পৃ : ৫৮]

নিপাতনে সিদ্ধ কৃৎপ্রত্যয়

গীতি- √গৈ + ক্তি	শক্তি- √শক্ + ক্তি
বুদ্ধি- √ বুদ্ + ক্তি	সিদ্ধি- √সিধ্ + ক্তি

তদ্ধিত প্রত্যয়

নাম বা শব্দের সঙ্গে বা শেষে যেসব প্রত্যয় যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার-

ক. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়,
খ. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়,
গ. তৎসম বা সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

যে অর্থে ব্যবহৃত	প্রকৃতি-প্রত্যয়	শব্দ
অবজ্ঞার্থে	চোর + আ	চোরা
	কেষ্ট + আ	কেষ্টা
বৃহদর্থে	ডিঙি + আ	ডিঙা
সদৃশ অর্থে	বাঘ + আ	বাঘা
	হাত + আ	হাতা
আদরার্থে	কানু + আই	কানাই
	নিম + আই	নিমাই
জাত অর্থে	ঢাকা + আই	ঢাকাই
	রেশম + ই	রেশমি
	পাবনা + আই	পাবনাই
ভাব অর্থে	ইতর + আমি	ইতরামি
	পাগল + আমি	পাগলামি
	চোর + আমি	চোরামি
	বাহাদুর + ই	বাহাদুরি
বৃত্তি (জীবিকা) অর্থে	ঠক + আমো	ঠকামো
	ঘর + আমি	ঘরামি
	ডাক্তার + ই	ডাক্তারি
নিন্দা জ্ঞাপন	জেঠা + আমি	জেঠামি
	ছেলে + আমি	ছেলেমি
উপজীবিকা অর্থে	জাল + ইয়া	জালিয়া >জেলে
উপকরণ বোঝাতে	পাথর + ইয়া	পাথরিয়া > পাথুরে
রোগগ্রস্ত অর্থে	জ্বর + উয়া	জ্বরুয়া >জ্বরো
	বাত + উয়া	বাতুয়া > বেতো
অর্থহীনভাবে	লেজ + উড়	লেজুর
সম্পর্কিত অর্থে	ঘর + ওয়া	ঘরোয়া
	জল + উয়া	জলুয়া > জলো

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

ফারসি প্রত্যয়

প্রত্যয়	যে অর্থে ব্যবহৃত	প্রত্যয়	যে অর্থে ব্যবহৃত
তর	তুল্য, সাদৃশ্য অর্থে	গিরি	বৃত্তি, ব্যবহার অর্থে
দার	অস্ত্যর্থে	বাজ/বাজি	দক্ষ
গর	নির্মাতা	সই/সহি	উপযুক্ত অর্থে
খোর	অভ্যস্তার্থে	নবিশ	অভিজ্ঞ
দান/দানি	পাত্র বা আধারার্থে	খানা	বাস বা কার্যস্থল অর্থে
মন্দ	সম্পন্ন	বন্দ/বন্দি	সংযুক্ত অর্থে

[৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বোর্ড বই]

হিন্দি প্রত্যয়

প্রত্যয়	যে অর্থে ব্যবহৃত	প্রত্যয়	যে অর্থে ব্যবহৃত
সা/সে	মতো অর্থে	আলা/ওয়ালা	অধিকার অর্থে
আন/ওয়ান	অস্ত্যর্থে	পনা	সাদৃশ্যসূচক অর্থে
আনা/আনি-	ভাব বা কাজ অর্থে		[৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বোর্ড বই]

সংস্কৃত-তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রকৃতি-প্রত্যয়	শব্দ	প্রকৃতি প্রত্যয়	শব্দ
গুরু + ষ্ণ	গৌরব	দ্বিবর্ষ + ষ্ণিক	দ্বিবার্ষিক
লঘু + ষ্ণ	লাঘব	বর্ষ + ষ্ণিক	বার্ষিক
শিশু + ষ্ণ	শৈশব	সম্ + য	সাম্য
মধু + ষ্ণ	মাধব	কবি + য	কাব্য
মনু + ষ্ণ	মানব	মধুর + য	মাধুর্য
পরলোক + ষ্ণিক	পারলৌকিক	প্রাচী + য	প্রাচ্য
সুভগ + ষ্ণ্য	সৌভাগ্য	সভা + য	সভ্য
পঞ্চভূত + ষ্ণিক	পঞ্চভৌতিক	কুসুম + ইত	কুসুমিত
সর্বভূমি + ষ্ণ	সার্বভৌম	নীল + ইমন	নীলিমা
মহৎ + ইমন	মহিমা	গুণ + বতুপ্	গুণবান
পঙ্ক + ইল্	পঙ্কিল	দয়া + বতুপ্	দয়াবান
গুরু + ইষ্ঠ	গরিষ্ঠ	শ্রী + মতুপ্	শ্রীমান
লঘু + ইষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	বুদ্ধি + মতুপ্	বুদ্ধিমান
গুণ + ইন্	গুণিন্	মেধা + বিন	মেধাবী
জ্ঞান + ইন্ (ঈ)	জ্ঞানী	তেজঃ + বিন	তেজস্বী
গুণ + ইন্ (ঈ)	গুণী	যশঃ + বিন্	যশস্বী

প্রকৃতি-প্রত্যয়	শব্দ	প্রকৃতি প্রত্যয়	শব্দ
জ্ঞান + ইনী	জ্ঞানিনী	মধু + র	মধুর
বন্ধু + তা	বন্ধুতা	শীত + ল	শীতল
শত্রু + তা	শত্রুতা	বৎস + ল	বৎসল
বন্ধু + ত্ব	বন্ধুত্ব	মনু + ষ্ণ	মানব
গুরু + ত্ব	গুরুত্ব	যদু + ষ্ণ	যাদব
মধুর + তর	মধুরতর	শিব + ষ্ণ	শৈব
সর্বজন + নীন	সর্বজনীন	জিন + ষ্ণ	জৈন
কুল + নীন	কুলীন	শিশু + ষ্ণ	শৈশব
নব + নীন	নবীন	গুরু + ষ্ণ	গৌরব
জল + নীয়	জলীয়	কিশোর + ষ্ণ	কৈশোর
বায়ু + নীয়	বায়বীয়	পৃথিবী + ষ্ণ	পার্থিব
বর্ষ + নীয়	বর্ষীয়	দেব + ষ্ণ	দৈব
সূর্য + ষ্ণ	সৌর	চিত্র + ষ্ণ	চৈত্র
মুনঃ + ষ্ণ্য	মনুষ্য	সুন্দর + ষ্ণ্য	সৌন্দর্য
জমদগ্নি + ষ্ণ্য	জামদগ্ন্য	শূর + ষ্ণ্য	শৌর্য
কুমার + ষ্ণ্য	কৌমার্য	ধীর + ষ্ণ্য	ধৈর্য
বেদ + ষ্ণ্য	বৈদ্য	পর্বত + ষ্ণ্য	পার্বত্য
রাবণ + ষ্ণি	রাবণি	সাহিত্য + ষ্ণিক	সাহিত্যিক
দশরথ + ষ্ণি	দাশরথি	বেদ + ষ্ণিক	বৈদিক
সমুদ্র + ষ্ণিক	সামুদ্রিক	বিজ্ঞান + ষ্ণিক	বৈজ্ঞানিক
ধর্ম + ষ্ণিক	ধার্মিক	নগর + ষ্ণিক	নাগরিক
হেমন + ষ্ণিক	হৈমন্তিক	সামাজ + ষ্ণিক	সামাজিক
ভগিনী + ষ্ণেয়	ভাগিনেয়	অকস্মাৎ + ষ্ণিক	আকস্মিক
বিমাতা + ষ্ণেয়	বৈমাত্রেয়	অগ্নি + ষ্ণেয়	আগ্নেয়
মাস + ষ্ণিক	মাসিক		

বিশেষ্য গঠনে প্রত্যয়

*** পদ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন- ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে	তা ও ত্ব প্রত্যয়- বিশেষ্য গঠনে
ই প্রত্যয়- বিশেষ্য গঠনে	র প্রত্যয়- বিশেষ্য গঠনে
আ- বিশেষ্য গঠনে	ল প্রত্যয়- বিশেষ্য গঠনে
আই- ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে	তি প্রত্যয়- বিশেষ্য গঠনে
উ প্রত্যয়- বিশেষ্য গঠনে	না প্রত্যয়- বিশেষ্য গঠনে
আও- ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে	আল > এল প্রত্যয়- বিশেষ্য গঠনে
আনি- বিশেষ্য গঠনে।	ইমন্ প্রত্যয়- বিশেষ্য গঠন

[৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বোর্ড বই]

বিশেষণ গঠনে প্রত্যয়

অন্ত প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	আটিয়া/টে প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে
আ প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	লা প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে
ইয়া/ইয়ে প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	ইত প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে
উ প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	ইল প্রত্যয়- উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে
তা প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	ইষ্ঠ প্রত্যয়- বিশেষণের অতিশায়নে
আই প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	ঈ প্রত্যয়- বিশেষণের গঠনে
ইয়া > এ প্রত্যয়- অব্যয়জাত বিশেষণ	তর ও তম প্রত্যয়- বিশেষণের অতিশায়নে
উয়া > ও প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	ঈন প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে
উক প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	ঈয় প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে
আরী প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	বী প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে
ইক প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	
এল প্রত্যয়- বিশেষণ গঠনে	য-ফলা- বিশেষণ গঠনে

[৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বোর্ড বই]

অনুশীলন পর্ব

'অ'	
অনুরাগী- অনু + √রাগ + ইন	অধিকারী- অধি +√কৃ + ইন
অন্তিম- অন্ত + ইম	অগ্র- √অগ্ + র
অরুন্তুদ- অরুস্ + √তুদ্ + অ	অনুরক্ত- অনু + √রনজ + ত
অর্চনা- √অর্চ্ + অন + আ	অজস্র- অ + √জস্ + র
অধ্যায়- অধি + √ই + অ	অলসতা- অলস + তা
অরবিন্দ- অর + √বিদ্ + অ	অধুনাতন- অধুনা + তন
'আ'	
আধলা- আধ + লা	আত্মীয়- আত্মন্ + ঈয়
আড়তদার- আড়ত + দার	আধুনিকতা- আধুনিক + তা
আগলিয়া- আগ + লিয়া	আধ্যাত্মিক- অধ্যাত্ম + ইক
আদল- আদ + ল	আলংকারিক- অলংকার + ইক
আফিমখোর- আফিম + খোর	আধুনিকতা- আধুনিক + তা
আলাপি- আলাপ + ই	অর্থনীতিক- অর্থনীতি + ইক
আনাচ- আন [অন্য] + আচ	আঁচন- √আঁচা + আন
'ই', 'ঈ'	
ইতরামো- ইতর + আমো	ঈপসু- √ঈপস্ + উ
ইতরামি- ইতর + আমি	ঈশ্বর- √ ঈশ্ + বর
ঈক্ষণ- √ঈক্ষ্ + অন	
'উ', 'ঊ'	
উদ্ভিদ- উৎ + √ভিদ্ + ০	উদ্বিগ্ন- উৎ + √বিজ্ + ত
উপনিষৎ- উপ +নি+ √এদ্ + ০	উড়ুয়া- √ উড় + উয়া
উৎসাহী- উৎ + √সাহ্ + ইন	উজাড়- উজ [ঋজু + আড়]
উদিত- উৎ + √ই + ত	উনিশে- উনিশ + ইয়া
উন্নত- উৎ + √নম্ + ত	
'ক'	
কৃপা- √কৃপ + অ + আ	কিঙ্কর- কিম্ + √কৃ + অ
ক্রয়- √ক্রী + অ	কামুক- √কম্ + উক
ক্রোধ- √ক্রুধ্ + অ	করণীয়- √কৃ + অনীয়
কুম্ভকার- কুম্ভ +√কৃ + অ	ক্রীত- √ক্রী + ত
কৃতঘ্ন- কৃত + √হন্ + অ	কর্তা- √কৃ + তৃ
'খ'	
খুড়তুত > খুড়তুতো- খুড়া + তুত	খুকি- খোকা + ই
খালাত > খালাতো- খালা + ত	খেলনা- √খেল + অনা
খুনিয়া- খুন + ইয়া	খ্যাত- √খ্যা + ত
খাজাঞ্চি- খাজনা + চি	খেচর- খে + √চর + অ
খাটুনি- খাট + উলি	
'গ', 'ঘ'	
গ্রন্থকার- গ্রন্থ + √ কৃ + অ	গিরিশ- গিরি + √শী + অ
গ্রহণ- √গ্রহ + অন	ঘাতক- √হন্ + অক
গায়ক- √গৈ + অক	গান- √গৈ + অন
গোবিন্দ- গো + √বিদ্ + অ	গমন- √গম্ + অন
ঘটনা- √ঘট্ + অন + আ	গণনা- √ গণ্ + অন + আ
'চ', 'ছ'	
চর্মকার- চর্ম + √কৃ + অ	চলৎ- √চল্ + অৎ
চিত্রকর- চিত্র + √কৃ + অ	চিকীর্ষু- √চিকীর্ষ + উ
চরিত্র- √চর্ + ইত্র	ছেদনীয়- √ছদ্ + অনীয়

'জ', 'ঝ'	
জমিদার– জমি + দার	জলসাৎ– জল + সাৎ
জবানবন্দি– জবান + বন্দি	জ্যান্ত– √জী + অন্ত
ঝগড়াটিয়া– ঝগড়া + টিয়া	জীর্ণ– √জৃ + ত
ঝড়ো– ঝড় + উয়া	ছিন্ন– √ছিদ্ + ত
'ত'	
তৃষা– √তৃষ্ + অ + আ	তুরঙ্গ– তুর + √গম্ + অ
ত্যাগ– √ত্যাজ্ + অ	তর্পণ– √তৃপ্ + অন
তুরগ– তুর + √গম্ + অ	তন্দ্রালু– √তন্দ্র + আলু
তন্ত্র– √তন + তু	তীর্থ– √তৃ + থ
'দ', 'ধ'	
দেশীয়– দেশ+ ঈয়	দ্বিধা– দ্বি + ধা
দাহ্য– √দহ্ + য	দর্শক– √দৃশ + অক
দ্রষ্টা– √দৃশ + তৃ	দাতব্য– √ দা + তব্য
দৃষ্টি– √দৃশ্ + তি	দ্রষ্টব্য– √দৃশ + তব্য
'প', 'ন'	
পীড়া– √পীড় + অ + আ	প্রিয়ংবদ– প্রিয়ম + √বদ্ + অ
প্রচ্ছদ– প্র + √ছদ্ + অ	পরিষৎ/পরিষদ– পরি + √সদ্ + ০
পূজা– √পূজ্ + অ + আ	প্রণয়– প্র + √নী + অ
পণ্ডিতম্মন্য– পণ্ডিত + √মন + অ	পরিচ্ছদ– পরি + √ছদ্ + অ
নেত্রী– √নী + তৃ + ঈ	নব্য– নব + য
নেত্র– √নী + ত্র	নক্ষত্র– √নক্ষ্ + ত্র
পিওল– পিও + ল	নৃত্য– √নৃত + য
নাব্য– নৌ + য	নম্র– √নম + র
'ফ', 'দ', 'ভ'	
ফাৎনা– ফাৎ + না	ফুফাত– ফুফা + ত
বোলতা– বোল + তা	ভাগ্যবন্ত– ভাগ্য + বন্ত
বোনাই– বোন + আই	বাঁকা– বাঁক + আ
বেয়াই– বেয়ান + আই	ভূয়ান– বহু + ঈয়স
বাহ্য– বহিস্ + য	বর্ষীয়ান– বৃদ্ধ + ঈয়স
বাল্য– বাল + য	বলিষ্ঠ– বলবৎ + ইষ্ঠ
বৈমাত্রেয়– বিমাতৃ + এয়	ভবদীয়– ভবৎ + ঈয়
বায়বীয়– বায়ু + ঈয়	বাগ্মিতা– বাগ্মী + তা
বালক– বাল + ক	ভাগিনেয়– ভগিনী + এয়
বিশ্বজনীন– বিশ্বজন + ঈন	ভদ্রতা– ভদ্র + তা
ভৌগোলিক– ভূগোল + ইক	বৈজ্ঞানিক– বিজ্ঞান + ইক
ব্রাহ্মণ– ব্রহ্মণ + অ	বার্ষিক– বর্ষ + ইক
'শ', 'স'	
শ্রদ্ধা– শ্রৎ + √ধা + অ + আ	সঞ্চয়– সম্ + √চি + অ
শাস্ত্রকার– শাস্ত্র + √কৃ + অ	শত্রুঘ্ন– শত্রু + √হন + অ
সুকর– সু + √কৃ + অ	স্মারক– √স্মৃ + অক
সভাসদ– সভা + √সদ্ + ০	স্থান– √স্থা + অন
সংবিৎ–সম্ + √বিদ্ + ০	সঙ্গ– √সনজ্ + অ
শিক্ষা– √শিক্ষ + অ + আ	শোক– √শুচ্ + অ

লগ্নক

শব্দ যখন বাক্যের মধ্যে থাকে, তখন তার নাম হয় পদ। পদে পরিণত হওয়ার সময়ে শব্দের সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়, এগুলোর নাম লগ্নক। লগ্নক চার ধরনের–

১. **বিভক্তি :** ক্রিয়ার কাল নির্দেশের জন্য এবং কারক বোঝাতে পদের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত থাকে, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দুই প্রকার : ক্রিয়া-বিভক্তি ও কারক-বিভক্তি। 'করলাম' ক্রিয়াপদের 'লাম' শব্দাংশ হলো ক্রিয়া-বিভক্তি এবং 'কৃষকের' পদের 'এর' শব্দাংশ কারক-বিভক্তির উদাহরণ।

২. **নির্দেশক :** যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদকে নির্দিষ্ট করে, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। 'লোকটি' বা 'ভালোটুকু' পদের 'টি' বা 'টুকু' হলো নির্দেশকের উদাহরণ।

৩. **বচন :** যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদের সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে বচন বলে। 'ছেলেরা' বা 'বইগুলো' পদের 'রা' বা 'গুলো' হলো বচনের উদাহরণ।

৪. **বলক :** যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, সেগুলোকে বলক বলে। 'তখনই' বা 'এখনও' পদের 'ই' বা 'ও' হলো বলকের উদাহরণ।

বাক্যের যেসব পদে লগ্নক থাকে, সেগুলোকে সলগ্নক পদ এবং যেসব পদে লগ্নক থাকে না, সেগুলোকে অলগ্নক পদ বলে। 'ছেলেরা ক্রিকেট খেলে'-এই বাক্যের 'ছেলেরা' ও 'খেলে' সলগ্নক পদ আর 'ক্রিকেট' অলগ্নক পদ।

শব্দ ও পদের মধ্যকার কয়েকটি পার্থক্য নিচে দেখানো হলো।

শব্দ	পদ
প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব শব্দভাণ্ডার থাকে। সাধারণত অভিধানে তা সংকলিত হয়।	শব্দ যখন বাক্যে স্থান পায়, তখন তার নাম হয় পদ।
অভিধানের শব্দগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন।	বাক্যের মধ্যে পদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
শব্দের অংশ উপসর্গ ও প্রত্যয়।	পদের অংশ বিভক্তি, নির্দেশক, বচন ও বলক।
গঠনগতভাবে শব্দ দুই শ্রেণির : মূল শব্দ ও সাধিত শব্দ।	গঠনগতভাবে পদ দুই রকমের : অলগ্নক পদ ও সলগ্নক পদ।
শুধু রূপতত্ত্বের আলোচ্য।	পদ একইসঙ্গে রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য।

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- **কোনটি প্রত্যয়-সাধিত শব্দ?** → ঐকিক [৪৬তম বিসিএস]
- কোনটি বাংলা 'ধাতু'র দৃষ্টান্ত? → কহ্ [৪৪তম বিসিএস]
- কোনটি নামধাতুর উদাহরণ? → বেতা [৪৩তম বিসিএস]
- 'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় → কৃষ্ + তি [৪২তম বিসিএস]
- প্রচুর + য = প্রাচুর্য; কোন প্রত্যয়? → তদ্ধিত প্রত্যয় [৪১তম বিসিএস]
- 'সর্বাঙ্গীণ' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় → সর্বাঙ্গ + ঈন [৪০তম বিসিএস]
- বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? → খেলনা [৪০তম বিসিএস]
- 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? → শ্রৎ + √ধা + অ + আ [৩৮তম বিসিএস]
- বাংলা কৃতপ্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? → মোড়ক [৩৮তম বিসিএস]
- কোন শব্দটি প্রত্যয়সাধিত? → খণ্ডিত [৩৫তম বিসিএস]
- মেছো' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কী? → মাছ + উয়া > ও [২৭তম বিসিএস]
- উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য → উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে [২৪তম বিসিএস]
- 'উৎকর্ষতা' কী কারণে অশুদ্ধ? → প্রত্যয়জনিত [২৪তম বিসিএস]
- বিভক্তিহীন নামশব্দকে কী বলে? → প্রাতিপদিক [১৮তম বিসিএস]
- 'দোলনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? → দুল + অনা [১৮তম বিসিএস]
- 'পাঠক' শব্দে ধাতুর সঙ্গে কী যুক্ত হয়েছে? → প্রত্যয় [১২তম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- 'সর্বাঙ্গীন' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় → সর্বাঙ্গ + ঈন
  [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০২০]
- 'দোলনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? → দুল + অনা
  [পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর ২০২০]
- 'বৃত্তি' অর্থে 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত কোন শব্দে? → পোদ্দারি
  [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০২০]
- 'শৈশব' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? → শিশু+ষ্ণ *[ডাক বিভাগ;২০১৯)]*
- বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? → চামার
  [ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৮]
- 'বক্তব্য' এর সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় → √বচ্ + তব্য
  [শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৭]
- 'সৃষ্টি' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় → সৃজ্ + তি [শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৭]
- 'নয়ন' শব্দটির সঠিক প্রত্যয় → নী + অনট [শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৬]
- পাঠক, শব্দের যথার্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? → √পঠ + অক
  [পিএসসি পরীক্ষা-১৫]
- শৈশব' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? → শিশু + ষ্ণ
  [পিএসসি পরীক্ষা- ১৫]
- কোন শব্দটিতে বিদেশি প্রত্যয়ের প্রয়োগ ঘটেছে? → চালবাজ
  [পিএসসি পরীক্ষা-১৪]
- তদ্ধিত প্রত্যয় কোন প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়? → নামপ্রকৃতি
  [পিএসসি পরীক্ষা-১১]
- 'মেধাবী' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় →মেধা + বিন্
  [পিএসসি পরীক্ষা-১১]

লেকচার-৭ : সেল্ফ টেস্ট

১. বৈশিষ্ট্য' শব্দটি গঠিত হয়েছে–
ক সন্ধিযোগে খ সমাসযোগে
গ প্রত্যয়যোগে ঘ উপসর্গযোগে

২. 'শ্রব্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করো–
ক √ শ্রু + ব খ √ শ্র + য
গ √ শ্রু + য ঘ √ শ্র + ব

৩. 'বাঙালি' শব্দটির শেষে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?
ক ই খ ঈ
গ অলি ঘ আলি

৪. 'মুক্তি' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ক √ মুহ্ + ক্তি খ √ মুচ্ + ক্তি
গ √ মুচ + তি ঘ মুচ্ + ক্তি

৫. নিচের কোনটি বাংলা কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ?
ক উড়ালি খ নেতা
গ মিশুক ঘ পাঠক

৬. নিচের কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ?
ক লিখিত খ পশ্চিম গ উড়ন্ত ঘ গমন

৭. 'পার্থিব' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ক পার্থি + ব খ পৃথি + ব
গ পৃথিবী + থ ঘ পৃথিবী + ষ্ণ

৮. প্রত্যয়ের কাজ কী?
ক বাক্যস্থিত শব্দে অন্বয় স্থাপন খ নতুন শব্দ গঠন
গ সমস্যমান পদ নির্ণয় ঘ উচ্চারণ শ্রুতিমধুর করা

৯. প্রাতিপদিকের যথার্থ প্রতিশব্দ নিচের কোনটি?
ক প্রকৃতি খ নাম শব্দ
গ নাম প্রকৃতি ঘ ক্রিয়া প্রকৃতি

১০. 'দৈত্য'-এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ক দৈ + ও খ দৈত + ত
গ দিতি + য ঘ দিতি + ত

১১. 'কাজটি ভাল দেখায় না' এই বাক্যের দেখায় ক্রিয়াটি কোন ধাতুর উদাহরণ?
ক মৌলিক ধাতুর খ কর্মবাচ্যের ধাতুর
গ নাম ধাতুর ঘ প্রযোজক ধাতুর

১২. 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
ক শ্রৎ + √ধা + অ + আ খ শ্রৎ + √ধা + আ
গ শ্র + √ধা + আ ঘ শ্রু + √ধা + আ

১৩. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কোনটি ঠিক?
ক উৎ + ভিদ্ + ক্বিপ্ খ উদ + ভিদ + ক্বিপ্
গ উদ্ + ভিদ ঘ উত + ভিদ

১৪. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য–
ক অব্যয় ও শব্দাংশ
খ নতুন শব্দ গঠন
গ ভিন্ন অর্থ প্রকাশে
ঘ উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পেছনে

১৫. 'সাহচর্য' শব্দের শুদ্ধ গঠন কোনটি?
ক সাহ + চার + র্য খ সাহ + চার + য
গ সহচর + য ঘ কোনোটিই নয়

১৬. 'ছাপাখানা' শব্দের 'খানা' কোন ধরনের প্রত্যয়?
ক বাংলা কৃৎ খ বাংলা তদ্ধিত
গ বিদেশি তদ্ধিত ঘ সংস্কৃত তদ্ধিত

১৭. মোট থেকে মুটে কী অর্থে প্রত্যয়?
ক জীবিকা খ উপজীবিকা
গ বৃত্তি ঘ ব্যবসা

১৮. 'জাগরিত' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ক √জাগ্ + ত খ √জাগ + রিত
গ √জাগৃ + ইত ঘ কোনোটিই নয়

১৯. 'জেলে' এর সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কী?
ক জেল + এ খ জাল + ইয়া
গ জাল + আ ঘ জালা + এ

২০. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কী?
ক বাক্যে অলংকার খ শব্দের মিলন
গ ভাষা সংশোধন ঘ নতুন শব্দ গঠন

লেকচার-৮ : পদ প্রকরণ, বাক্য ও বাগধারা

পদ প্রকরণ

অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে 'শব্দ' বলে। আর এই শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে পদ বলে। যেমন- 'মিজান প্রতিদিন বাসে চড়ে কলেজে যায়'- এটি একটি বাক্য। এ বাক্যে মোট ছয়টি শব্দ আছে। এই ছয়টি শব্দই এক একটি পদ। সুতরাং, বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ।

- **পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার :** সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।
- **সব্যয় পদ চার প্রকার :** বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া।
- **সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার :** ১. বিশেষ্য, ২. বিশেষণ, ৩. সর্বনাম, ৪. ক্রিয়া এবং ৫. অব্যয়।

বিশেষ্য পদ :

- কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।
- বাক্যস্থিত ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার–

১. সংজ্ঞা বা নাম বিশেষ্য (Proper Noun)
২. জাতি বিশেষ্য (Common Noun)
৩. বস্তু বা দ্রব্য বিশেষ্য (Material Noun)
৩. সমষ্টি বিশেষ্য (Collective Noun)
৪. ভাব/ক্রিয়া বিশেষ্য (Verbal Noun)
৫. গুণ বিশেষ্য (Abstract Noun)

১. **সংজ্ঞা বা নাম বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি স্থান, নদী, সাগর, পর্বত, গ্রন্থ ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে নামবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যেমন-
- ব্যক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল।
- স্থান : ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা।
- সাগর : আরব সাগর, ভূমধ্যসাগর।
- নদী : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।
- পর্বত : হিমালয়
- গ্রন্থ : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীনা, বিশ্বনবী, সঞ্চিতা।

২. **জাতি বিশেষ্য :** যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ, সাগর, ইত্যাদি।

৩. **বস্তু বা দ্রব্য বিশেষ্য :** যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থ বা বস্তুর নাম বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এ জাতীয় বস্তু গণনা করা যায় না, শুধু পরিমাণ নির্দেশ করা যায়। উদাহরণ- চাল, চিনি, লবণ, ডাল, দুধ, পানি, সোনা, রুপা ইত্যাদি।

৪. **সমষ্টি বিশেষ্য :** যে পদে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তাই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। উদাহরণ- সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল।

৫. **ভাব/ক্রিয়া বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা-
- গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ)
- দর্শন (দেখার কাজ)
- ভোজন (খাওয়ার কাজ)
- শয়ন (শোয়ার কাজ)

এরূপ : লেখা, পড়া, ওঠা, বসা, দেখা, শোনা ইত্যাদি।

৬. **গুণ বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যথা-
- মধুর মিষ্টত্বের গুণ = মধুরতা
- তরল দ্রব্যের গুণ = তারল্য
- তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ = তিক্ততা
- তরুণের গুণ = তারুণ্য।

এরূপ : সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ, দয়া, মায়া, সততা ইত্যাদি।

বিশেষণ পদ :

যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।
- চলন্ত গাড়ি : বিশেষ্যের বিশেষণ।
- করুণাময় তুমি : সর্বনামের বিশেষণ।
- দ্রুত চল : ক্রিয়া বিশেষণ।

বিশেষণ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. নাম বিশেষণ
২. ভাব বিশেষণ

বিশেষণ পদ
নাম বিশেষণ — ভাব বিশেষণ

১. **নাম বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা-
- **বিশেষ্যের বিশেষণ :** সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালোবাসে? খারাপ মানুষকে সবাই ঘৃণা করে।
- **সর্বনামের বিশেষণ :** সে রূপবান ও গুণবান। তিনি বিনয়ী।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ :
- **রূপবাচক :** নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ।
- **গুণবাচক :** চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠান্ডা হাওয়া, সাহসী জনতা।
- **অবস্থাবাচক :** তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা, মরা গরু।
- **সংখ্যাবাচক :** হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা, কোটি টাকা।
- **ক্রমবাচক :** দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা, বিশ পৃষ্ঠা।
- **পরিমাণবাচক :** বিঘাটেক জমি পাঁচ শতাংশ ভূমি, দুই কিলোমিটার রাস্তা।
- **অংশবাচক :** অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল সিকি পথ।
- **উপাদানবাচক :** বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি, সোনার হার।
- **প্রশ্নবাচক :** কতদূর পথ? কেমন অবস্থা?
- **নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক :** এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলই ডিসেম্বর।
- **দোষবাচক :** দুষ্ট ছেলে, বাজে কথা, অসভ্য লোক।

বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি :
- **ক্রিয়াজাত :** হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।
- **অব্যয়জাত :** আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাৎ বড়লোক।
- **সর্বনামজাত :** কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।
- **সমাসসিদ্ধ :** বেকার, নিয়ম- বিরুদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।
- **বীপ্সামূলক :** হাসিহাসি মুখ, কাঁদকাঁদ চেহারা, ডুবুডুবু নৌকা।
- **অনুকার অব্যয়জাত :** কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ঝিকিমিকি আগুন, টসটসে ফল, তকতকে মেঝে।
- **কৃদন্ত :** কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে চলা পথ, হৃত সম্পদ, অতীত কাল।
- **তদ্ধিতান্ত :** জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।
- **উপসর্গযুক্ত :** নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।
- **বিদেশি :** নাস্তানাবুদ অবস্থা, বেওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপত্তনি তালুক।

২. **ভাব বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ ছাড়া অন্য পদকে বিশেষিত করে তাকে ভাব বিশেষণ বলে।

ক. **বিশেষণের বিশেষণ :** যে পদ নাম বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে। যথা-
- **নাম বিশেষণের বিশেষণ :** সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।
- **ক্রিয়া- বিশেষণের বিশেষণ :** রকেট অতি দ্রুত চলে।

খ. **অব্যয়ের বিশেষণ :** যে ভাব- বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে।
যেমন- ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।
ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা।

গ. **বাক্যের বিশেষণ :** কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়। যেমন-
দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন-
- যমুনা দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।
- সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য বৃহত্তম, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে বৃহত্তর এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

বিশেষণের অতিশায়ন দু'ভাবে হয়। যথা-

ক. খাঁটি বাংলা শব্দ বা দেশি শব্দের অতিশায়ন।
খ. তৎসম শব্দের অতিশায়ন।

ক. **খাঁটি বাংলা শব্দ বা দেশি শব্দের অতিশায়ন :**
- বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়।
- এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে প্রথম বিশেষ্যটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে।
- মূল বিশেষণের পর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না।

উদাহরণ : গোরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।
বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

বহুর মধ্যে অতিশায়ন :
- অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না।
- মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ :
- নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান।
- ভাইদের মধ্যে বিমলই সবচাইতে বিচক্ষণ।
- পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।
- খেলার মধ্যে ফুটবল সবচেয়ে জনপ্রিয়।

দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়।

উদাহরণ :
- পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর।
- ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী।
- কমলার চাইতে পাতিলেবু অল্প ছোট।

কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্য সাধন করে।

উদাহরণ : এ মাটি সোনার বাড়া।

খ. **তৎসম শব্দের অতিশায়ন :**
তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে 'তর' এবং বহুর মধ্যে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন-
- গুরু -- গুরুতর -- গুরুতম
- দীর্ঘ -- দীর্ঘতর -- দীর্ঘতম

কিন্তু 'তর' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শ্রুতিকটু হলে 'তর' প্রত্যয় যোগ না করে বিশেষণের পূর্বে 'অধিকতর' শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন-
- অশ্ব হস্তী অপেক্ষা অধিকতর সুশ্রী।

বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন-
- মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।
- দেশ সেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন-

ভালো :	বিশেষণ রূপে- ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
	বিশেষ্য রূপে- আপন ভালো সবাই চায়।
মন্দ :	বিশেষণ রূপে- মন্দ কথা বলতে নেই।
	বিশেষ্য রূপে- এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?
পুণ্য :	বিশেষণ রূপে- তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
	বিশেষ্য রূপে- পুণ্যে মতি হোক।
নিশী :	বিশেষণ রূপে- নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি।
	বিশেষ্য রূপে- গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত।
সত্য :	বিশেষণ রূপে- সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
	বিশেষ্য রূপে- এ এক বিরাট সত্য।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন- আমি, তুমি, সে, তিনি ইত্যাদি।

সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ : সর্বনামকে নয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. **ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম :** আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।
২. **আত্মবাচক সর্বনাম :** স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
৩. **নির্দেশক সর্বনাম :** ঐ, ঐসব. এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
৪. **সকলবাচক সর্বনাম :** সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
৫. **প্রশ্নবাচক সর্বনাম :** কে, কী, কেন, কাহার, কার, কীসে?
৬. **অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনাম :** কেহ, কোন, কিছু, কেউ।
৭. **পারস্পরিক সর্বনাম :** আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
৮. **সাপেক্ষ সর্বনাম :** যিনি-তিনি, যাঁরা-তাঁরা, যে-সে ইত্যাদি।
৯. **অন্যাদিবাচক সর্বনাম :** অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনামের পুরুষ : পুরুষ তিন প্রকার-

ক. উত্তম পুরুষ
খ. মধ্যম পুরুষ ও
গ. নাম পুরুষ

ক. **উত্তম পুরুষ :** স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ। যেমন- আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।

খ. **মধ্যম পুরুষ :** প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। যেমন- তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনারা, আপনাদের, তোর, তোদের ইত্যাদি।

গ. **নাম পুরুষ :** অনুপস্থিত অথবা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। যেমন- সে, তাহারা (তারা), তাহাদের (তাদের), তাহাকে (তাকে), তিনি ইত্যাদি।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. বিনয় প্রকাশে উত্তম পুরুষের এক বচনে দীন, অধম, বান্দা, সেবক, দাস, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা-
- আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
- দীনের আরজ মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

২. উপাস্যের প্রতি সাধারণত 'আপনি' স্থানে 'তুমি' প্রযুক্ত হয়। যেমন- প্রভু, তুমি রক্ষা কর এ দীন সেবকে।

৩. ছন্দবদ্ধ কবিতায় সাধারণত আমার স্থানে 'মম', 'আমাদের' স্থানে 'মোদের' এবং 'আমরা' স্থানে 'মোরা' ব্যবহৃত হয়। যেমন– কে বুঝিবে ব্যথা মম।
- মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা।
- ক্ষুদ্র শিশু মোরা, করি তোমারি বন্দনা।

৪. অভিনন্দনপত্র রচনায় ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে 'তুমি' সম্বোধন করা হয়। যেমন–
- হে বরেণ্য, তুমি এসেছ তাই আমরা আনন্দে আত্মহারা।

৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন *বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।*
তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তুই ব্যবহার করি।

ক্রিয়াপদ

যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ক্রিয়াপদ দ্বারা হওয়া, যাওয়া, করা, খাওয়া ইত্যাদি বোঝায়। যেমন– রিনা চিঠি লিখে।

অনুক্ত ক্রিয়াপদ :
- ক্রিয়াপদ বাক্যগঠনের অপরিহার্য অঙ্গ।
- ক্রিয়াপদ ভিন্ন কোনো মনোভাবই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না।
- কখনো কখনো বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য বা অনুক্ত থাকতে পারে।

উদাহরণ–
- ইনি আমার ভাই = ইনি আমার ভাই (হন)।
- আজ প্রচণ্ড গরম = আজ প্রচণ্ড গরম (অনুভূত হচ্ছে)।
- তোমার মা কেমন? = তোমার মা কেমন (আছেন)?

ক্রিয়ার প্রকারভেদ :

১. ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়–
  ক. সমাপিকা ক্রিয়া
  খ. অসমাপিকা ক্রিয়া

ক. **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাবের) পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন–
- ছেলেরা খেলা করছে।
- এ বছর বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

খ. **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন–
- প্রভাতে সূর্য উঠলে--------- (অন্ধকার দূর হয়)
- আমরা হাত মুখ ধুয়ে------- (পড়তে বসলাম)
- আমরা বিকেলে খেলতে--------- (যাই)

এখানে 'উঠলে' 'ধুয়ে' এবং 'খেলতে' ক্রিয়াপদগুলোর দ্বারা কথা শেষ হয়নি, কথা সম্পূর্ণ হতে আরো শব্দের প্রয়োজন। তাই এ শব্দগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া।

২ কর্ম অনুসারে ক্রিয়াপদ তিন প্রকার–
  ক. সকর্মক ক্রিয়া
  খ. অকর্মক ক্রিয়া
  গ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া

ক. **সকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তাই সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন– বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কী দিয়েছেন?
উত্তর : কলম (কর্মপদ)।
প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন?
উত্তর : আমাকে (কর্মপদ)।
'দিয়েছেন' ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

খ. **অকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন– মেয়েটি হাসে।
'কী হাসে' বা 'কাকে হাসে' প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর হয় না। কাজেই 'হাসে' ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

গ. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।
- দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্ম পদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম।
- ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণ কর্ম বলে।

যেমন– বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন বাক্যে 'কলম' (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং 'আমাকে' (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন–
- আর কত খেলা খেলবে।
- এমন মুখের মরণ কে মরতে পারে?
- বেশ এ ঘুম ঘুমিয়েছি।
- আর মায়াকান্না কেঁদো না গো বাপু।

৩. **গঠনগতভাবে ক্রিয়া পাঁচ প্রকার–**
  ক. সরল ক্রিয়া
  খ. প্রযোজক ক্রিয়া
  গ. নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া
  ঘ. যৌগিক ক্রিয়া
  ঙ. মিশ্র ক্রিয়া

ক. **সরল ক্রিয়া :** একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন– সে লিখছে। ছেলেরা মাঠে খেলছে। এখানে লিখছে ও খেলছে– এগুলো সরল ক্রিয়া।

খ. **প্রযোজক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।
- সংস্কৃত ব্যাকরণে একে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়।
- যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।
- যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন-

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন।
(তুমি)	খোকাকে	কাঁদিও না।
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়।

গ. **নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন–
  ক. বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা (নামধাতু)
  যথা– শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।
  খ. বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু)
  যথা– কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

ঘ. **যৌগিক ক্রিয়া :** একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন–
  ক. তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা শুনে রাখ।
  খ. নিরন্তরতা অর্থে : তিনি বলতে লাগলেন।
  গ. কার্য সমাপ্তি অর্থে : ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।
  ঘ. আকস্মিকতা অর্থে : সাইরন বেজে উঠল।
  ঙ. অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।
  চ. অনুমোদন অর্থে : এখন যেতে পার।

ঙ. **মিশ্র ক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়্, ধর্, মার্, প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

ক. বিশেষ্যের উত্তর (পরে)	আমরা তাজমহল দর্শন করলাম।
খ. বিশেষণের উত্তর (পরে)	তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।
গ. ধ্বনাত্মক অব্যয়ের উত্তর (পরে)	মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে।
	ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ক্রিয়াবিশেষণ

যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। নিচের বাক্য তিনটির নিম্নরেখ শব্দগুলো ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ–
- ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়।
- লোকটি ধীরে হাঁটে।
- মেয়েটি গুনগুনিয়ে গান করছে।

অনেক সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে '-এ', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি এবং '-ভাবে', '-বশত', '-মতো' ইত্যাদি শব্দাংশ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবিশেষণ তৈরি হয়। যেমন– ততক্ষণে, দ্রুতগতিতে, শান্তভাবে, ভ্রান্তিবশত, আচ্ছামতো ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ :** কোনো ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়, ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ তা নির্দেশ করে। যেমন–
- টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।
- ঠিকভাবে চললে কেউ কিছু বলবে না।

২. **কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ :** এই ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল নির্দেশ করে। যেমন–
- আজকাল ফলের চেয়ে ফুলের দাম বেশি।
- যথাসময়ে সে হাজির হয়।

৩. **স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ :** ক্রিয়ার স্থান নির্দেশ করে স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ। যেমন–
- মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়
- তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

৪. **নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ :** না, ইত্যাদি দিয়ে ক্রিয়ার নেতিবাচক বোঝায়। এগুলো সাধারণত ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন–
- সে এখন যাবে না।
- তিনি বেড়াতে যাননি।
- এমন কথা আমার জানা নেই।

৫. **পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ :** বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন না করলেও 'কি', 'যে', 'বা', 'না', 'তো' প্রভৃতি পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে। যেমন–
- কি : আমি কি যাব?
- যে : খুব যে বলেছিলেন আসবেন!
- বা : কখনো বা দেখা হবে।
- না : একটু ঘুরে আসুন না, ভালো লাগবে।
- তো : মরি তো মরব।

গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াবিশেষণকে একপদী ও বহুপদী- এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়–

১. **একপদী ক্রিয়াবিশেষণ :** আস্তে, জোরে, চেঁচিয়ে, সহজে, ভালোভাবে ইত্যাদি।
২. **বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণ :** ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি ইত্যাদি।

অব্যয় পদ

ন + ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় শব্দের সাথে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয় না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভাবর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

অব্যয়ের প্রকারভেদ : অব্যয় প্রধানত চার প্রকার–
১. সমুচ্চয়ী,
২. অনন্বয়ী,
৩. অনুসর্গ,
৪. অনুকার বা ধনাত্মক অব্যয়।

১. **সমুচ্চয়ী অব্যয় :** যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ক. **সংযোজক অব্যয় :**
  ১. উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে 'ও' সংযোজক অব্যয়।
  ২. তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখানে 'তাই' অব্যয়টি দুটি বাক্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে। আর, অধিকন্তু, সুতরাং শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. **বিয়োজক অব্যয় :**
  ১. হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী।
  এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি পদের (হাসেম এবং কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে।
  ২. 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশের বিয়োজক। বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. **সংকোচক অব্যয় :** তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে 'অথচ' অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

ঘ. **অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় :** যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে। তাই তাদের অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন–
  ১. তিনি এত পরিশ্রম করেন যে, তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।
  ২. এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার।

২. **অনন্বয়ী অব্যয় :** যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন–
  ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে : **মরি মরি!** কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!
  খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : **হ্যাঁ,** আমি যাব। না, আমি যাব না।
  গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব। **নিশ্চয়ই** পারব।
  ঘ. অনুমোদনবাচকতায় : আপনি যখন বলছেন, **বেশ তো** আমি যাব।
  ঙ. সমর্থনসূচক জবাবে : আপনি যা জানেন তা তো **ঠিকই** বটে।
  চ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে : **ছি ছি,** তুমি এত নীচ!

৩. **অনুসর্গ অব্যয় :** যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা– ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)। অনুসর্গ অব্যয় 'পদান্বয়ী অব্যয়' নামেও পরিচিত।

অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার :
  ১. বিভক্তিসূচক অব্যয় এবং
  ২. বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪. **অনুকার অব্যয় :** যে সকল অব্যয় অব্যক্ত শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথা–
- বজ্র ধ্বনি → কড় কড়
- মেঘের গর্জন → গুড় গুড়
- বৃষ্টির তুমুল শব্দ → ঝম ঝম
- সিংহের গর্জন → গর গর
- স্রোতের ধ্বনি → কল কল
- ঘোড়ার ডাক → চিঁহি চিঁহি
- বাতাসের গতি → শন শন
- কাকের ডাক → কা কা
- শুষ্ক পাতার শব্দ → মড় মড়
- কোকিলের রব → কুহু কুহু
- চুড়ির শব্দ → টুং টাং

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যথা- ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টন টন, খট খট ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

ক. অব্যয় বিশেষণ : কতগুলো অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হলে নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যথা-

১. নাম-বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
২. ভাব-বিশেষণ : আবার যেতে হবে।
৩. কিয়া-বিশেষণ : অন্যত্র চলে যায়।

খ. নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় : কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন- যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যেরূপ-সেরূপ ইত্যাদি। উদাহরণ- যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।

পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য থেকে বিশেষণ : পদ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ্য থেকে বিশেষণের রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। আমরা প্রত্যয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ্য থেকে বিশেষণে রূপান্তরিত করতে পারি।

প্রত্যয়যোগে বিশেষণ : যেসব প্রত্যয়যোগে বিশেষণ তৈরি হয়।

ইক প্রত্যয়	য-ফলা প্রত্যয়	আলি প্রত্যয়
এয় প্রত্যয়	ইন প্রত্যয়	ইষ্ঠ প্রত্যয়
ক্ত প্রত্যয়	ইম প্রত্যয়	টে প্রত্যয়
ইত প্রত্যয়	আ প্রত্যয়	ঈ প্রত্যয়
ই প্রত্যয়	আন প্রত্যয়	আল প্রত্যয়
অল প্রত্যয়	ইল প্রত্যয়	র প্রত্যয়

'ইক' প্রত্যয়যোগে

অণু- আণবিক	দেহ- দৈহিক	চরিত্র- চারিত্রিক
অর্থ- আর্থিক	প্রেম- প্রেমিক	দিন- দৈনিক
অঙ্গ- আঙ্গিক	পরলোক- পারলৌকিক	তর্ক- তার্কিক
অংশ- আংশিক	ইচ্ছা- ঐচ্ছিক	নগর- নাগরিক
অভিধান- আভিধানিক	ইতিহাস- ঐতিহাসিক	অধুনা- আধুনিক
পরিবার- পারিবারিক	ইন্দ্রজাল- ঐন্দ্রজালিক	কায়- কায়িক
ধর্ম- ধার্মিক	ব্যবহার- ব্যবহারিক	বিষয়- বৈষয়িক
মুখ- মৌখিক	মঙ্গল- মাঙ্গলিক	মাস- মাসিক
সমর- সামরিক	সমুদ্র- সামুদ্রিক	সপ্তাহ- সাপ্তাহিক
সংসার- সাংসারিক	সাহিত্য- সাহিত্যিক	লোক- লৌকিক
শরীর- শারীরিক	মূল- মৌলিক	বিবাহ- বৈবাহিক
বর্ষ- বার্ষিক	স্নায়ু- স্নায়ুবিক	ভূত- ভৌতিক
ভূগোল- ভৌগোলিক		

'ইত' প্রত্যয়যোগে

অবর্ধান- অবহিত	দোষ- দূষিত	প্রতিষ্ঠা- প্রতিষ্ঠিত
অবসান- অবসিত	পতন- পতিত	পুষ্প- পুষ্পিত
উচ্চারণ- উচ্চারিত	আনন্দ- আনন্দিত	ঔচিত্য- উচিত
ঘৃণা- ঘৃণিত	লালিত্য- ললিত	তরঙ্গ- তরঙ্গিত
চিন্তা- চিন্তিত		

এয়, ক্ত, য-ফলা, এ, আলি প্রত্যয়যোগে

অগ্নি- আগ্নেয় [এয়]	তালু- তালব্য [য-ফলা]
অনুরাগ- অনুরক্ত [ক্ত]	প্রমাণ- প্রামাণ্য [য-ফলা]
অরণ্য- আরণ্য [য-ফলা]	কণ্ঠ- কণ্ঠ্য [য-ফলা]
আদর- আদুরে [এ]	গো- গাব্য [য-ফলা]
খেয়াল- খেয়ালি [আলি]	গ্রাম- গ্রাম্য [য-ফলা]
গঙ্গা- গাঙ্গেয় [এয়]	প্রাচী- প্রাচ্য [য-ফলা]
নৌ- নাব্য [য-ফলা]	ন্যায়- ন্যায্য [য-ফলা]
পর্বত- পার্বত্য [য-ফলা]	পশ্চাৎ- পাশ্চাত্য [য-ফলা]
রুপা- রুপালি [আলি]	ভোজন- ভুক্ত
শক্তি- শক্ত [ক্ত]	শ্রদ্ধা- শ্রদ্ধেয় [এয়]
পাথর- পাথুরে [এ]	সোনা- সোনালি [আলি]

অন্যরকম

ব্যতিক্রমী কতকগুলো বিশেষ্য থেকে বিশেষণ

আকর্ষণ- আকৃষ্ট	উদ্যম- উদ্যত	সূর্য- সৌর
ক্রোধ- ক্রুদ্ধ	ঐক্য- এক	ভোজন- ভুক্ত
দহন- দগ্ধ	কণ্ঠ- কণ্ঠ্য	মদ- মত্ত
প্রজ্ঞা- প্রাজ্ঞ	ছেদন- ছিন্ন	লয়- লীন
পর- পৌর	জন্ম- জাত	শক্তি- শাক্ত
জন্তু- জান্তব	নৌ- নাব্য	ধাতু- ধাতব
প্রসাদ- প্রসন্ন	স্ত্রী- স্ত্রৈণ	বপন- উপ্ত
শৌর্য- শূর	বিপদ- বিপন্ন	ফেন- ফেনিল
নুন- নোনতা	ফুল- ফুলেল	শ্রম- শ্রান্ত

অনুশীলন পর্ব

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অণু	আণবিক	অধুনা	আধুনিক
অর্থ	আর্থিক	অনুরাগ	অনুরক্ত
অঙ্গ	আঙ্গিক	অভ্যাস	অভ্যস্ত
অংশ	আংশিক	অভিধান	আভিধানিক
অগ্নি	আগ্নেয়	অধ্যয়ন	অধীত
অরণ্য	আরণ্য	উদ্যম	উদ্যত
আকাশ	আকাশি	উপকার	উপকৃত
আনন্দ	আনন্দিত	উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক	আদি	আদ্য/আমিদ
ইতিহাস	ঐতিহাসিক	আহ্বান	আহূত
ঈশ্বর	ঐশ্বরিক	কর্ম	কর্মঠ
আকর্ষণ	আকৃষ্ট	গা	গোয়ো
ক্রোধ	ক্রুদ্ধ	গুরু	গরিষ্ঠ
গাছ	গেছো	ঘৃণা	ঘৃণ্য, ঘৃণিত
গ্রাম	গ্রাম্য	তালু	তালব্য
গোলাপ	গোলাপি	দহন	দগ্ধ
চক্ষু	চাক্ষুষ	দেশ	দেশীয়/দেশি
দেহ	দৈহিক	দুঃখ	দুঃখী
দর্শন	দৃষ্ট	দয়া	দয়াল
দৈন্য	দীন	দোষ	দূষিত
দেব	দৈব	প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠিত
দিন	দৈনিক	উপনিবেশ	ঔপনিবেশিক
ধর্ম	ধার্মিক	চালাক	চালাকি
উদ্দেশ্য	উদ্দিষ্ট	চরিত্র	চারিত্রিক
কাজ	কেজো	জাতি	জাতীয়
চীন	চৈনিক	ঢাকা	ঢাকাই
জল	জলীয়	ত্যাগ	ত্যাজ্য
তর্ক	তার্কিক	নগর	নাগরিক
তেজ	তেজী	নুন	নোনতা
ন্যায়	ন্যায্য	পর্বত	পার্বত্য

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
নীতি	নৈতিক	পরিবার	পারিবারিক
পাথর	পাথুরে	পশ্চাৎ	পাশ্চাত্য
পৃথিবী	পার্থিব	বিবাহ	বৈবাহিক
বপন	উপ্ত	প্রমাণ	প্রামাণ্য
পঙ্ক	পঙ্কিল	পাহাড়	পাহাড়ি
পিতা	পৈতৃক	ফুল	ফুলেল
বধ	বধ্য/হত	বন	বন্য/বুনো
বস্তু	বাস্তব	বিষয়	বৈষয়িক
মন	মানসিক	মুখ	মৌখিক
মাছ	মেছো	মাটি	মেটে
মূল	মৌলিক	শহর	শহুরে
রুপা	রুপালি	শরীর	শারীরিক
রক্ত	রক্তিম	শিশু	শৈশব
সোনা	সোনালী/সোনালি	শীত	শীতল
সৌন্দর্য	সুন্দর	হর্ষ	হৃষ্ট
সূর্য	সৌর	স্ত্রী	স্ত্রৈণ
সমুদ্র	সামুদ্রিক	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
সাহিত্য	সাহিত্যিক	সামর্থ্য	সমর্থ
স্বর্গ	স্বর্গীয়	হেমন্ত	হৈমন্তিক
বিধি	বৈধ	আধিক্য	অধিক
ব্যাকরণ	বৈয়াকরণ	অলসতা	অলস
বর্ষ	বার্ষিক	আনুগত্য	অনুগত
বিদ্যা	বিদ্বান	অভিজাত্য	আভিজাত
বিষাদ	বিষণ্ন	আতিশয্য	অতিশয়
ভয়	ভীত	ঔজ্জ্বল্য	উজ্জ্বল
ভূগোল	ভৌগোলিক	উন্নতি	উন্নত
লাজ	লাজুক	ঔদার্য	উদার
লোক	লৌকিক	ঔচিত্য	উচিত
ঔদ্ধত্য	উদ্ধত	বন	বুনো
ঐক্য, একতা	এক	মাধুরী/মাধুর্য	মধুর
ঋজুতা	ঋজু	মালিন্য, মলিনতা	মলিন
কার্পণ্য	কৃপণ	চৌর্য	চোর
কপটতা	কপট	চাঞ্চল্য	চঞ্চল
গৌরব	গুরু	তারল্য	তরল
গাম্ভীর্য	গম্ভীর	তারুণ্য	তরুণ
গভীরতা	গভীর	দৈন্য	দীন
ঘর	ঘরোয়া	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা	দরিদ্র
প্রাবল্য	প্রবল	দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ
প্রাচী	প্রাচ্য	ধৈর্য	ধীর
প্রহার	প্রহৃত	শ্রান্তি	শান্ত
প্রীতি	প্রীত	শৈত্য	শীত
বার্ধক্য	বৃদ্ধ	সৌজন্য	সুজন
বৈচিত্র্য	বিচিত্র	স্বাস্থ্য	সুস্থ
সম	সাম্য		

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্নাবলি

- 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক!'- বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে? → অনন্বয়ী অব্যয় [৪৫তম বিসিএস]
- 'তোমার নাম কী?'- এখানে 'কী' কোন প্রকারের পদ? → সর্বনাম [৪৫তম বিসিএস]

প্রশ্ন : নিচের বিশেষ্য পদগুলোকে বিশেষণ পদে এবং বিশেষণ পদগুলোকে বিশেষ্য পদে রূপান্তর করুন :

অবগতি, সার্বভৌম, গিরি, শিক্ষক, সমাদর, ভয়ংকর।

৩৫তম বিসিএস; শুধু কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের জন্য (লিখিত)

উত্তর :

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অবগতি	অবগত	ভয়	ভয়ংকর
সার্বভৌমত্ব	সার্বভৌম	শিক্ষক	শিক্ষিত
গিরি	গৈরিক	সমাদর	সমাদৃত

- **বিভক্তিযুক্ত শব্দ কোনটি?** → সরোবরে [৪৬তম বিসিএস]
- 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক।'- বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে? → আবেগ *[৩৯তম বিসিএস]*
- কোনটি বিশেষ্য পদ? → গাম্ভীর্য [৩৬তম বিসিএস]
- 'এ যে আমাদের চেনা লোক' বাক্যে 'চেনা' কোন পদ? → বিশেষণ [৩৬তম বিসিএস]
- 'লবণাক্ত' শব্দের বিশেষ্য কোনটি? → লবণ [৩৫তম বিসিএস]
- 'এ মাটি সোনার বাড়া'-এ উদ্ধৃতিতে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? → বিশেষ্য অতিশায়ন/উপাদান বাচক বিশেষ্য [২৭তম বিসিএস]
- 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ?'-এই বাক্যে 'কী' কোন পদ? → সর্বনাম [২৪তম বিসিএস]
- 'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।' এই বাক্যে সুন্দর শব্দটি কোন পদ? → বিশেষ্য [২৪তম বিসিএস]
- যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা, ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায়, তাকে বলা হয় → ক্রিয়া বিশেষণ [২৩তম বিসিএস]
- ক্রিয়াপদ → কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে [২১তম বিসিএস]
- কোনটি অনুজ্ঞা → তুমি যাও [২১তম বিসিএস]
- ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বোঝায়? → আই, আও [১৮তম বিসিএস]
- 'মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ'-বাক্যে 'মরি মরি' কোন শ্রেণির অব্যয়? → আবেগ [১৮তম বিসিএস]
- 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ নির্দেশ করুন → ঐচ্ছিক [১৫তম বিসিএস]
- জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত → নদী [১৪তম বিসিএস]
- কোন বাক্যে 'সমুচ্চায়ী অব্যয়' ব্যবহৃত হয়েছে? → লেখাপড় কর, নতুবা ফেল করবে। [১৩তম বিসিএস]
- কোন বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? → আমি দুপুরে ভাই খাই [১৩তম বিসিএস]
- কোন বাক্যে নাম পুরুষের ব্যবহার করা হয়েছে? → ওরা কী করে? [১৩তম বিসিএস]
- ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় → ধাতু [১২তম বিসিএস]
- বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে → পদ [১১তম বিসিএস]
- ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় → ধাতু [১০ম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- বিশেষ্য পদ নয় কোনটি? → স্বয়ং *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]*
- বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে কী বলে? → পদ *[প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের ভিএফ/এফএ/ কম্পাউন্ডার, ২০২০]*
- 'না' কোন জাতীয় শব্দ? → আবেগ *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পরীক্ষা গ্রহণকারী - পিএসসি)-২০১৯]*
- 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'- এখানে 'কিংবা' কোন অব্যয়? → বিয়োজক অব্যয় *[ডাক বিভাগ (২৩.০৩.২০১৯)]*
- 'লয়' শব্দটির বিশেষণ পদ কী? → লীন [জীবন বীমা করপোরেশন, ২০১৮]
- 'এ যে আমাদের চেনা লোক'- চেনা কোন পদ? → বিশেষণ [প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৮]
- 'এ এক বিরাট সত্য' এখানে 'সত্য' কোন পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে? → বিশেষ্য [NSI-এর সহকারী পরিচালক, ২০১৭]
- 'চাতুর্য' শব্দের বিশেষণ → চতুর [উপসহকারী প্রকৌশলী, ২০১৭]

- 'মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ'-এই বাক্যে মরি মরি → আবেগ [উপজেলা পোস্টমাস্টার, ২০১৬]
- বিভক্তিহীন নাম পদকে বলা হয় → প্রাতিপদিক [পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]
- 'এবং' কোন পদ? → যোজক [পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]
- কোন বাংলা পদের সাথে সন্ধি হয় না? → ক্রিয়া [পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]
- 'সে নাকি আসবে না'-এ বাক্যে না অব্যয়টি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? → সংশয় [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ আন্তরিক।' নিম্নরেখ পদের নাম → বিশেষণ [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ২০১৬]
- 'পুণ্যে মতি হোক'– বাক্যে 'পুণ্যে' কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে? → বিশেষ্য [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ পরিদর্শক, ২০১৬]
- 'চাতুর্য' শব্দের বিশেষণ কোনটি? → চতুর [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]
- ক্রিয়াপদ → সবসময় বাক্যে থাকবে [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- 'মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন'– বাক্যটিতে 'খাওয়াচ্ছেন' কোন ক্রিয়াপদের উদাহরণ? → ণিজন্ত [পিএসসির সহকারী পরিচালক, ২০১৭]
- 'এ এক বিরাট সত্য'– এখানে 'সত্য' যে পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে → বিশেষ্য। [NSI-এর সহ-পরিচালক, ২০১৭]

বাক্য

বাক্য : বাক্য ভাষার প্রধান উপাদান এবং বাক্যের মৌলিক উপাদান হলো শব্দ। যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য বা বাক্যের গুণ : একটি সার্থক বাক্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ রয়েছে। এই গুণগুলোর কোনো একটি না থাকলে তাকে সার্থক বাক্য বলা যাবে না। গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–

১. আকাঙ্ক্ষা
২. আসত্তি
৩. যোগ্যতা

আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্যপদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন– 'বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক'– এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা থাকে। কিন্তু যদি বলা হয় 'বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ'। তাহলে মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ পায় এবং আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। সুতরাং, এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

আসত্তি : মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পরপর সাজাতে হবে, যাতে মনোভাব প্রকাশ ব্যাহত না হয়। বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন– 'করে ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা সালে অর্জন'– এখানে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। কিন্তু যদি লেখা হয়– '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে'। তাহলে এটি যথার্থ বাক্যে পরিণত হবে। কারণ এতে আসত্তি রক্ষিত হয়েছে।

যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদগুলোর অন্তর্গত ও ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন– 'বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।' এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ বাক্যটিতে পদগুলোর অর্থ ও ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে' বললে বাক্যটি ভাবযোগ্যতা হারাবে। কারণ রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে কয়েকটি বিষয় জড়িত থাকে। যেমন–

- রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা
- বাহুল্য বর্জন
- উপমার সঠিক ব্যবহার
- দুর্বোধ্যতা রোধ
- বাগ্‌ধারার সুষ্ঠু প্রয়োগ
- গুরুচণ্ডালী দোষ পরিহার

রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : রীতিসিদ্ধ অর্থের দিকে লক্ষ রেখে কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। তবে বেশিরভাগ শব্দই প্রকৃতি ও প্রত্যয়জাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

শব্দ	রীতিসিদ্ধ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয়	তিল + ষ্ণ	তিলজাত স্নেহপদার্থ, বিশেষ কোনো শস্যের রস

উপমার সঠিক ব্যবহার : ঠিকভাবে উপমা অলংকারের ব্যবহার না হলে বাক্য তার যোগ্যতা হারায়। যেমন– **আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো।** বীজ খেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য যোগ্যতা হারায়। যেমন– তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ। (চাতুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলা 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

বাগ্‌ধারার সুষ্ঠু প্রয়োগ : বাগ্‌ধারা ভাষার ঐতিহ্য বিশেষ। এর যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন– 'অরণ্যে রোদন' (অর্থ : নিষ্ফল আবেদন)-এর পরিবর্তে যদি বলা হয় 'বনে ক্রন্দন', তবে বাগ্‌ধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

বাহুল্য বর্জন : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে। ফলে শব্দ তার যোগ্যতা গুণ হারিয়ে থাকে। যেমন– দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। 'আলেমগণ' বহুবচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে 'সব' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য-দোষ সৃষ্টি করেছে।

গুরুচণ্ডালী দোষ পরিহার : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগই হচ্ছে গুরুচণ্ডালী দোষ। এ দোষে দুষ্ট বাক্য তার যোগ্যতা হারায়। যেমন– 'গরুর গাড়ি', 'শবদাহ', 'মড়াপোড়া' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে 'গরুর শকট', 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ' প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে।

বাক্যের অংশ

প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে। যেমন–

১. উদ্দেশ্য ও
২. বিধেয়।

বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন–

- খোকা এখন / উদ্দেশ্য
- বই পড়ছে / বিধেয়

গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

ভাবানুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ : মূলভাব অনুযায়ী বাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. হ্যাঁ-বোধক বাক্য
২. না-বোধক বাক্য

১. **হ্যাঁ-বোধক বাক্য :** হ্যাঁ-বোধক বাক্য দ্বারা হ্যাঁ অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন– আরিফ ফুটবল খেলে।

২. **না-বোধক বাক্য :** না-বোধক বাক্য দ্বারা না অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন– তুহিন কলেজে যায় না।

অর্থানুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ : অর্থের পার্থক্য অনুযায়ী বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. বর্ণনামূলক বাক্য,
২. প্রশ্নবোধক বাক্য,
৩. আদেশ বা উপদেশমূলক বাক্য,
৪. আবেগ বা বিস্ময়সূচক বাক্য,
৫. প্রার্থনামূলক বাক্য।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ : গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার। যথা–

১. সরল বাক্য,
২. মিশ্র বা জটিল বাক্য,
৩. যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন– রিনা বীণা বাজায়। এখানে, 'রিনা' কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং 'বাজায়' সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়)। সরল বাক্য যতই বড় হোক না কেন, এর একটি মাত্র কর্তা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। যেমন– মেঘমুক্ত নীল আকাশে একঝাঁক বলাকা ওড়ে।

উদ্দেশ্য	বিধেয়
মেঘমুক্ত নীল আকাশে	একঝাঁক বলাকা ওড়ে

সরল বাক্যের আরও কিছু উদাহরণ হলো–

- বৃষ্টি হচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও।
- খোকা আজ সকালে স্কুলে গিয়েছে।
- স্নেহময়ী জননী স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসেন। বিশ্ববিখ্যাত মহাকবিরা ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সংগীত রচনা করেন।

মিশ্র বা জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য (আশ্রিত খণ্ডবাক্য) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন–

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ড বাক্য
যে পরিশ্রম করে	সে-ই সুখ লাভ করে।
সে যে পাস করেছে	তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
গতকাল যে লোকটি এসেছিল	সে আমার বড় ভাই।

যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ও, এবং, আর, কিংবা, কিন্তু, অথবা, বরং, তথাপি, অথচ, নতুবা, তবু ইত্যাদি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন–

- নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।
- বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।
- উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।

বাক্য রূপান্তর

- **সরল বাক্য :** সাবধান না হলে বিপদে পড়বে।
  জটিল বাক্য : যদি তুমি সাবধান না হও, তাহলে বিপদে পড়বে।
  যৌগিক বাক্য : সাবধান হও, নতুবা বিপদে পড়বে।
- **সরল বাক্য :** ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।
  জটিল বাক্য : যদিও ছেলেটি গরিব, তথাপি মেধাবী।
  যৌগিক বাক্য : ছেলেটি গরিব কিন্তু মেধাবী।
- **সরল বাক্য :** বন্যায় সারাদেশ ডুবে যাওয়ায় মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে।
  জটিল বাক্য : যেহেতু বন্যায় সারাদেশ ডুবে গেছে, তাই মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে।
  যৌগিক বাক্য : বন্যায় সারাদেশ ডুবে গেছে এবং মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে।
- **সরল বাক্য :** এখন থেকে পড়াশোনা করলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।
  জটিল বাক্য : যদি এখন থেকে পড়াশোনা কর, তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।
  যৌগিক বাক্য : এখন থেকে পড়াশোনা কর এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।
- **সরল বাক্য :** শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হলেও সেটা স্বভাবের ষোলো।
  জটিল বাক্য : যদিও শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হলো, তবু সেটা স্বভাবের ষোলো।
  যৌগিক বাক্য : শিশিরের বয়স যথসময়ে ষোলো হলো, কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো।
- **সরল বাক্য :** তার দর্শন পাওয়ামাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।
  জটিল বাক্য : যেই তার দর্শন পেলাম, সেই আমরা প্রস্থান করলাম।
  যৌগিক বাক্য : তার দর্শন পেলাম তারপর আমরা প্রস্থান করলাম।
- **সরল বাক্য :** টাকা থাকলেও তিনি দান করেন না।
  জটিল বাক্য : যদিও তার টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।
  যৌগিক বাক্য : তার টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না।
- **সরল বাক্য :** আমি বর ছিলাম বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
  জটিল বাক্য : যেহেতু আমি বর ছিলাম, তাই বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
  যৌগিক বাক্য : আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
- **সরল বাক্য :** তুমি চলে গেলে তোমার জিনিসপত্রের দেখবে কে?
  জটিল বাক্য : যদি তুমি চলে যাও, তাহলে তোমার জিনিসপত্রের দেখবে কে?
  যৌগিক বাক্য : তুমি চলে যাবে, কিন্তু তোমার জিনিসপত্রের দেখবে কে?
- **সরল বাক্য :** কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিলেও বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
  জটিল বাক্য : যদিও কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, তথাপি বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
  যৌগিক বাক্য : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

- **অস্তিবাচক বাক্য :** প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।
  নেতিবাচক বাক্য : প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।
  নেতিবাচক বাক্য : মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** কথাটায় তার বিশ্বাস হয়।
  নেতিবাচক বাক্য : কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** মানুষ মরণশীল।
  নেতিবাচক বাক্য : মানুষ অমর নয়।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।
  নেতিবাচক বাক্য : হৈমন্তী কোনো কথা বলিল না।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** কিন্তু বরফ অগলিত রহিল।
  নেতিবাচক বাক্য : কিন্তু বরফ গলিল না।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** এ কথা আমরা অবিশ্বাস করি।
  নেতিবাচক বাক্য : এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** পৃথিবী অস্থায়ী।
  নেতিবাচক বাক্য : পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** আমার কথা মনে রাখিও।
  নেতিবাচক বাক্য : আমার কথা ভুলিও না।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** তিনি ধনী হয়েও অসুখী ছিলেন।
  নেতিবাচক বাক্য : তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।
- **অস্তিবাচক বাক্য :** সকলে নীরব থাকিতেছে।
  নেতিবাচক বাক্য : কেহ কহিয়া দিতেছে না।

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- কোনটি যৌগিক বাক্য? → ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী *[৪৪তম বিসিএস]*
- 'যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।'– এটি কোন ধরনের বাক্য? → জটিল বাক্য *[৪৩তম বিসিএস]*
- 'তাতে সমাজজীবন চলে না।'– এ বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কোনটি? → তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে *[৪৩তম বিসিএস]*
- বাক্যের দুটি অংশ থাকে → উদ্দেশ্য, বিধেয় *[৪২তম বিসিএস]*

- 'এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো'– এ বাক্য কোন ধরনের? → নির্দেশাত্মক *[৪১তম বিসিএস]*
- ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই → বাক্যতত্ত্ব *[৪১তম বিসিএস]*
- 'বাবা ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন' এই পরোক্ষ উক্তির প্রত্যক্ষরূপ হবে → বাবা ছেলেকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও' *[৪১তম বিসিএস]*
- 'ডিঙি টেনে বের করতে হবে।'– কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ? → সরল বাক্য *[৪১তম বিসিএস]*
- কোনটি সার্থক বাক্যের গুণ নয়? → আসক্তি *[৩৮তম বিসিএস]*
- 'মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে'– বাক্যটিকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয় → মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না [৩৬তম বিসিএস]
- কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়? → আসক্তি [৩৫তম বিসিএস]
- 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।' এটি কোন বাক্য? → জটিল বাক্য [৩২তম বিসিএস]
- 'মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি।' এটি একটি → জটিল বাক্য [৩২তম বিসিএস]
- বাক্যের তিনটি গুণ কী কী? → আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা [২৯তম বিসিএস]
- 'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।' এটি কোন জাতীয় বাক্য? → মিশ্র বাক্য [২৬তম বিসিএস]
- 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে' কোন ধরনের বাক্য? → জটিল বাক্য [২৫তম বিসিএস]
- তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে?- এখানে 'না'-এর ব্যবহার কী অর্থে? → হ্যাঁ-বাচক [২৪তম বিসিএস]
- 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ!'– এই বাক্যে 'কী' এর অর্থ → বিরক্তি [২২তম বিসিএস]
- 'তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি'- এটা কোন ধরনের বাক্য? → যৌগিক বাক্য [১৮তম বিসিএস]
- কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বোঝায়? → কাল একবার এসো। [১৮তম বিসিএস]
- বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? → শব্দ [১৮তম বিসিএস]

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার? → ৩ প্রকার *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো- জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]*
- 'শবপোড়া' শব্দটি কী দোষ দেখা যায়? → গুরুচণ্ডালী *[পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)- ২০১৯]*
- 'শবপোড়া' শব্দটি কী দোষ দেখা যায়? → গুরুচণ্ডালী *[পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-২০১৯]*
- 'ঘোটকের গাড়ি'' এটি কোন দোষে দুষ্ট? → গুরুচণ্ডালী *[ডাক বিভাগ (২৩.০৩.২০১৯)]*
- 'যদি বৃষ্টি হয়, তবে বের হবো না'–এটি কোন ধরনের বাক্য? → জটিল *[জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৮]*
- বাড়ি যাও- এটি কোন প্রকারের বাক্য? → অনুজ্ঞা [পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]
- 'যদি সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে'- এটি কোন ধরনের বাক্য? → মিশ্র বাক্য [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব (প্রশাসন), ২০১৬]
- 'বাজার শেষ করে বাড়ি'– বাক্যটিতে কোন গুণের অভাব রয়েছে? → আকাঙ্ক্ষা। [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ'-কোন ধরনের বাক্য? → যৌগিক বাক্য [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]
- 'তার বয়স বেড়েছে; কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি'– এটা কোন ধরনের বাক্য? → যৌগিক বাক্য [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক, ২০১৬]

বাগ্‌ধারা

অ, আ

- অঞ্চল প্রভাব → [স্ত্রীর প্রভাব]
- অলছ-তলছ → [উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন]
- অশ্বমেধ যজ্ঞ → [বিপুল আয়োজন]
- অষ্টকপাল → [হতভাগ্য]
- অক্ষয় বট → [প্রাচীন ব্যক্তি]
- অদৃষ্টের পরিহাস → [ভাগ্যের বিড়ম্বনা]
- আঠারো মাসে বছর → [দীর্ঘসূত্রতা]
- আড়ং ঘাটা → [খেয়া ঘাট]
- আদাড়ের হাঁড়ি → [সামান্য লোক]
- অগত্যা মধুসূদন → অনন্যোপায় হয়ে
- অজগর বৃত্তি → আলসেমি
- অপোগণ্ড → অকর্মণ্য, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, নাবালক
- অবরে সবরে → কালে-ভদ্রে
- অচলায়তন → গোরামিপূর্ণ
- অষ্টরম্ভা → কাঁচকলা, ফাঁকি, কিছুই না
- অকাল কুষ্মাণ্ড → অপদার্থ
- অকালের বাদলা → অপ্রত্যাশিত বাধা
- অক্ষরে অক্ষরে → সম্পূর্ণভাবে
- অষ্টবজ্র সম্মিলন → প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ
- অলক্ষীর দশা → দারিদ্র্য
- অক্ষয়ভাণ্ডার → যে ভাণ্ডারের ধন কখনো ফুরায় না
- অগ্নিগর্ভ → বলিষ্ঠ
- অঞ্চলের নিধি → যে সম্পদ আঁচলে ঢেকে সুরক্ষিত রাখতে হয়/সন্তান
- অন্ধিসন্ধি → ফাঁকফোকর/গোপন তথ্য
- আঁটকুড়ো → নিঃসন্তান
- আমড়া কাঠের ঢেঁকি → অকেজো লোক/অকর্মণ্য
- আসরে নামা → আবির্ভূত হওয়া
- আধা খেঁচড়া → বিশৃঙ্খলা
- আঁচা-আঁচি → পরস্পরের মনের ভাব
- আগলদার → জমির ফসল আগলানোর বা পাহারা দেয়ার জন্য নিযুক্ত লোক
- আদিখ্যেতা → ন্যাকামি
- আস্ত কেউটে → অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক

ই, উ, ঊ

- ইতুনিদ কুঁড়ে → [অলস]
- ইঁদুর কপালে → [মন্দভাগ্য]
- উকর-ধাকর → [এলো পাথাড়ি]
- উজানের কৈ → [সহজ লভ্য]
- উড়নপেকে → [অপব্যয়ী]
- উন কোটি চৌষট্টি → [প্রায় সম্পূর্ণ]
- উন পঞ্চাশ বায়ু → [পাগলামি]
- উনো বর্ষা দুনো শীত → [যে বছর বৃষ্টি কম হয় সে বছর শীত বেশি পড়ে]
- ইলশে গুঁড়ি → গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
- ইয়ারবকসি → বন্ধুবান্ধব
- ইল্লতে কাণ্ড → নোংরা ব্যাপার/নোংরা কাণ্ড
- উলুখাগড়া → গুরুত্বহীন লোক
- উপোসি ছারপোকা → অভাবগ্রস্ত লোক
- উপরোধের ঢেঁকি গেলা → অন্যায় আবদার করা
- উদোমারা → বোকা
- উটকো লোক → অচেনা লোক/হঠাৎ অবাঞ্ছিতভাবে এসে
- উনপাঁজুরে → অপদার্থ
- উরুস্তম্ভ → ফোঁড়া জাতীয় রোগ
- ঊর্মিমালী → সমুদ্র
- উনপঞ্চাশের বায়ু → পাগলামি

এ, ও

- এলেবেলে → [নিকৃষ্ট]
- এক ডাকের পথ → [কাছাকাছি]
- এক গোয়ালের গরু → [এক শ্রেণিভুক্ত]
- এককে একুশ করা → [অযথা বাড়ানো]
- এক গোয়ালের গরু → একই স্বভাবের লোক
- একচোখা → পক্ষপাতিত্বপূর্ণ
- ওষুধ করা → [বশ করা]
- ওষুধ পড়া → [সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া]
- ওঝার ঘাড়ে ভূত → [বিপদ গ্রস্ত কাণ্ডারি]
- এক ছাঁচে ঢালা → সাদৃশ্য
- একাদশে বৃহস্পতি → মহাসৌভাগ্য/সৌভাগ্যের লক্ষণ
- একা দোকা → নিঃসঙ্গ
- ওষুধে ধরা → প্রার্থিত ফল পাওয়া
- ওষুধ করা → গুণ করা
- ওষুধ পড়া → সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া
- ওতপাতা → সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকা

ক

- কচ্ছপের কামড় → [যা সহজে ছাড়ে না]
- কড়ার ভিখারি → [দীন/গরিব]
- করাতের দাঁত → [উভয়-সংকট]
- কলির সন্ধ্যা → [দুর্দিনের সূত্রপাত]
- কলমি কাপ্তেন → [দরিদ্র কিন্তু বিলাসী]
- কাশুজে বাঘ → [মিথ্যা জুজু]
- কাক ভূষণ্ডি → [সম্পূর্ণ ভেজা]
- কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালা → [হতভাগ্য]
- কাঁঠালের আমসত্ত্ব → [অলীক বস্তু]
- কুমিরের সান্নিপাত → [অসম্ভব ব্যাপার]
- কুল কাঠের আগুন → [দীর্ঘস্থায়ী মনকষ্ট]
- কুম্ভকর্ণের নিদ্রা → [দীর্ঘদিনের আলস্য]
- কচ্ছপের কামড় → যা সহজে ছাড়ে না
- কলমি কাপ্তেন → দরিদ্র কিন্তু বিলাসী
- কাক ভূষণ্ডি → দীর্ঘায়ু ব্যক্তি
- কাটনার কড়ি → উপার্জন সামান্য
- কায়েতের ঘরের ঢেঁকি → অপদার্থ লোক
- কিম্ভূতকিমার → অদ্ভুত ও কুৎসিত
- কূপমণ্ডূক → ঘরকুনো/সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন
- কেউ কেটা → সামান্য
- কেঁচো গণ্ডুষ → গোড়া থেকে শুরু
- কূর্ম অবতার → অলস
- কুনো ব্যাঙ → সীমিত জ্ঞান
- কুম্ভীরাশ্রু → লোক দেখানো কান্না/নকল সমবেদনা
- কাষ্ঠহাসি → কপট হাসি
- ক অক্ষর অংশ → বর্ণপরিচয়হীন
- কেতাদুরস্ত → চৌকস

খ

- খেজুরে আলাপ → [অকাজের কথা]
- খোল নলচে বদলানো → [আমূল পরিবর্তন]
- খণ্ডকপাল → [দুর্ভাগ্য]
- খামকাজ → ভুলকাজ
- খাবি খাওয়া → ছটফট করা
- খুঁটে খাওয়া → স্বাবলম্বী হওয়া
- খয়ের খাঁ → তোষামোদকারী
- খাদানাকে তিলক → অশোভন সাজসজ্জা
- খাটো করা → মর্যাদা না দেওয়া

গ

- গলবস্ত্র হওয়া → [বিনীত ভাবে অনুরোধ]
- গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো → [পরে পরে সমাপন]
- গোদের উপর বিষফোঁড়া → [যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা]
- গৌরিসেনের টাকা → [অফুরন্ত অর্থ]
- গুরুচণ্ডালী → [উঁচু নিচুর সহাবস্থান]
- গয়ংগচ্ছ → ঢিলেমি
- গোকুলের ষাঁড় → স্বেচ্ছাচারী
- গণ্ডগ্রাম → বড়গ্রাম
- গোঁয়ার গোবিন্দ → কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ
- গলগ্রহ → পরের বোঝা হয়ে থাকা
- গোঁফখেজুরে → অলস
- গৌরচন্দ্রিকা → ভূমিকা

ঘ

- ঘাটমানা → [অন্যায় স্বীকার]
- ঘুণ হওয়া → [দিক্ষতা লাভ করা]
- ঘোড়ার কামড় → [দৃঢ় পণ]
- ঘন্টা গরুড় → [অকর্মণ্য লোক]
- ঘরপোড়া গরু → [বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি]
- ঘাড়ে গর্দানে → অত্যন্ত মোটা
- ঘটিরাম → অপদার্থ
- ঘোড়ার রোগ → বাতিক

চ, ছ

- চোরাবালি → প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ
- চোখের বালি → অপ্রিয়
- চতুর্ভুজ হওয়া → [উৎফুল হওয়া]
- চক্ষের পুত্তলি → [আদরের ধন]
- চড়ুই পাখির প্রাণ → [ক্ষীণজীবী প্রাণ]
- চোদ্দবুড়ি → [প্রচুর]
- চর্বিত চর্বণ → [পুনরাবৃত্তি]
- চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন → [নিঃসন্দেহ হওয়া]
- চিত্রগুপ্তের খাতা → [স্বচ্ছ ও নিখুঁত হিসাব]
- ছুঁচোর কেওন → [অবিরাম কলহ]
- ছক্কা পাঞ্জা করা → [বড় বড় কথা বলা]
- ছেড়া চুলে খোঁপা বাঁধা → [পরকে আপন করার চেষ্টা করা]
- চক্ষুদান করা → চুরি করা
- চাঁদের হাট → প্রিয়জন সমাগম
- চাঁদ-কপালে → ভাগ্যবান
- চোখের চামড়া/পর্দা → চক্ষুলজ্জা
- চোরাবালি → প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ
- ছামনি নাড়া → দৃষ্টি বিনিময়
- ছাঁদনা তলা → বিবাহের মণ্ডপ
- ছাঁদাবাঁধা → পুজোরপর বা ভোজবাড়ি থেকে ফেরার সময় চাদর বা গামছায় খাবার বেঁধে নেওয়া

জ, ঝ

- **জলভাত** → [সহজ সাধ্য]
- **জলপানি** → [বৃত্তি]
- **জলের দাগ** → [ক্ষণস্থায়ী]
- **জোড়ের পায়রা** → [ঘনিষ্ঠ বন্ধু]
- **জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ** → [ছোট বড় সবকাজ]
- **জগদ্দল পাথর** → গুরুভার
- **জেলঘুঘু** → যে ব্যক্তি বারবার জেল খাটে
- **ঝালে ঝোলে অম্বলে** → [সর্বত্র বিরাজিত]
- **ঝোলের লাউ অম্বলের কদু** → [সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা]
- **ঝাঁকের কৈ** → [এক দলভুক্ত]
- **ঝাড়ে বংশে** → সবশুদ্ধ

ট, ঠ

- **টীকা ভাষ্য** → [দীর্ঘ আলোচনা]
- **টই টম্বুর** → [কানায় কানায় পূর্ণ]
- **টুপ ভুজঙ্গ** → [নেশায় বিভোর]
- **টি টি পড়া** → কলঙ্ক
- **টিমে তেতালা** → মন্থর গতি
- **টুপি পরানো** → [খোসামোদ করা]
- **টেণ্ডাই মেণ্ডাই** → আস্ফালন
- **টেঁকে গোঁজা** → আত্মসাৎ করা
- **ঠক বাছতে গাঁ উজাড়** → [পরিণামে শূন্য লাভ]
- **ঠুঁটো জগন্নাথ** → [অকর্মণ্য]
- **ঠান্ডা লড়াই** → [গোপনে বিরোধিতা]
- **ঠাঁটঠমক** → হাবভাব, চালচলন
- **ঠোঁটকাটা** → স্পষ্টভাষী

ড, ঢ

- **ডান হাতের ব্যাপার** → [খাওয়া]
- **ডুমুরের ফুল** → [অদর্শনীয়]
- **ডুবে ডুবে জল খাওয়া** → [গোপনে কাজ করা]
- **ডামাডোল** → গোলযোগ
- **ডাকাবুকো** → দুঃসাহসী
- **ঢাকের কাঠি** → [তোষামুদে]
- **ঢাকের বায়া** → [অপ্রয়োজনীয়]
- **ঢেঁকির কুমির** → [অপদার্থ]
- **ঢাকের বাঁয়া** → অপ্রয়োজনীয়
- **ঢেঁকি অবতার** → নির্বোধ লোক
- **ঢেঁকির কচকচি** → বিরক্তিকর কথা
- **ঢুলুঢুলু** → তন্দ্রালুতা
- **নবমীর পাঁঠা** → প্রাণ ভয়ে ভীত ব্যক্তি

ত, থ

- **তক্কে তক্কে থাকা** → [গোপনে সতর্ক থাকা]
- **তাল গাছের আড়াই হাত** → [শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ]
- **তাসের ঘর** → [ক্ষণস্থায়ী ঘর]
- **তামার বিষ** → [অর্থের কুপ্রভাব]
- **তুলসী বনের বাঘ** → [সুবেশে দুর্বৃত্ত]
- **তোলা হাঁড়ি** → [গম্ভীর]
- **থ হওয়া** → [স্তম্ভিত হওয়া]
- **থ পাতা** → [স্থায়ীভাবে কিছু করা]
- **থোড়াই কেয়ার করা** → [গ্রাহ্য না করা]
- **তেল নুন লকড়ি** → মৌলিক প্রয়োজন
- **তীর্থের কাক** → প্রতীক্ষারত
- **তুর্কি নাচন** → নাজেহাল অবস্থা
- **ত্রাহি ত্রাহি** → পরিত্রাণ কর বলে চিৎকার
- **তরবেতর** → নানা রকম
- **তাল পাতার সেপাই** → কঙ্কালসার দেহ
- **তুবড়ি ছোটা** → বেশি কথা বলা
- **থাউকি বেলা** → বিকালবেলা

দ, ধ

- **দড়ি-কলসি** → [আত্মহত্যার উপায়]
- **দফা-নিকেশ** → [সমূহ সর্বনাশ]
- **দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ** → [অনুকরণের হাস্যকর চেষ্টা]
- **দুধ-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা** → [অপব্যয়]
- **ধর্মের কল** → [সত্য]
- **ধর্মের ষাঁড়** → [যথেচ্ছাচারী]
- **দোজবরে** → দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়
- **দড়বড়ে** → তাড়াহুড়ো করে এমন
- **দবকানো** → ওপরে ভার চাপানো/উপর থেকে চাপ দেওয়া
- **দশবাই চণ্ডী** → অত্যন্ত রাগী স্ত্রীলোক
- **দাঁদুড়ে** → অত্যন্ত/দুর্দান্ত
- **দাতাকর্ণ** → অত্যন্ত উদার ও দানশীল
- **দায়-দৈব** → ছোট বড় সমস্যা
- **দেবদ্বিজ মানা** → ধর্মে বিশ্বাস থাকা
- **দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার** → বিরাট সমারোহ
- **ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির** → ধার্মিক
- **ধামাধরা** → তোষামোদকারী
- **ধোপে টেকা** → পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া
- **ধোপার গাধা** → পরের জন্য খাটা
- **ধিনিকেষ্ট** → দায়িত্বপালনহীন ব্যক্তি
- **ধোঁকার টাটি** → প্রতারণার উপরের আবরণ
- **ধোপার গাধা** → ভারবাহী
- **ধড়িবাজ** → ধূর্ত ও ফন্দিবাজ
- **ধোপার ভাঁড়ার** → প্রচুর জিনিসপত্র যা ব্যবহার করা যাবে না

ন, প, ফ

- **নারদের ঢেঁকি** → [বিবাদের বিষয়]
- **নুড়ো জ্বেলে দেওয়া** → [মৃত্যু কামনা করা]
- **নগদ নারায়ণ** → [নগদ অর্থ]
- **নিরানব্বইয়ের ধাক্কা** → [সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি]
- **পঞ্চত্ব প্রাপ্তি** → [মারা যাওয়া]
- **পর্বতের মূষিক প্রসব** → [বিরাট সম্ভাবনার সামান্য ফল]
- **পাথরে পাচকিল** → [অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন]
- **পান্তাভাতে ঘি** → [অপব্যবহার]
- **পঞ্চমুখ হওয়া** → [অতিরিক্ত কথা বলা]
- **পটের বিবি** → [সুসজ্জিত]
- **পৃষ্ঠপ্রদর্শন** → পালানো
- **নয়-দুয়ারি** → দ্বারে দ্বারে
- **নন্দভৃঙ্গী** → অত্যন্ত আদুরে কিন্তু অকর্মণ্য
- **ননদী ভুলী** → কুকর্মের সঙ্গী
- **নব কার্তিক** → সুদর্শন কিন্তু অকর্মণ্য ব্যক্তি
- **ন্যালাখ্যাপা** → পাগলাটে
- **নবমীর পাঁঠা** → প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি
- **পায়াভারি** → অহংকার
- **পালের গোদা** → দলপতি
- **পগারপার** → পালানো
- **পাণ্ডববর্জিত** → সভ্য লোকের বাসের অযোগ্য
- **পত্রপাঠ** → তৎক্ষণাৎ
- **পয়মন্ত** → সুলক্ষণযুক্ত
- **পালপাল** → প্রচুর সংখ্যক
- **পিণ্ডিগেলা** → অনিচ্ছায় বা ঘৃণায় কোনো রকমে খাওয়া
- **ফোড়ন দেওয়া** → খোঁচা দেওয়া

ফ, ব, ভ

- **ফোঁস মনসা** → [ক্রোধী লোক]
- **ফুসমন্তর** → ফাঁকির মন্ত্র
- **ফোঁপরা** → বাজে, অকেজো
- **বিন্দু বিসর্গ** → [সামান্য অংশ]
- **বউ কাঁটকি** → [পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেয়]
- **বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো** → [সরল লোককে প্রতারণা]
- **বামনের গোরু** → [যে পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করে]
- **বিড়ালের আড়াই পা** → [ক্ষণস্থায়ী রাগ]
- **বুদ্ধির ঢেঁকি** → [নির্বোধ লোক]
- **বাহাত্তরে ধরা** → [মতিচ্ছন্ন হওয়া]
- **ব্যাঙের আধুলি** → [সামান্য পুঁজি হলেও যা গর্বের]
- **ব্যাঙের সর্দি** → [অসম্ভব ব্যাপার]
- **বসন্তের কোকিল** → [সুদিনের বন্ধু]
- **বচনবাগীশ** → কথায় পটু
- **বিদুরের খুদ** → শ্রদ্ধার সামান্য উপহার
- **বিড়াল তপস্বী** → ভণ্ড লোক
- **ব্যাঙের লাথি** → নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান
- **বাস্ত ঘুঘু** → প্রচ্ছন্ন শয়তান
- **বচনাবাগীশ** → কেবল কথায় পটু
- **বিষের পুটুলি** → বিদ্বেষী
- **বারো ভূত** → অনাত্মীয় লোকজন
- **বাপান্ত করা** → গালাগালি দেওয়া
- **বারফট্টাই** → বড়াই
- **বাপের ঠাকুর** → শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি
- **বাঘের মাসি** → নির্ভীক
- **বিশ বাও জল** → ভীষণ বিপাক
- **ভেরেণ্ডা ভাজা** → অকাজে সময় নষ্ট করা/বেকার জীবনযাপন করা
- **ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা** → অনড় সংকল্প
- **ভূষণ্ডির কাক** → [দীর্ঘায়ু ও বিচক্ষণ ব্যক্তি]
- **ভানুমতীর খেল** → [অবিশ্বাস্য ব্যাপার]
- **ভুঁইফোড়** → [নতুন আগমন]

ম, য, র

- **ময়ূর ছাড়া কার্তিক** → [রূপবান পুরুষ]
- **মণিকাঞ্চন যোগ** → [উপযুক্ত মিলন]
- **মন না মতি** → [অস্থির মানবমন]
- **মান্ধাতার আমল** → [অতি প্রাচীনকাল]
- **মগের মুল্লুক** → [অরাজক দেশ]
- **মিছরির ছুরি** → [আপাতমধুর কিন্তু তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী]
- **মণিহারা ফণী** → প্রিয়জনের জন্য অস্থিরলোক।
- **ম্যাও ধরা** → দায়িত্ব নেওয়া
- **যক্ষের ধন** → [কৃপণের ধন]
- **যণ্ডরে কই** - যে ব্যক্তির মাথাটা মোটা কিন্তু শরীর শীর্ণ
- **রাঙা শুক্রবার** → [কোনো দিনই নয়]
- **রামগরুড়ের ছানা** → [গোমড়ামুখো লোক]
- **রাবণের চিতা** → [চির অশান্তি]
- **রাঙা মুলো** → [প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন]
- **রাশভারি** → গম্ভীর প্রকৃতির
- **রায়বাগিণী** → উগ্রচণ্ডা নারী, দজ্জাল স্ত্রীলোক
- **রসাতলে গমন** → অধঃপাতে যাওয়া।

ল, শ

- **লোটাকম্বল** → [সামান্য সংগতি]
- **লোহার কার্তিক** → [কালো কুৎসিত লোক]
- **লগন চাঁদ** → [ভাগ্যবান]
- **শিবরাত্রির সলতে** → [একমাত্র বংশধর]
- **শিকায় তোলা** → স্থগিত
- **শিরে সংক্রান্তি** → [সামনেই বিপদ]
- **শ্রীঘর** → [জেলখানা]
- **লম্বাদেয়া** → পালানো
- **লেজে খেলা** → ছলনা করা/চাতুরি দ্বারা কষ্ট দেওয়া
- **শর্বরীর প্রতীক্ষা** → দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা
- **শুয়োরের গোঁ** → ভয়ানক
- **শরতের শিশির** → ক্ষণস্থায়ী (যদি না থাকে তবে হবে সুসময়ের বন্ধু)
- **শাঁখের করাত** → উভয় সংকট
- **শিকে ছেঁড়া** → হঠাৎ সৌভাগ্যের উদয় হওয়া

স, ষ, হ

- **সপ্তমে চড়া** → [প্রচণ্ড উত্তেজনা]
- **সাপের ছুঁচো গেলা** → [উভয় সংকটে]
- **সাতকাহন** → [প্রচুর পরিমাণ]
- **সুলুক সন্ধান** → [খোঁজ খবর]
- **সোনার কাঠি রুপার কাঠি** → [বাঁচামরার উপায়]
- **সোনার পাথর বাটি** → [অলীক বস্তু]
- **হরিহর আত্মা** → [অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব]
- **হলুদের গুঁড়ো** → [সমস্ত ব্যাপারে যে উপস্থিত]
- **হাতে পাঁজি মঙ্গলবার** → [প্রকৃত প্রমাণ দেওয়া]
- **হাতির গলায় ঘণ্টা** → [বয়স্ক বরের বালিকা বধূ]
- **হরি ঘোষের গোয়াল** → [বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ]
- **হা-ঘরে** → [গৃহহীন]
- **সরফরাজি করা** → প্রভাব খাটানোর চেষ্টা/অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি
- **স্বখাত সলিলে** → স্বীয় কর্মে ফল ভোগ/ঘোর বিপদে নিপতিত
- **সাতকাণ্ড রামায়ণ** → মস্তবড় ব্যাপার
- **প্রোঁতের শেওলা** → নিরাশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন লোক
- **ষাঁড়ের গোবর** → অপদার্থ লোক/অযোগ্য
- **ষত্ব ণত্ব জ্ঞান** → কাণ্ডজ্ঞান
- **ষণ্ডামার্কা** → গুণ্ডা বা বাজে ধরনের লোক
- **হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান** → কাণ্ড জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান
- **হাত ধরা** → অনুরোধ করা
- **হাড় হদ্দ** → নাড়ি নক্ষত্র
- **হাড়ির হাল** → দুর্দশার একশেষ
- **হাত পাকান** → দক্ষতা
- **হাড় জুড়ানো** → শান্তি পাওয়া
- **হাঁড়ির হাল** → মলিন।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত প্রশ্ন

৩৮তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. **অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া)** → প্রায় তিন বছর ক্যান্সারে ভুগে গতকাল হামিদ সাহেব অক্কা পেয়েছেন

২. **তালপাতার সেপাই (কৃশকায়)** → ডেভিড নাকি যুদ্ধে যেতে চায়, ও তো তালপাতার সেপাই

৩. **চাঁদের হাট (প্রিয়জন সমাগম/আনন্দের প্রাচুর্য)** → নাতি-নাতনির আগমনে রহিম সাহেবের বাড়িতে যেন চাঁদের হাট বসেছে

৪. **তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী)** → রোম সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো উড়ে গেল

৫. **সাক্ষী গোপাল (কর্তৃত্বহীন দর্শকমাত্র)** → আমার স্ত্রী এখন সংসার পরিচালনা করে, আমি শুধু সাক্ষী গোপাল

৩৭তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. হরিষে বিষাদ → [সুখে দুঃখানুভব]
২. সুলুক সন্ধানে → [খোঁজ খবর]
৩. মন না মতি → [অস্থির মানব মন]
৪. সোনার কাঠি রুপার কাঠি → [বাঁচামরার উপায়]
৫. ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে → [অন্যের কষ্ট দেখে আনন্দ প্রকাশ, অবশেষে নিজেকে এই ধরনের যন্ত্রণা পেতে হবে]
৬. বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া → [ভাগ্যক্রমে ঈপ্সিত সুযোগ মেলা]

৩৬তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. উড়নচণ্ডী → [অমিতব্যয়ী]
২. খণ্ড প্রলয় → [তুমুল কাণ্ড]
৩. আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া → [উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব]
৪. যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে → [পটু বা দক্ষ লোকের পক্ষে যা সহজ অপটু লোকের দ্বারা অসম্ভব]
৫. একাদশে বৃহস্পতি → [সৌভাগ্যের বিষয়]
৬. আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড় → [প্রস্তুতি নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া]

৩৫তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. হরি ঘোষের গোয়াল → [বহু বেকার লোকের আড্ডা]
২. ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে → [নিজের অবশ্যম্ভাবী বিপদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা]
৩. চিত্রগুপ্তের খাতা → [স্বচ্ছ ও নির্ভুল হিসাব]
৪. ওঝার ব্যাটা বনগরু → [জ্ঞানী লোকের মূর্খ সন্তান]
৫. শিখণ্ডী খাড়া করা → [আড়ালে থেকে অন্যায় কাজ করা]
৬. থোর বড়ি খাঁড়া খাঁড়া বড়ি থোর → [একঘেয়েমির চূড়ান্ত]

৩৪তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. আগে-পিছে লণ্ঠন কাজের বেলা ঠনঠন! → [আয়োজনে বাড়াবাড়ি, কিন্তু কাজে একেবারে ফাঁকি]
২. টনক নড়া → [সচেতন/সজাগ হওয়া]
৩. ডামাডোল → [গোলযোগ]
৪. কাষ্ঠহাসি → [কপট/ কৃত্রিম হাসি]
৫. গোড়ায় গলদ → [শুরুতেই ভুল]
৬. লেফাফা দুরস্ত → [বাইরে পরিপাটি]
৭. লেজে গোবরে → [বিশৃঙ্খলা]

৩৩তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না → [আত্মোৎসর্গেই ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা]

৩২তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর → [মিথ্যাবাদীরা বেশি কথা বলে]

৩১তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. যে সহে, সে রহে → [বিপদে ধৈর্য ধারণ বিফলে যায় না]

৩০তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. অতি দর্পে হত লঙ্কা → [অহংকারীর পতন অবশ্যম্ভাবী]

২৯তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. মাছের মা'র পুত্রশোক → [অবিশ্বাস্য হাহাকার]

২৮তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ → [ক্ষমতার জোরে মানুষের স্বভাব বদলায়]

২৭তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. অকাল বোধন → [অসময়ে আবির্ভাব]
২. ঈদের চাঁদ → [কাঙ্ক্ষিত বস্তু]
৩. পাথরের পাঁচ কিল → [অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন]
৪. আমড়া কাঠের ঢেঁকি → [অপদার্থ]
৫. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল → [প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন]
৬. চশমখোর → [চক্ষুলজ্জাহীন]
৭. হাড়ে বাতাস লাগা → [স্বস্তিবোধ করা]
৮. রগচটা → [বদমেজাজি]
৯. সোনার পাথর বাটি → [অসম্ভব বস্তু]
১০. ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা → [বৃথা চেষ্টা]

২৫তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. আঠারো মাসে বছর → [দীর্ঘসূত্রতা]
২. কালনেমির লঙ্কাভাগ → [দুর্লভ বস্তু লাভের আগে তা উপভোগ করার অলীক কল্পনা]
৩. ঘর জাত করা → [অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করা]
৪. ঘাট মানা → [সম্মান প্রদর্শন করা]
৫. চর মেরে গড় → [অপমানের পর সম্মান প্রদর্শন]
৬. শিয়ালের ডাক → [অশুভ লক্ষণ]
৭. হাড়-হদ্দ → [ভালোভাবে জানা]
৮. অতি আশা বাঘের বাসা → [অতিরিক্ত কোনোকিছুই ভালো না]
৯. পেট গরম → [খাবারে অরুচি হওয়া]
১০. ছ আঙুলের আঙুল → [অতিরিক্ত]

২৪তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. কড়ায় গণ্ডায় → [পুরাপুরি]
২. আড়ি পাতা → [গোপনে শোনা]
৩. আমড়া কাঠের ঢেঁকি → [অপদার্থ]
৪. কাঠের পুতুল → [জড় পদার্থ]
৫. উড়নচণ্ডী → [অমিতব্যয়ী]
৬. গুড়ে বালি → [আশায়-নৈরাশ্য]
৭. ইতরবিশেষ → [পার্থক্য]
৮. জিলাপির প্যাঁচ → [কূটবুদ্ধি]

২৩তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. অন্ধের যষ্টি → [একমাত্র অবলম্বন]
২. অরণ্যে রোদন → [নিষ্ফল আবেদন]
৩. আষাঢ়ে গল্প → [অবিশ্বাস্য কাহিনি]
৪. এলাহি কাণ্ড → [বিরাট ব্যাপার]
৫. ভেজা বিড়াল → [নিরীহ কিন্তু কূটবুদ্ধিসম্পন্ন]
৬. মগের মুল্লুক → [অরাজকতা]

৭. মণিহারা ফণী → [প্রিয় বস্তু হারানো অস্থির ব্যক্তি]
৮. শাপে বর → [অকল্যাণ হতে কল্যাণ]
৯. সবেধন নীলমণি → [একমাত্র অবলম্বন]

২২তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. কানাকড়ির সম্পর্ক → [তুচ্ছ সম্পর্ক]
২. চোখের চামড়া → [লজ্জা]
৩. পায়াভারী → [অহংকারী]
৪. ব্যাঙের সর্দি → [অসম্ভব ব্যাপার]
৫. ষোলআনা → [পুরাপুরি]
৬. কানপাতলা → [যে সব কথাই বিশ্বাস করে]
৭. ঘোড়া রোগ → [বিলাসিতা]
৮. তালকানা → [কাণ্ডজ্ঞানহীন]

২১তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. অকাল কুষ্মাণ্ড → [অপদার্থ]
২. শিরে সংক্রান্তি → [আসন্ন বিপদ বা সমূহ বিপদ]
৩. আলালের ঘরের দুলাল → [অতি আদরের অকর্মা সন্তান]
৪. ইঁচড়ে পাকা → [অকালপক্ব]
৫. কপাল ফেরা → [সৌভাগ্য লাভ হওয়া]
৬. গুড়ে বালি → [আশায় নৈরাশ্য]
৭. কাঠের পুতুল → [জড় পদার্থ]
৮. রাবণের চিতা → [চির অশান্তি]
৯. গোবর গণেশ → [নিরেট মূর্খ]
১০. অমাবস্যার চাঁদ → [দুর্লভ বস্তু]

২০তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. আকাশ কুসুম → [অলীক কল্পনা]
২. অরণ্যে রোদন → [নিষ্ফল আবেদন]
৩. আক্কেল সেলামি → [বোকামির শাস্তি]
৪. খয়ের খাঁ → [চাটুকারী]
৫. দহরম মহরম → [মাখামাখি]
৬. কই মাছের প্রাণ → [অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু]
৭. রাঘব বোয়াল → [পদস্থ]
৮. কান কাটা → [সম্মান যাওয়া]
৯. পায়াভারী → [অহংকারী]

১৮তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. লেজে গোবরে → [বিশৃঙ্খল]
২. রাখঢাক → [গোপন করা]
৩. গা-ছাড়া ভাব → [গুরুত্ব না দেওয়া]
৪. ঘাটের মড়া → [অতিবৃদ্ধ]
৫. পেট পাতলা → [গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারা]
৬. আমড়া কাঠের ঢেঁকি → [অকর্মণ্য]
৭. কান পাতলা → [সহজেই অন্যের কথায় বিশ্বাস করা]

১৭তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. অহি-নকুল → [চরম শত্রুতা]
২. আকাশ কুসুম → [অবাস্তব কল্পনা]
৩. টনক নড়া → [সচেতন হওয়া]
৪. মগের মুল্লুক → [অরাজক অবস্থা]
৫. জিলাপির প্যাঁচ → [দুষ্ট বুদ্ধি]
৬. ডামাডোল → [গোলযোগ]
৭. ঘোড়া রোগ → [সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করা]
৮. কাষ্ঠ হাসি → [কপট হাসি]

১৫তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. আলালের ঘরের দুলাল → [আদুরে ছেলে]
২. উলুবনে মুক্তা ছড়ানো → [অপাত্রে জ্ঞান দেওয়া]
৩. গড্ডলিকা প্রবাহ → [অন্ধ অনুকরণ]
৪. গোড়ায় গলদ → [শুরুতেই ভুল]
৫. উভয়-সংকট → [দুই দিকে বিপদ]
৬. কড়ায়-গণ্ডায় → [পুরাপুরি]
৭. আদা-জল খেয়ে লাগা → [কোমর বেঁধে লাগা]
৮. আমড়া কাঠের ঢেঁকি → [অপদার্থ]

১৩তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. ক অক্ষর গোমাংস → [বর্ণপরিচয়হীন]
২. গণপিটুনি → [প্রচণ্ড মার]
৩. গোঁফখেজুরে → [অত্যন্ত অলস]
৪. পর্বতের মূষিক প্রসব → [বেশি প্রত্যাশায় সামান্য প্রাপ্তি]
৫. শিরে সংক্রান্তি → [আসন্ন বিপদ]
৬. চাঁদের হাট → [প্রিয়জন সমাবেশ]
৭. একাদশে বৃহস্পতি → [সুসময়]

১১তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. দুধের মাছি → [সুসময়ের বন্ধু]
২. ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ → [অপরিমিত অপব্যয়]
৩. গোকুলের ষাঁড় → [স্বেচ্ছাচারী]
৪. পাকা ধানে মই → [বিপুল ক্ষতি করা]
৫. ব্যাঙের আধুলি → [অতি সামান্য ধন]
৬. মান্ধাতার আমল → [পুরোনো আমল]
৭. দুর্বা গজানো → [অত্যন্ত কুড়ে]
৮. সাপে নেউলে → [শত্রু ভাব]
৯. রাবণের চিতা → [চির অশান্তি]
১০. মাকাল ফল → [অন্তঃসারশূন্য]

১০তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন :

১. মাছের মার কান্না → [মমতাহীন কান্না]
২. কান পাতলা → [যে সব কথাই বিশ্বাস করে]
৩. কলির সন্ধ্যা → [কষ্টের সূচনা]
৪. লম্বা দেওয়া → [চম্পট দেওয়া]
৫. সোনায় সোহাগা → [সুন্দর মিলন]
৬. মিছরির ছুরি → [মিষ্টি কথায় তীক্ষ্ণ আঘাত]
৭. জিলাপির প্যাঁচ → [কূটবুদ্ধি]
৮. তীর্থের কাক → [লোভের প্রতীক্ষাকারী]
৯. মাকাল ফল → [অন্তঃসারশূন্য লোক]
১০. তুলকালাম → [বিরাট ব্যাপার]

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

- 'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ → গলাধাক্কা দেওয়া *[৪৪তম বিসিএস]*
- 'জিজীবিষা' শব্দটির অর্থ কী? → বেঁচে থাকার ইচ্ছা *[৪৩তম বিসিএস]*
- 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বাগধারার অর্থ কী? → বৃহৎ বিষয় *[৪৩তম বিসিএস]*
- 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগধারায় 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী? → ভেড়া *[৪৩তম বিসিএস]*
- 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' প্রচলিত এমন শব্দগুচ্ছকে বলে? → প্রবাদ-প্রবচন *[৪২তম বিসিএস]*
- 'যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন' এর এককথায় প্রকাশিত রূপ হলো → নৈয়ায়িক *[৪২তম বিসিএস]*
- 'কুসীদজীবী' বলতে কাদের বোঝায়? → সুদখোর *[৪১তম বিসিএস]*
- 'শরতের শিশির' - বাগধারা শব্দটির অর্থ কী? → সুসময়ের বন্ধু *[৪০তম বিসিএস]*
- 'শিব রাত্রির সলতে' বাগধারাটির অর্থ কী? → একমাত্র সন্তান *[৪০তম বিসিএস]*
- কোনটি বাগধারা বোঝায়? → শিরে সংক্রান্তি *[৩৭তম বিসিএস]*
- 'ঢাকের কাঠি' বাগধারার অর্থ কি? → মোসাহেব *[৩৩তম; ২২তম বিসিএস]*
- 'গাছপাথর' বাগধারাটির অর্থ → হিসাব-নিকাশ *[৩২তম বিসিএস]*
- 'হাত-ভারি' বাগধারাটির অর্থ → কৃপণ *[২৪তম বিসিএস (বাতিল)]*
- 'রামগরুড়ের ছানা' কথাটির অর্থ → গোমড়ামুখো লোক *[২৩তম বিসিএস]*
- 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগধারাটির অর্থ → সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি *[২৩তম বিসিএস]*
- 'চাঁদের হাট' অর্থ কি? → প্রিয়জন সমাগম *[২১তম বিসিএস]*
- 'বিরাগী' শব্দের অর্থ কী? → উদাসীন *[২১তম বিসিএস]*
- 'ঠোঁট-কাটা' বলতে কি বুঝায়? → স্পষ্টভাষী *[২০তম বিসিএস]*
- 'ব্যাঙের সর্দি' অর্থ কি? → অসম্ভব ঘটনা *[২০তম বিসিএস]*
- 'ভূষণ্ডির কাক' অর্থ কি? → দীর্ঘায়ু ব্যক্তি *[২০তম বিসিএস]*
- 'একাদশে বৃহস্পতি' এর অর্থ কি? → সৌভাগ্যের বিষয় *[১৮তম বিসিএস]*
- 'কৌশলে কার্যোদ্ধার'– কোনটির অর্থ? → ধরি মাছ না ছুঁই পানি *[১৮তম বিসিএস]*
- 'রাবণের চিতা' বাগধারাটির অর্থ কি? → চির অশান্তি *[১৪তম বিসিএস]*
- যার কোনো মূল্য নেই, তাকে বাগধারা দিয়ে প্রকাশ করলে কোনটি হয়? → ঢাকের বাঁয়া। *[১৪তম বিসিএস]*
- 'গোঁফ-খেজুরে' → এই বাগধারাটির অর্থ কি? → নিতান্ত অলস *[১৩তম বিসিএস]*
- বাগধারা যুগলদের মধ্যে কোন জোড়া সর্বাধিক সমার্থবাচক? → বক ধার্মিক; বিড়াল তপস্বী *[১২তম বিসিএস]*
- 'অর্ধচন্দ্র'-এর অর্থ → গলা ধাক্কা দেওয়া *[১১তম বিসিএস]*

পিএসসি অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- 'শরতের শিশির' বাগধারার অর্থ → সুসময়ের বন্ধু *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ২০২০]*
- কোনটি বাগধারা? → শিরে সংক্রান্তি *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ২০২০]*
- 'অক্কা পাওয়া' বাগধারাটির অর্থ কী? → মারা যাওয়া *[পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর, ২০২০]*
- 'অরণ্যে রোদন' বাগধারাটির অর্থ কী? → নিষ্ফল আবেদন *[পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর, ২০২০]*
- কোন জোড়াটি সমার্থক? → অহিনকুল-দা-কুমড়া *[উপজেলা/ আরবান প্রোগ্রাম কো- অর্ডিনেটর, ২০২০]*
- 'মনিকাঞ্চনযোগ' এর সমার্থক বাগধারা কোনটি? → সোনায় সোহাগা *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]*
- 'ব্যাঙের সর্দি' বাগধারাটির অর্থ কী? → অসম্ভব ঘটনা *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]*
- 'মাছের মা' বাগধারার অর্থ → নিষ্ঠুর *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০২০]*
- 'গোঁফ খেজুরে' বাগধারাটির অর্থ কী? → অলস *[পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট, ২০২০]*
- কোনটি বাগধারা বোঝায়? → শিরে সংক্রান্তি *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২০১৯]*

লেকচার-৮ : সেল্ফ টেস্ট

১. নিচের কোনটি সর্বনামের প্রকারভেদ নয়?
ক আত্মবাচক খ ব্যতিহারিক
গ সাপেক্ষবাচক ঘ পূরণবাচক

২. যৌগিক ক্রিয়ার একটি উদাহরণ হলো–
ক ধীরে চলা খ হেসে ওঠা
গ চুপ করা ঘ কথা বলা

৩. 'এখন গোল্লায় যাও' এটি কোন ক্রিয়ার উদাহরণ–
ক মিশ্র ক্রিয়া খ যৌগিক ক্রিয়া
গ ণিজন্ত ক্রিয়া ঘ নামধাতুর ক্রিয়া

৪. পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। নিম্নরেখ শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি কোনটি?
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ
গ সর্বনাম ঘ যোজক

৫. 'যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের পুরুষ' এখানে 'তারাই' কোন ধরনের পদ?
ক সর্বনাম খ বিশেষণ
গ সংযোজক অব্যয় ঘ বিশেষ্য

৬. তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। 'হো হো' শব্দটির ব্যাকরণিক শ্রেণি কোনটি?
ক অনুসর্গ খ উপসর্গ
গ ক্রিয়া বিশেষণ ঘ বিশেষণ

৭. 'এখন যেতে পার।' এখানে 'যেতে পার' কোন ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক মিশ্র ক্রিয়া খ যৌগিক ক্রিয়া
গ সমাপিকা ক্রিয়া ঘ প্রযোজক ক্রিয়া

৮. 'পুণ্যে মতি হোক।' বাক্যে 'পুণ্যে' শব্দটি কোন পদ?
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ
গ ক্রিয়া ঘ বিশেষণের অতিশায়ন

৯. 'ন্যায়'-এর বিশেষণ রূপ কোনটি?
ক ন্যায্য খ ন্যায
গ সঠিক ঘ যথার্থ

১০. 'মানুষ' পদের বিশেষণ কোনটি?
ক মনুষ্য খ মানস
গ মানুষিক ঘ মনুষ্যত্ব

১১. 'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।'– এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক সরল খ যৌগিক গ জটিল ঘ সাধারণ

১২. 'বাংলাদেশ যেন জয়লাভ করে।'—এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক প্রার্থনাসূচক খ আবেগসূচক
গ বর্ণনাত্মক ঘ অনুজ্ঞাসূচক

১৩. 'তিনি যখন চাঁদপুরে থাকতেন, তখন প্রত্যহ নদীর তীরে হাঁটতেন'– এটি কোন শ্রেণির বাক্য?
ক সরল বাক্য খ জটিল বাক্য
গ যৌগিক বাক্য ঘ ব্যাসবাক্য

১৪. বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কী বলে?
ক আকাঙ্ক্ষা খ যোগ্যতা
গ আসত্তি ঘ রীতিসিদ্ধতা

১৫. তুমি এলে তবে আমি যাব। বাক্যটি কোন শ্রেণির?
ক সরল খ যৌগিক
গ অনুজ্ঞাসূচক ঘ জটিল

১৬. 'বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র' এটি কোন শ্রেণির বাক্য?
ক সরল খ জটিল
গ যৌগিক ঘ মিশ্র

১৭. 'তার বয়স বেড়েছে; কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি' এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক সরল বাক্য খ মিশ্রবাক্য
গ যৌগিক বাক্য ঘ বৈপরিত্যমূলক বাক্য

১৮. 'বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।' বাক্যটি–
ক অনুজ্ঞাসূচক খ অস্তিবাচক
গ নির্দেশাত্মক ঘ কোনোটিই নয়

১৯. "বাজার শেষ করে বাড়ি"– বাক্যটিতে কোন গুণের অভাব রয়েছে?
ক যোগ্যতা খ আকাঙ্ক্ষা
গ আসত্তি ঘ মাধুর্য

২০. 'গরু মাংস খায়'– বাক্যটি অশুদ্ধ কেন?
ক আসত্তির অভাব খ যোগ্যতার অভাব
গ অর্থ অস্পষ্ট বলে ঘ পদবিন্যাসে ত্রুটি

লেকচার-৯ : বানান ও বাক্যশুদ্ধি, প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

বানান ও বানানের নিয়ম

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম।

তৎসম শব্দ

১.১ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

১.২ যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ বা তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন– কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, ঊষা।

১.৩ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন– অর্জ্জন, উর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, উর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

১.৪ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন– অহম্ + কার = অহংকার এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, সংঘটন।
সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন– অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

১.৫ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব-ই-কার হয়। যেমন–
ক গুণী → গুণিজন, প্রাণী → প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রিপরিষদ।
খ তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন– গুণী → গুণীজন, প্রাণী → প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রীপরিষদ।
গ ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে-ত্ব ও-তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন– কৃতী → কৃতিত্ব, দায়ী → দায়িত্ব, প্রতিযোগী → প্রতিযোগিতা।

১.৬ বিসর্গ (ঃ) : শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন– ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।
এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ- বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন– দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

অতৎসম শব্দ

২.১ ই, ঈ, উ, ঊ : সব অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই ও উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন– আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হেঁয়ালি। চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো। পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন– ছেলেটি, বইটি, লোকটি।
সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন– এটা কী বই? কী আনন্দ!কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে। যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন- তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২.২ এ, অ্যা : বাংলায় এ বর্ণ বা ে-কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন- কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি; গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন- ব্যাং, ল্যাঠা। এসব শব্দের ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন- অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

২.৩ ও : বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন- কালো, খাটো, ছোটো, ভালো; এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো; করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো; কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো; করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো, করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো; কোনো, মতো।

২.৪ ং, ঙ : শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন- গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন- বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

২.৫ ক্ষ, খ : অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদিপশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

২.৬ জ, য : বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন- কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

ইসলামধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন- আজান, অজু, কাজা, নামাজ, মুয়াজ্জিন, জোহর, রমজান, হজরত।

২.৭ মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন : অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হয় না। যেমন- অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ কেবল ণ হয়, যেমন- কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন। কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে ন হবে। যেমন- গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

২.৮ শ, ষ, স : বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন- কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন; আপিস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব; স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর।

ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম, এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন- পাসপোর্ট, বাস, ক্যাশ, টেলিভিশন, মিশন, সেশন, রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন- তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

২.৯ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ : বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন- স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন- মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

২.১০ হস-চিহ্ন : হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন- কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- উহ্, বাহ্, যাহ্।

২.১১ ঊর্ধ্ব-কমা : ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন- বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

বিবিধ

৩.১ সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন- অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে। বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটি এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন- কিছু-না কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

৩.২ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন- ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

৩.৩ না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন- করি না, কিন্তু করিনি।

এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন- নাবালক, নারাজ, নাহক অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন- না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৩.৪ অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন- আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

৩.৫ নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন- আজই, এখনই।

ণত্ববিধি

সংস্কৃত শব্দে ণ লেখার বা ব্যবহারের নিয়মকে ণত্ববিধান বলা হয়।

ণত্ববিধানের নিয়ম :

- ঋ, র, ষ, ক্ষ-এরপর 'ণ' হয়। যেমন- ঋণ, কারণ, ভাষণ, লক্ষণ ইত্যাদি।
- ঋ-কার, র-ফলা, রেফের পর 'ণ' হয়। যেমন- তৃণ, ব্রণ, বর্ণ ইত্যাদি।
- ঋ, ঋ-কার, র, র-ফলা, ক্ষ, ষ, রেফের পর ক-বর্গীয় বর্ণ, প-বর্গীয় বর্ণ, স্বরবর্ণ, য়, ং, হ-এর এক বা একাধিক বর্ণ থাকলে 'ণ' হয়। যেমন- রমণী, ভ্রমণ, হরিণ, ম্রিয়মাণ, সর্বাঙ্গীণ, রামায়ণ ইত্যাদি।
- 'অহ্ন' শব্দের পূর্বে অপর, পূর্ব, পরা শব্দ থাকলে ঐ শব্দের (অহ্ন) 'ন' স্থলে 'ণ' হয়। যেমন-

  অপর + অহ্ন = অপরাহ্ণ (দিনের শেষভাগ)

  পূর্ব + অহ্ন = পূর্বাহ্ণ (দিনের প্রথম ভাগ)

  পরা + অহ্ন = পরাহ্ণ (দিনের শেষ ভাগ)
- ট-বর্গীয় বর্ণের সাথে 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন-

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
কণ্টক	কণ্ঠ	দণ্ড	তুণ্ঢ	ক্ষুণ্ন

- প্র, পরি, পরা, নির এই চারটি উপসর্গের পর 'ণ' হয়। যেমন- প্রণয়, পরিণয়, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি।
- কিছু শব্দে নিত্য বা স্বভাবতই ণ হয়। যেমন-

  চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ

  বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।

  কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী

ফণী অণু বিপণী গণিকা।

আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি।

গৌণ কোণ ভাণ পণ শোণ।

চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি বণিক গুণ

গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

ব্যতিক্রম

- দেশি, বিদেশি, তদ্ভব শব্দ এবং ক্রিয়াবাচক পদে 'ণ' হয় না। যেমন- কোরান, ক্যান্টিন, লন্ডন, সন, সোনা, ধরন, ধরুন, করেন, মারেন, ধরেন ইত্যাদি।
- সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণত্ববিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমন- ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক।
- ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো 'ণ' হয় না, 'ন' হয়। যেমন- অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন ইত্যাদি।
- 'অহ্ন' শব্দের পূর্বে অপর, পূর্ব, পরা শব্দ ব্যতীত অন্যকোনো শব্দ থাকলে 'ণ' হয় না, 'ন' হয়। যেমন- মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, নিশ্চিহ্ন।
- ঋ, ঋ-কার, র, র-ফলা, ক্ষ, ষ, রেফের পর ক-বর্গীয় বর্ণ, প-বর্গীয় বর্ণ, স্বরবর্ণ, য়, ং, হ ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণ থাকলে 'ণ' হয় না, 'ন' হয়। যেমন- রচনা, প্রার্থনা, দর্শন, রটনা, ঘটনা, অর্জন, মূর্ধন্য ইত্যাদি।

ষত্ববিধি

সংস্কৃত শব্দে 'ষ' ব্যবহার বা লেখার নিয়মকে ষত্ববিধান বলা হয়।

ষত্ববিধানের নিয়ম

- অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের 'স' 'ষ' হয়। যেমন- ভবিষ্যৎ (ভু + অ + বৃ + ই +), মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।
- ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত-উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন- অভিসেক > অভিষেক, সুসুপ্ত >সুষুপ্ত, অনুসঙ্গ > অনুষঙ্গ, প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান>প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান > অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।
- 'ঋ' কারের পর 'ষ' হয়। যেমন- ঋষি, কৃষক, উৎকৃষ্ট, দৃষ্টি, সৃষ্টি, ইত্যাদি।
- তৎসম শব্দে 'র' এরপরে 'ষ' হয়। যেমন- বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ ইত্যাদি।
- র-ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে, তবে তার পরে 'ষ' হয়। যেমন- পরিষ্কার, আবিষ্কার।
- অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে 'স' হয়। যেমন- পুরস্কার, তিরস্কার।
- ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন- কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ ইত্যাদি।
- সম্ভাষণসূচক শব্দের শেষে এ-কার থাকলে 'ষ' হয়। যেমন- সুজনেষু, প্রিয়বরেষু, শ্রীচরণেষু ইত্যাদি।
- কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন- ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, ঊষা, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, ওষুধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দ্বেষ ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম

- দেশি, বিদেশি, তদ্ভব ও ক্রিয়াবাচক পদে 'ষ' হয় না। যেমন- স্টেডিয়াম, পোস্টার, আসেন, বসেন, হাসেন, সন, সোনা, সহজ, সরল, সাম্য ইত্যাদি।
- সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও 'ষ' হয় না। যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।
- স্পৃহ, স্পন্দ, স্ফুট, স্ফুর, আস্পদ ধাতুর 'স' 'ষ' হয় না। যেমন- নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, পরিস্ফুট, বিস্ফোরণ ইত্যাদি।

একনজরে

- সংস্কৃত শব্দে ণ-ব্যবহারের নিয়মকে ণত্ববিধান বলে এবং সংস্কৃত শব্দে ষ-ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ববিধান বলে।
- ক্রিয়াপদে সর্বদাই 'ন' হয়। যেমন- করুন, ধরেন ইত্যাদি।
- অতৎসম শব্দ যেমন- দেশি, বিদেশি ও তদ্ভব শব্দে ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান প্রযোজ্য নয়।
- সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণত্ববিধান প্রযোজ্য নয়।
- 'ত' বর্গের সাথে যুক্ত 'ন' কখনো 'ণ' হয় না।
- সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ষ' হয় না।

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' কত সালে প্রণীত হয়? → ১৯৯২ [৪৬তম বিসিএস]

- কোন শব্দে ণত্ববিধি অনুসারে 'ণ'-এর ব্যবহার হয়েছে? → প্রবণ [৩৬তম বিসিএস]
- নিত্য মূর্ধন্য ষ কোন শব্দে বর্তমান? → আষাঢ় [২৪তম, ২০তম বিসিএস]
- ণত্ববিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য? → তৎসম [২১তম বিসিএস]

বাংলা বানানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

০১ বস্তুবাচক শব্দ ও প্রাণিবাচক অতৎসম শব্দের শেষে ই-কার (ি) হবে যেমন-

বস্তুবাচক : বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, চাবি ইত্যাদি।

প্রাণিবাচক : মুরগি, পাখি, হাতি ইত্যাদি।

০২ দেশ, জাতি ও ভাষার নাম লিখতে সর্বদা ই-কার (ি) হবে। যেমন- **দেশ :** জার্মানি, ইতালি, গ্রিস, চিলি, গিনি, হাইতি, হাঙ্গেরি ইত্যাদি।

জাতি : বাঙালি, জাপানি, পর্তুগিজ, তুর্কি ইত্যাদি।

ভাষা : ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফারসি, নেপালি ইত্যাদি।

০৩ -ইনী, -ঈ, -ঈয়সী, -নী, -বতী, -মতী, -ময়ী, অন্ত্য প্রত্যয়যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার (ী) হবে। যেমন- সর্বময়ী, মানবী, জননী, স্ত্রী, বুদ্ধিমতী, নারী, মনোহারিণী, গরীয়সী, তরুণী, কৃপাময়ী, গুণবতী ইত্যাদি।

০৪ বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার (ি) হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বর্ণালী	বর্ণালি
রূপালী	রূপালি
সোনালী	সোনালি

০৫ বিদেশি শব্দের বানান বাংলায় লেখার সময় 'ষ' ও 'ণ' না হয়ে 'স' ও 'ন' হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ষ্টেশন	স্টেশন	গভর্ণর	গভর্নর
ষ্টুডিও	স্টুডিয়ো	কর্ণার	কর্নার
ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট	কর্ণেল	কর্নেল

০৬ অদ্ভুত-এর 'ভুত' ব্যতীত আর সব 'ভূত'-এ 'ঊ-কার' (ূ) হবে। যেমন- অভিভূত, একীভূত, আবির্ভূত, দ্রবীভূত, অভূতপূর্ব, অঙ্গীভূত, উদ্ভূত, কিম্ভূত, প্রভূত, পরাভূত, সম্ভূত, বশীভূত ইত্যাদি।

০৭ ক-বর্গের শেষ বর্ণ ঙ, ক-বর্গের সাথে ঙ যুক্ত হয়। কখনোই 'ঞ' বা 'ন' যুক্ত হয় না। যেমন- গঙ্গা, কঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, অঙ্ক, ভয়ঙ্কর, আতঙ্ক, কেলেঙ্কারি, পঙ্কিল, শঙ্কা, আশঙ্কা, কঙ্কাল, পঙ্ক, কলঙ্ক, চিত্রাঙ্কন, বঙ্কিম, শশাঙ্ক, অঙ্গ, অঙ্গুলি, অঙ্গন, কঙ্কন, কলিঙ্গ, শৃঙ্খলা, শঙ্খ ইত্যাদি। তবে ক্ষেত্র বিশেষ 'ঙ' ও 'ং' উভয়ই হতে পারে। যেমন- অলঙ্কার/অলংকার, রঙ/রং, ঝঙ্কার/ঝংকার ইত্যাদি।

০৮ চ-বর্গের শেষ বর্ণ ঞ। চ-বর্গের সাথে ঞ যুক্ত হয়। কখনোই 'ঙ' বা 'ন' যুক্ত হয় না। যেমন- কাঞ্চন, জ্ঞান, গুঞ্জন, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, মঞ্জুরি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্যঞ্জন, বরঞ্চ, কুঞ্জ, প্রপঞ্চ, প্রবঞ্চনা, ঘিঞ্জি ইত্যাদি।

১১ ট-বর্গের শেষ বর্ণ ণ (মূর্ধন্য-ণ)। তাই তৎসম শব্দে ট-বর্গের সাথে ণ যুক্ত হবে। কখনোই ন (দন্ত্য-ন) হবে না। যেমন– কণ্ঠ, কাণ্ড, ঘণ্টা, বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড, দণ্ড, প্রকাণ্ড, ভণ্ড, মণ্ডল, ভাণ্ডার ইত্যাদি।

১০ ত-বর্গের শেষ বর্ণ ন। তাই তৎসম শব্দে ত-বর্গের সাথে ন যুক্ত হয়; কখনোই মূর্ধণ্য ণ যুক্ত হয় না। যেমন– দন্ত, ধান্দা, সন্ধ্যা, অন্ত, ভ্রান্ত, গ্রান্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, দ্বন্দ্ব, বিন্দু, অন্ধ, বন্ধন, বন্ধ্যা, অন্ন, ছিন্ন, রান্না ইত্যাদি। বিদেশি শব্দে সর্বদাই দন্ত্য-ন হয়।

১১ তৎসম শব্দে 'ষ' ও 'র' (ঋ, ঋ-কার, রেফ্, র-ফলা) এরপর মূর্ধন্য ণ ব্যবহৃত হয়। যেমন– তোরণ, ঋণ, বর্ণ, উদাহরণ, ধারণ, বরণ, আমন্ত্রণ, প্রাণ, প্রণীত, ব্রণ, অর্ণব, কর্ণ, ষর্ণ, দূষণ, বর্ণ, ভাষণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, রক্ষণ, বীক্ষণ ইত্যাদি।

১২ উপসর্গের পর ই-কার ও উ-কার থাকলে পরবর্তীতে 'ষ' হয় অন্যথায় 'স' হয়। যেমন– পরিষ্কার, আবিষ্কার, অনুষঙ্গ, সুষুপ্ত, বহিষ্কার, নিষ্কলঙ্ক, চতুষ্কোণ, ভ্রাতুষ্পুত্র, নিষ্কর্মা, নিষ্কৃতি, দুষ্কর, চতুষ্পদ, নিষ্পাপ, জ্যোতিষ্ক, নিষ্পত্ত, নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্ন ইত্যাদি।
ব্যতিক্রম : অনুসরণ, অভিসার, পরিসমাপ্তি।

১৩ অ-কার এর পরবর্তী বর্ণে 'স' যুক্ত হয়। যেমন– পুরস্কার, তিরস্কার, নমস্কার, শ্রেয়স্কর, মনস্কামনা, ভাস্কর ইত্যাদি।

১৪ র, ঋ, ঋ-কার, রেফ, র-ফলা- এর পরে 'ষ' হয়। যেমন– কৃষক, বর্ষা, ঋষি, ঈর্ষা, বৃষ, কৃষি, তৃষ্ণা, সৃষ্টি, কৃষ্টি, উৎকর্ষ, বার্ষিকী, শীর্ষ, হর্ষ, মুমূর্ষু, সপ্তর্ষি, তৃষা ইত্যাদি।

১৫ তৎসম শব্দে ট ও ঠ-এর সাথে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন– ইষ্ট, কষ্ট, তুষ্ট, নষ্ট, অনিষ্ট, আড়ষ্ট, নিকৃষ্ট, পুষ্টি, মুষ্টি, চেষ্টা, বিনষ্ট, শ্রেষ্ঠ, পৃষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। কিন্তু বিদেশি শব্দের বানানে অবশ্যই 'স' হবে। যেমন– স্টোর, স্টেশন, স্টিমার, স্টেনগান, কাস্টমার ইত্যাদি।

১৬ স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দের শেষে সর্বদা দীর্ঘ ই-কার (ী) হয়। যেমন– দাসী, হরিণী, পিশাচী, মানবী, তরুণী, যুবতী, নেত্রী, নারী ইত্যাদি।

১৭ কোনো শব্দের শেষে 'ত্ত' থাকলে এবং তা শব্দ থেকে বাদ দিলেও বাকি অংশের অর্থ ঐ শব্দসংশ্লিষ্ট হয়, তবে শুধু সেক্ষেত্রেই 'স্থ' হবে। অন্যথায় 'ত্ত' হবে। যেমন–

নিকটস্থ (নিকট + স্থ)	বিশ্বস্ত (বিশ্ব + ত্ত)
পকেটস্থ (পকেট + স্থ)	বিন্যস্ত (বিন্য + ত্ত)
পদস্থ (পদ + স্থ)	সমস্ত (সম + ত্ত)

১৮ 'তৈরি' সর্বদা (ি) কার দিয়ে হবে। যেমন–
- এক কাপ চা তৈরি কর । (ক্রিয়া)
- সে তৈরি পোশাক পরে। (বিশেষণ)

১৯ তা, তৃ, ইনী প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মধ্যাংশে প্রত্যয়ের ই-কার হয় যেমন–

উপকারী + তা = উপকারিতা	তেজস্বী + তা = তেজস্বিতা
মনোযোগী + তা = মনোযোগিতা	সহকারী + তা = সহকারিতা
প্রতিযোগী + তা = প্রতিযোগিতা	বিরোধী + তা = বিরোধিতা
সত্যবাদী + তা = সত্যবাদিতা	একাকী + তৃ = একাকিত্ব
মন্ত্রী + তৃ = মন্ত্রিত্ব	দায়ী + তৃ = দায়িত্ব
কৃতী + তৃ = কৃতিত্ব	স্থায়ী + তৃ = স্থায়িত্ব
অধিবাসী + ইনী = অধিবাসিনী	অপরাধী + ইনী = অপরাধিনী
সহধর্মী + ইনী = সহধর্মিণী	সহপাঠী + ইনী = সহপাঠিনী

২০ কিছু স্ত্রীবাচক শব্দ সাধারণত ভুল হয়। এগুলো না হওয়ার জন্য নিচের শব্দগুলো মনে রাখতে হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাথিনী	অনাথা	সুকেশিনী	সুকেশা/সুকেশী
ননদিনী	ননদ	রজকিনী	রজকী
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	পিশাচিনী	পিশাচী
গোপিনী	গোপী	ত্রিনয়নী	ত্রিনয়না
চাতকিনী	চাতকী	বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী
সর্পিনী	সর্পী	হেমাঙ্গিনী	হেমাঙ্গী

২১ **সন্ধিতে বিসর্গ স্থানে মূর্ধন্য ষ বসে :** সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার বা উ-কারের পর ক/খ/প/ফ-এর যে-কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'ষ' হয়। যেমন–

চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ	নিঃ +ফল = নিষ্ফল
নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ	নিঃ + প্রাণ = নিষ্প্রাণ
ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র	বহিঃ + কার = বহিষ্কার
নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি	ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার
আবিঃ + কার = আবিষ্কার	নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

২২ **বিসর্গ সন্ধিতে 'স' এর ব্যবহার :** বিসর্গের পরে 'ত' কিংবা 'থ' থাকলে ঐ বিসর্গ স্থানে 'স' হয়। আবার, অ বা আ বর্ণের পর বিসর্গ থাকলে বিসর্গ স্থানে 'ষ' না হয়ে 'স' হয়। যেমন–

নিঃ + তার = নিস্তার	মনঃ + তাপ = মনস্তাপ
দুঃ + তর = দুস্তর	পুরঃ + কার = পুরস্কার
প্রঃ + থান = প্রস্থান	শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর
তিরঃ + কার = তিরস্কার	ভাঃ + কর = ভাস্কর

এরূপ তেজস্কর, তেজস্ক্রিয়, নমস্কার, নমস্কৃত, বৃহস্পতি, তস্কর, আস্পদ ইত্যাদি।

২৩ কিছু বিসর্গ সন্ধি আছে যেখানে বিসর্গ লোপ পেয়ে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ হয়। যেমন–

নিঃ + রস = নীরস নিঃ + রব = নীরব	নিঃ + রোগ = নীরোগ

২৪ সন্ধি সাধিত আরও কিছু শব্দ আছে যেখানে প্রায় ভুল করা হয়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাটন	অনটন	জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
অদ্যাবিধ	অদ্যাবধি	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
পৃথকন্ন	পৃথগন্ন	তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	মুখছবি	মুখচ্ছবি
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	উপরিপরি	উপর্যুপরি
বহুৎসব	বহ্যুৎসব	যশেচ্ছা	যশ-ইচ্ছা

২৫ **সম্ভাষণসূচক শব্দের বানানে সতর্কতা :** পুরুষবাচক সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর ষ হয়। যেমন– প্রীতিভাজনেষু, প্রিয়বরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, কল্যাণবরেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু, সুজনেষু, স্নেহাস্পদেষু, সুহৃদবরেষু, কল্যাণীয়েষু।
ব্যতিক্রম : আ-কারের পর স্ত্রীবাচক সম্ভাষণে সু হয়। যেমন– কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু, পূজনীয়াসু, প্রিয়তমাসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু ইত্যাদি।

২৬ **প্রত্যয় ও ধাতুর অপরিবর্তনীয় দন্ত্য-স**
- ক. স্পৃহ, স্পন্দ, স্ফুর, স্ফুট, ধাতুর 'স' কখনো পরিবর্তিত হয় না। যেমন– নিস্পৃহ, নিস্পন্দ, বিস্ফোরণ, বিস্ফোরক, পরিস্ফুট।
- খ. 'সাৎ' প্রত্যয়ের 'স' ঠিক থাকে। যেমন– অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভস্মসাৎ।
- গ. অ-কার ও আ-কারের পর সন/প্রত্যয়ের স অপরিবর্তিত থাকে। যেমন– অনুসন্ধিৎসা, অভীপ্সা, ঈপ্সা, চিকিৎসা, জিজ্ঞাসা, জিঘাংসা, জুগুপ্সা, পিপাসা, বীপ্সা, লিপ্সা।

২৭ **সমাসঘটিত অশুদ্ধি**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	অর্ধরাত্রি	অর্ধরাত্র
নিরভিমানী	নিরভিমান	অহর্নিশি	অহর্নিশ
নিরহংকারী	নিরহংকার	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
নির্গুণী	নির্গুণ	গরিমাময়	গরিময়
নির্জ্ঞানী	নির্জ্ঞান	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
নীরোগী	নীরোগ	পিতাহারা	পিতৃহারা
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	মাহারা	মাতৃহারা

২৮ **প্রত্যয় ঘটিত বিভিন্ন অশুদ্ধি**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অর্থনৈতিক	আর্থনীতিক	মাধুরিমা	মধুরিমা
ঐক্যতান	ঐকতান	মুহ্যমান	মোহ্যমান
ঐক্যমত	ঐকমত্য	রম্যণীয়	রমণীয়
গণ্যনীয়	গণ্য	দোষণীয়	দূষণীয়
গ্রাহ্যণীয়	গ্রাহ্য	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
সহ্যনীয়	সহনীয়	পূজ্যনীয়	পূজনীয়
বরণ্যনীয়	বরণীয়	বর্ষকীয়	বার্ষিক

২৯ **সমার্থ শব্দের বাহুল্যজনিত অশুদ্ধি**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি/অদ্যও	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	বিবিধ প্রকার	বিবিধ
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	যদ্যাপিও	যদ্যপি/যদিও
কদাপিও	কদাপি	সময়কাল	সময়/কাল
সমূলসহ	সমূল/মূলসহ	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য
সুস্বাগত	স্বাগত	শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র

৩০ **স্বত্ব ও সত্ত্ব বিভ্রাট :** স্বত্ব ও সত্ত্ব বিভ্রাট দূর করতে এ দুটি শব্দের অর্থ মনে রাখতে হবে। যেমন–
- 'স্ব' অর্থ নিজ। আর এ থেকেই স্বত্ব অর্থ নিজত্ব বা আমাত্ব।
- 'সত্ত্ব' অর্থ বিদ্যমান, অস্তিত্ব, কোনো গুণ বোঝাতেও ফলের রস বোঝাতে।

উদাহরণ
১. এ জমিতে আমার স্বত্ব (নিজত্ব বা অধিকার) আছে।
২. মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা (সন্তানের অস্তিত্ব)।
৩. তিনি একজন সাত্ত্বিক (গুণসম্পন্ন) মানুষ।
৪. কাঁঠালের আমসত্ত্ব (রস অর্থে)।

৩১ **ভারি/ভারী**
- ভারি অর্থ খুব বেশি/বেশি।
- ভারী অর্থ ওজন।

উদাহরণ
১. আমটি ভারি মিষ্টি।
২. এক কেজি লোহা ভারী না এক কেজি তুলা ভারী?

যুক্তব্যঞ্জনে বানান সতর্কতা

ক্ষ	অক্ষি, পক্ষ, পক্ষী, রক্ষী, লক্ষণ, লক্ষণীয়, লক্ষ।
ক্ব	পক্ব, নিক্বণ, কুচিৎ।
ক্ষ্ম	পক্ষ্ম, লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, সূক্ষ্ম।
ঙ্ক	অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কুর, আতঙ্ক, আশঙ্কা, কঙ্কাল, নিঃশঙ্ক, পঙ্ক, পঙ্কজ, বঙ্কিম, শঙ্কা।
ঙ্ক্ষ	আকাঙ্ক্ষা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, শুভাকাঙ্ক্ষী, সুখাকাঙ্ক্ষী।
ঙ্খ	অনুপুঙ্খ, উচ্ছৃঙ্খল, পুঙ্খানুপুঙ্খ, শঙ্খ, শৃঙ্খল, বিশৃঙ্খল।
ঙ্গ	অঙ্গ, অঙ্গীকার, অন্তরঙ্গ, তরঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, বঙ্গ, ব্যঙ্গ, ভঙ্গ, মঙ্গল।
চ্ছ	কৃত্যাচ্ছলে, তরুচ্ছায়া, প্রচ্ছন্ন, বৃক্ষচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দ, প্রচ্ছদ, ব্যবচ্ছেদ, উচ্ছেদ।
চ্ছ্ব	উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত, জলোচ্ছ্বাস, তরঙ্গোচ্ছ্বাস, ভাবোচ্ছ্বাস।
জ্জ্ব	অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল, ঔজ্জ্বল্য, প্রোজ্জ্বল, রৌদ্রোজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল।
ঞ্চ	ক্ষুণ্ন, বিষণ্ন।
ণ্য	গণ্য, তারুণ্য, ঘৃণ্য, নগণ্য, পণ্য, প্রামাণ্য, বরেণ্য, লাবণ্য, ব্রাহ্মণ্য।
ন্য	অন্যান্য, ধন্য, মূর্ধন্য।
হ্ন	অপরাহ্ণ, আহ্নিক, জাহ্নবী, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ।
হ্ন	চিহ্ন, নিশ্চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন।
ন্ব	অন্বয়, অন্বিত, তন্বী, মন্বন্তর, সমন্বয়।
ন্ন	উন্নতি, পদোন্নতি, কান্না, রান্না, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, উৎপন্ন।
ত্ব	অস্তিত্ব, ঋত্বিক, কর্তৃত্ব, ঘনত্ব, চত্বর, ত্বক, ত্বরণ, দায়িত্ব, দূরত্ব, পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, শিষ্যত্ব, স্থায়িত্ব।
অ্য/অ্যা	অধ্যাত্ম, আত্ম, আত্মীয়করণ, আত্মীয়, আধ্যাত্মিক, একাত্ম, দেশাত্মবোধ, দৌরাত্ম্য, হিংসাত্মক।
ন্ত/ন্ত্য	আয়ত্ত, উত্তম, উদ্যত্ত, মৃত্তিকা, মহত্তম, উত্তাপ, উত্তীর্ণ, উদ্বৃত্ত।
ন্ত্র	অন্তঃসত্ত্বা, তত্ত্ব, তান্ত্রিক, সত্ত্বেও, তত্ত্বীয়, মহত্ত্ব।
দ্ব	অদ্বিতীয়, দ্বন্দ্ব, দ্বাদশ, দ্বেষ, দ্বৈত, দ্বীপ, দ্বার।
দ্ব	দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, সন্ধীপ।
ণ্ম	ষাণ্মাসিক, হিরণ্ময়।
শ্ব	আশ্বাস, ঐশ্বর্য, নিশ্বাস, শ্বশুর, ঈশ্বর, শ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্ব।
স্ব	নিঃস্ব, ভাস্বর, স্বাক্ষর, স্বাতন্ত্র্য, স্বাস্থ্য, স্বাবলম্বী, স্বার্থ, স্বাধীন।
শ্ম	জীবাশ্ম, রশ্মি, শ্মশান, শ্মশ্রু।
ক্ষ্ম	লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী।
ষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ।
স্থ	অন্তঃস্থ, অভ্যন্তরস্থ, দুস্থ, মধ্যস্থ।

যুক্তব্যঞ্জন সংক্রান্ত বানান

কাণ্ড	অট্টালিকা	অক্ষুণ্ন	ভ্রুভঙ্গি	উপলব্ধি	সূক্ষ্ম	দুস্থ
শত্রু	ব্রাহ্মণ	সম্মতি	সহস্র	মধ্যাহ্ন	ভাণ্ডার	কিন্তু
তৃষ্ণা	আত্মা	রূপক	ট্রেন	মহুর	ত্রুটি	বিষণ্ন
চট্টগ্রাম	পুরস্কার	পত্র	ভিক্ষুক	শুষ্ক	গদ্য	উন্মাদ
পক্ব	অন্ন	গ্রীষ্ম	গঞ্জনা	প্রস্তুত	ট্রাক	গঙ্গা
জ্ঞান	উন্মথিত	মহাত্মা	ঝঞ্ঝাট	নিম্ন	নিক্বণ	নেত্র
পক্ষ্ম	ধাক্কা	বৃক্ষ	ভক্তি	হৃদয়	বিজ্ঞান	উষ্ণ
উত্তাল	ঝঞ্ঝা	রক্ষা	অশ্বত্থ	অঞ্জন	বাঙ্ময়	বয়স্ক
আত্মীয়	মুগ্ধ	অঞ্চল	অন্ধ	লাঞ্ছনা	মত্ত	বস্তু
বদ্ধ	পূর্বাহ্ণ	শঙ্খ	ক্ষুব্ধ	ক্রন্দন	ক্রয়	ছন্ন
বন্ধু	জন্তু	সন্ধ্যবহার	ঐতিহ্য	দগ্ধ	উদ্ধার	লণ্ডন
আহ্নিক	শঙ্কা	অপরাহ্ণ	অস্থির	বাহ্যজ্ঞান	অগ্নি	নিষ্ক্রিয়

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

অপপ্রয়োগের সংজ্ঞা ও অপপ্রয়োগ ঘটার কারণ

সংজ্ঞা : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত, তাকে অপপ্রয়োগ বলে। যেমন– অশ্রুজল।

কারণ : ৩টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে। যথা– ১. উচ্চারণজনিত, ২. শব্দগঠনজনিত, ৩. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত।

উচ্চারণজনিত : আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারা এবং শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি অসতর্কতায় বানানে অশুদ্ধি ঘটে। যেমন– অনাটন, উদ্ব্যক্ত ইত্যাদি।

শব্দগঠনজনিত : শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন– অপকর্ষতা, উৎকর্ষতা লিখিত হয় বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণে।

অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত : শব্দের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রয়োগবিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ বিভ্রান্তির কারণে বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন– অবদান (কীর্তি), অবধান (মনোযোগ) ইত্যাদি।

'তা' এবং 'তৃ' প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ

'তা এবং 'তৃ' হলো বিশেষ্যবাচক প্রত্যয়, যা কেবল বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্য করে। তাই বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে আবারও 'তা' বা 'তৃ' যুক্ত করলে তা ভুল হবে। যেমন– ধীর শব্দটির সঙ্গে 'তা' প্রত্যয়ে যুক্ত হওয়ায় ফলে ধীরতা শব্দটি বিশেষ্যবাচক শব্দ হয়েছে।

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
অধৈর্য, অধীরতা	অধৈর্যতা	বাহুল্য, বহুলতা	বাহুল্যতা
অপকর্ষ, অপকৃষ্টতা	অপকর্ষতা	বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা	বৈচিত্রতা
আলস্য, অলসতা	আলস্যতা	বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা	বৈশিষ্ট্যতা
ঐক্য, একতা	ঐক্যতা	ভারসাম্য, ভারসমতা	ভারসাম্যতা
কার্পণ্য, কৃপণতা	কার্পণ্যতা	মাধুর্য, মধুরতা	মাধুর্যতা
গাম্ভীর্য, গম্ভীরতা	গাম্ভীর্যতা	মৈত্র, মিত্রতা	মৈত্রতা
চাঞ্চল্য, চঞ্চলতা	চাঞ্চল্যতা	মৌন	মৌনতা
চাতুর্য, চতুরতা	চাতুর্যতা	লাঘব, লঘুতা	লাঘবতা
চাপল্য, চপলতা	চাপল্যতা	সারল্য, সরলতা	সারল্যতা
দারিদ্র্য, দরিদ্রতা	দারিদ্র্যতা	সাদৃশ্য, সদৃশতা	সাদৃশ্যতা
দৈন্য, দীনতা	দৈন্যতা	সামর্থ্য, সমর্থতা	সামর্থ্যতা
দ্বৈত	দ্বৈততা	সৌজন্য, সুজনতা	সৌজন্যতা
দৌর্বল্য, দুর্বলতা	দৌর্বল্যতা	সৌন্দর্য, সুন্দরতা	সৌন্দর্যতা
ধৈর্য, ধীরতা	ধৈর্যতা	সৌহার্দ্য	সৌহার্দ্যতা
প্রসার	প্রসারতা	স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্রতা	স্বাতন্ত্র্যতা
পৌরুষ, পুরুষত্ব	পৌরুষত্ব	উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টতা	উৎকর্ষতা

প্রত্যয়ঘটিত বানানের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

*** কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ঘটিত প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

অপপ্রয়োগ	প্রয়োগ	অপপ্রয়োগ	প্রয়োগ
অধীনস্ত	অধীন	নির্ভণিতা	নির্ভণতা
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	নির্দোষতা	নির্দোষিতা
আর্থনীতিক	অর্থনৈতিক	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
উত্যক্ত	উদ্যত্ত	পূজ্যনীয়	পূজনীয়
একত্রিত	একত্র	পূজ্য	পূজ্য
ঐক্যতান	একতান	পুষ্করণী	পুষ্করিণী
করিতকর্মা	করিতকর্মা	বিবাদমান	বিবদমান
গণ্যনীয়	গণ্য	বাহ্যিক	বাহ্য
গ্রাহ্যনীয়	গ্রাহ্য	বৈচিত্র	বৈচিত্র্য
ঘূর্ণায়মান	ঘূর্ণায়মান	ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
চোষ্য	চূষ্য	মহাত্ম্য	মাহাত্ম্য
জ্ঞানমান	জ্ঞানবান	মহত্ত্ব	মহত্ত্ব
তদৃষ্টে	তদ্দর্শনে	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রমশালী
দৌরাত্ম্য	দৌরাত্ম্য	সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য
দূরাবস্থা	দূরবস্থা	স্বত্ত্ব	স্বত্ব
দোষণীয়	দূষণীয়	স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য

সমাসঘটিত প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

অপপ্রয়োগ	প্রয়োগ	অপপ্রয়োগ	প্রয়োগ
নিপরাধী	নিরপরাধ	নিরহঙ্কারী	নিরহংকার
নিরভিমানী	নিরভিমান	নির্দোষী	নির্দোষ
অর্ধরাত্রী	অর্ধরাত্র	পিতাহারা	পিতৃহারা
অহর্নিশ	অহর্নিশ	ভ্রাতাবৃন্দ	ভ্রাতৃবৃন্দ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	মহিমামন্ডিত	মহিমমন্ডিত
দিবারাত্রি	দিবারাত্র	মাতাজাতি	মাতৃজাতি
নির্ধনী	নির্ধন	নীরোগী	নীরোগ
যুবরাজা	যুবরাজ	রাজাগণ	রাজগণ

ব্যাখ্যায় বানান শুদ্ধি

সঠিক ও বিশুদ্ধ বাক্য গঠনে বাংলা বানানের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যাবশ্যক। আর প্রতিটি বানান বিশুদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে সঠিক ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। তাই বানানের দখলের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন।

ক্লোরিন	ক্লোরিন একটি বিদেশি শব্দ বিধায় র-এর পরে স্বরবর্ণ ই-কার থাকা সত্ত্বেও শেষ বর্ণে মূর্ধন্য-ণ হয়নি।
কল্যাণ	এই বানানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো, শব্দটির শেষে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ণত্ববিধান রয়েছে।
খ্রিস্টান	'খ্রিস্টান' শব্দটি হলো বিদেশি শব্দ। আর বিদেশি শব্দে কখনোই 'ষ' হয় না। তাই বানানে 'স'-এর ব্যবহার হয়েছে।
দুর্নীতি	ণত্ববিধান অনুযায়ী সমাসবদ্ধ পদের দ্বিতীয় পদে দন্ত্য-ন হয়।
দুর্বিষহ	অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির পর ষত্ববিধান কার্যকর হয়।
প্রতীক্ষা	সন্ধির নিয়মানুসারে 'ই' এবং 'ঈ' মিলে দীর্ঘ ই-কার হয়।
পরিষদ	ষত্ববিধানের নিয়মানুসারে পরি উপসর্গের পর মূর্ধন্য-ষ হয়।
পুরস্কার	সন্ধির নিয়মানুসারে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের পর ক থাকলে বিসর্গ স্থানে 'স' হয় [পুরঃ + কার]।
পরিষ্কার	অ, আ, ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির পর মূর্ধন্য-ষ হয়। [পরি + কার]।
মুমূর্ষু	ষত্ববিধান অনুযায়ী র-এর পর মূর্ধন্য-ষ হয়।
ভৌগোলিক	[ভূগোল + ইক + ভৌগোলিক] প্রত্যয়ের নিয়মানুসারে আদিস্বরের বৃদ্ধি ঘটেছে।
মনোযোগ	সন্ধির নিয়মানুসারে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের পর 'য' থাকলে অ-কার ও বিসর্গ উভয়স্থলে ও-কার হয়। [মনঃ + যোগ = মনোযোগ]।
শুশ্রূষা	ষত্ববিধানের নিয়ম অনুসারে অ আ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণের পর মূর্ধণ্য-ষ হয়।
ষোড়শ	ষট + দশ = ট-এর পর দ থাকায় ড় হয়।
ষষ্ঠ	ষষ্ + থ = ষষ্ঠ। সন্ধির নিয়মানুসারে 'ষ' বর্ণের পরে 'য' স্থানে 'ঠ' হয়।
স্টিল	ষত্ববিধানের নিয়মানুসারে ইংরেজি S স্থানে স্ট হয়। এছাড়া বিদেশি শব্দে আধুনিককালে ই-কার ব্যবহার হয়।
বোধোদয়	সন্ধির নিয়মানুসারে অ এবং উ-কার মিলে ও হয়। [বোধ + উদয় = বোধোদয়]।
প্রতীক্ষা	সন্ধির নিয়মানুসারে ই এবং ঈ মিলে ঈ-কার হয়। [প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা]।
সন্ত্রাস	সন্ধির নিয়মানুসারে য-এর পর বর্গীয় ধ্বনি থাকলে 'য' সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি [ঙ, ঞ, ণ, ন, ম] হয়। সম্ + ত্রাস = সন্ত্রাস।
বৈশিষ্ট্য	ষত্ববিধানের নিয়মানুসারে ট-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সর্বদাই মূর্ধন্য-ষ হয়।
কোরান	বিদেশি শব্দে ণত্ববিধানের নিয়মানুযায়ী কখনোই 'ণ' হয় না।
উচ্ছৃঙ্খল	সন্ধির নিয়মানুসারে ত-এর পর 'শ' থাকলে ত স্থানে 'চ' এবং 'শ' স্থানে 'ছ' হয়। [উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল]।
ঔপনিবেশিক	প্রত্যয়ের নিয়মানুসারে- ইক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে আদিস্বরের বৃদ্ধি ঘটেছে। [উপনিবেশ + ইক = ঔপনিবেশিক]
উজ্জ্বল	সন্ধির নিয়মানুসারে ৎ স্থানে জ হয়।
উচ্চারণ	সন্ধির নিয়মানুসারে ত-এর পর থাকলে ত স্থানে চ হয়। চ পরবর্ণে যুক্ত হয়।
আবিষ্কার	বিসর্গ সন্ধির নিয়মানুসারে অ আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের পর 'ক' থাকলে বিসর্গ স্থানে 'ষ' হয়। [আবিঃ + কার = আবিষ্কার]।
আভিজাত্য	প্রত্যয়ের নিয়মানুসারে য-প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। [আভিজাত + য = আভিজাত্য]।
আকস্মিক	প্রত্যয়ের নিয়মানুসারে- ইক প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি ঘটে এবং অন্ত্যস্বরের 'আৎ' লোপ পায়। [অকস্মাৎ + ইক = আকস্মিক]।
অধিকারিণী	মূল শব্দ 'অধিকারিন'। ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হয়।
অহংকার	সন্ধির নিয়মানুসারে য-এর স্থানে ঙ বা ং হয়। [অহম্ + কার = অহংকার]।
অন্বেষণ	সন্ধির নিয়মানুসারে উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ/ঊ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উ/ঊ স্থানে ব হয়, ব পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। [অনু + এষণ = অন্বেষণ]।
অত্যুক্তি	সন্ধির নিয়মানুসারে ই-কারের পর উ-কার থাকলে ই-স্থানে য-ফলা হয়। য-ফলা পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। [অতি + উক্তি = অত্যুক্তি]।
অপরাহ্ণ	র-এর পর স্বরধ্বনি ও হ এর ব্যবধানে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ-তে পরিবর্তিত হয়েছে।
অগ্রণী	র-এর পর স্বরধ্বনির ব্যবধানে মূর্ধন্য-ণ হয়েছে।
অগ্রহায়ণ	র-এর পর স্বরধ্বনি, 'হ' এবং 'য়' এর ব্যবধানে মূর্ধন্য-ণ হয়।
অভিষেক	অ, আ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পর 'ষ' হয়।
ঊর্ণনাভ	সমাসের নিয়মানুসারে 'নাভি' শব্দটি সমস্তপদে 'নাভ' হয়েছে। ঊর্ণা নাভিতে যার– ঊর্ণনাভ [বহুব্রীহি সমাস]।
রং	অতৎসম শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ং কিংবা ঙ' দুটো সিদ্ধ।
প্রিনয়ন	সমাসে পূর্বপদে ঋ, র, ষ থাকলেও পরপদের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না।
সৌন্দর্য	[সুন্দর + য = সৌন্দর্য], প্রত্যয়যুক্ত হওয়ায় আদি স্বরের বৃদ্ধি [উ > ঔ] ঘটেছে।
সুবর্ণ	ণত্ববিধানের নিয়ম অনুসারে র-এর পরবর্তী ন 'ণ'-তে পরিবর্তিত হয়েছে।
অভিযিক্ত	[অভি + সিক্ত]- ষত্ববিধানের নিয়ম অনুযায়ী ই-কারান্ত উপসর্গের পরবর্তী ধাতুর 'স' 'ষ'-তে পরিবর্তিত হয়েছে।
মন্ত্রিত্ব	'ঈন্' ভাগান্ত শব্দের শেষে 'ত্ব' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ই-কার হয়েছে।
প্রতিযোগিতা	সংস্কৃত ইন্ ভাগান্ত শব্দের শেষে 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় ই-কার হয়েছে।
কর্নেল	বিদেশি শব্দ হওয়ায় র-এর পর ণ হয়নি।
স্টেশন, স্টোর	ষত্ববিধানের নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজি St স্থানে বাংলা 'স্ট' হয়।
সৃষ্টি	ষত্ববিধানের নিয়ম অনুসারে ট-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সর্বদাই মূর্ধন্য-ষ হয়।
যুধিষ্ঠির	ষত্ববিধানের নিয়ম অনুসারে যদি সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদের শেষে ই, উ, ঋ থাকে, তবে পরপদের আদ্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। [যুধি + স্থির]।
শোষণ	শব্দটির প্রকৃতি অর্থাৎ মূলেই মূর্ধন্য-ষ আছে।
সংবরণ	ণত্ববিধান অনুযায়ী মূর্ধন্য-ণ হয়েছে।
ক্ষণ	ণত্ববিধান অনুযায়ী, য-এর পর স্বরধ্বনির ব্যবধানে মূর্ধন্য-ণ হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বানান

অগ্ন্যাশয়	কৃচ্ছ	বন্ধ্যা	প্রত্যূষ	সংবর্ধনা
অগ্ন্যুৎপাত	ক্ষুণ্নিবৃত্তি	সৌহার্দ্য	সন্ধ্যা	ষাণ্মাষিক
অচিন্ত্য	গার্হস্থ্য	বন্দ্যোপাধ্যায়	দয়ার্দ্র	শ্লেষ্মা
অধ্যাত্ম	ঘূর্ণায়মান	সান্ত্বনা	দুরাকাঙ্ক্ষা	শ্যেন
অনিন্দ্য	জলোচ্ছ্বাস	তীক্ষ্ণ	দুর্নিরীক্ষ্য	শ্মশ্রু
অনূর্ধ্ব	বিভীষিকা	তুষ্ণীম্ভাব	দৌরাত্ম্য	শ্মশান
অন্তঃসত্ত্বা	হীনম্মন্যতা	ত্বরণ	দ্বেষ	শ্মশ্রু
অন্তর্জ্বালা	জাজ্বল্যমান	বক্ষ্যমাণ	দ্বৈত	শ্বশুর
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	বিদ্বজ্জন	সাত্ত্বিক	দ্ব্যর্থ	শ্বাপদ
অমর্ত্য	স্বায়ত্তশাসন	পৌরোহিত্য	ধ্বজা	ব্যত্যয়
অপজ্য	বাগ্মীকি	মনস্তত্ত্ব	ধ্বন্যাত্মক	ব্যবচ্ছেদ
উচ্চৈঃস্বর	জ্বলজ্বল	বৈচিত্র্য	নির্দ্বন্দ্ব	শাশ্বত
উজ্জ্বল	জ্যোতিষী	ত্বরান্বিত	নির্দ্বিধা	বৈদগ্ধ্য
উদ্যত্ত	বর্ত্ম	ত্বরিত	নীরব	ব্যপদেশ
উদ্বিজ্জ	স্বাচ্ছন্দ্য	মন্বন্তর	নৈঋত	লক্ষ্য
এতদ্ব্যতীত	স্বতঃস্ফূর্ত	বাল্মীকি	ন্যূন	লক্ষণ
ঔজ্জ্বল্য	জ্যোতিষ্ক	প্রাতর্ভ্রমণ	পঙ্‌ক্তি	ব্যবধান
কাঙ্ক্ষিত	টীকাটিপ্পনী	সন্ন্যাসী	পরাঙ্মুখ	ব্যুৎপত্তি
কৌলীন্য	তদ্ব্যতীত	প্রাতঃকৃত্য	ব্রাহ্মণ	ব্যূহ
ভৌগোলিক	যশস্বী	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	ব্যঙ্গ	মাহাত্ম্য
ভ্রাতৃত্ব	বয়োজ্যেষ্ঠ	মুমূর্ষু	জ্যৈষ্ঠ	অকস্মাৎ
মধুসূদন	যাচঞা	মুহুর্মুহু	ব্যথা	সরস্বতী
স্বত্ব	ব্যথিত	দারিদ্র্য	জাত্যভিমান	ব্যবচ্ছেদ

অনুশীলন পর্ব

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভাগীরথি	ভাগীরথী	মুহুর্ত	মুহূর্ত
শারিরিক	শারীরিক	শরিরী	শরীরী
উজ্জল	উজ্জ্বল	ময়মাণ	ম্রিয়মাণ
যক্ষা	যক্ষ্মা	শান্তনা	সান্ত্বনা
নিশীত	নিশীথ	দ্ব্যার্থ	দ্ব্যর্থ
পুরষ্কার	পুরস্কার	উপন্যাসিক	ঔপন্যাসিক
আবিস্কার	আবিষ্কার	ঐক্যতান	ঐকতান
চক্ষুস্মান	চক্ষুষ্মান	ইদানিংকাল	ইদানীং
জৈষ্ট্য	জ্যৈষ্ঠ	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
পুংখানুপুঙ্খ	পুঙ্খানুপুঙ্খ	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
নীরিক্ষণ	নিরীক্ষণ	মুমূর্ষু	মুমূর্ষু
উদ্যাসীন্য	ঔদাসীন্য	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
সৌজন্যতা	সৌজন্য	অর্ধাঙ্গী	অর্ধাঙ্গী
সম্ভব	সম্ভবপর	নির্দোষী	নির্দোষ
রজকিনী	রজকী	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
পৌরহিত্ব	পৌরহিত্য	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
নিরীখ	নিরিখ	সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য
নিরপরাধী	নিরপরাধ	মহাত্ম	মাহাত্ম্য
সংকেশিনী	সুকেশা	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা	দৈন্যতা	দৈন্য
পিপিলিকা	পিপীলিকা	বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
সমিচীন	সমীচীন	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
প্রতীচি	প্রতীচী	উন্মীলীত	উন্মীলিত
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা	সামর্থ	সামর্থ্য
বিদ্রুপ	বিদ্রূপ	বিদ্যান	বিদ্বান
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ	মদুসূধন	মধুসূদন
পানিনি	পাণিনি	ক্ষীণজিবী	ক্ষীণজীবী
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	নিহারিকা	নীহারিকা
মনমোহন	মনোমোহন	রুগ্ন	রুগ্ণ
বিশ্চিক	বৃশ্চিক	সূচী	সূচি
ধরণী	ধরণি	লজ্জাদ্কার	লজ্জাকর
মনিষী	মনীষী	বাহুল্যতা	বাহুল্য
শ্রদ্ধাঞ্জিলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	দৌরাত্ব	দৌরাত্ম্য
মরিচিকা	মরীচিকা	সূর্পনখা	শূর্পণখা
সখ্যাতা	সখ্য/সখিত্ব	মনচোর	মনশ্চোর
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা	উজ্জ্বল্য	ঔজ্জ্বল্য
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	যান্ত্রাসিক	ষাণ্মাসিক
স্বরস্বতী	সরস্বতী	সত্ত্বা	সত্তা
অনাথিনী	অনাথা		

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন

১. **শুদ্ধ বানানের গুচ্ছ কোনটি?** [৪৫তম বিসিএস]
● শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন (খ) শিরোচ্ছেদ, দারিদ্র্য, সমীচিন
(গ) শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা সমিচীন (ঘ) শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন

২. **'সুনামীর তান্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।'– বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে?** [৪৫তম বিসিএস]
(ক) একটি (খ) দুটি ● তিনটি (ঘ) ভুল নেই

৩. **শুদ্ধ বানান কোনটি?** *[৪৪তম বিসিএস]*
(ক) মুমুর্ষ (খ) মৃমুর্মু ● মুমূর্ষু (ঘ) মূমূর্ষ

৪. **নিচের কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ?** *[৪৪তম বিসিএস]*
(ক) আমি কারও সাতেও নেই, সতেরোতেও নেই
(খ) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
● তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল
(ঘ) সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম

৫. **ভুল বানান কোনটি?** *[৪৩তম বিসিএস]*
● ভূবন (খ) অন্তঃসার (গ) মুহূর্ত (ঘ) অদ্ভুত

৬. **শুদ্ধ বাক্য নয় কোনটি?** *[৪২তম বিসিএস]*
(ক) বিদ্বান হলেও তার কোনো অহংকার নেই
(খ) ইশ! যদি পাখির মত পাখা পেতাম
● অকারণে ঋণ করিও না
(ঘ) হয়তো সোহমা আসতে পারে

৭. **সঠিক বানান নয় কোনটি?** *[৪২তম বিসিএস]*
(ক) ধরণি (খ) মূর্ছা (গ) গুণ ● প্রানী

৮. **কোনটি শুদ্ধ নয়?** *[৪২তম বিসিএস]*
● যন্ত্রনা (খ) শূদ্র (গ) সহযোগিতা (ঘ) স্বতঃস্ফূর্ত

৯. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** *[৪১তম বিসিএস]*
(ক) মনোকষ্ট ● মনঃকষ্ট (গ) মণকষ্ট (ঘ) মনকস্ট

১০. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** *[৪১তম বিসিএস]*
(ক) পুরষ্কার (খ) আবিস্কার (গ) সময়োপযোগী ● স্বত্ব

১১. **কোনটি শুদ্ধ বানান?** *[৪০তম বিসিএস]*
(ক) প্রজ্বল (খ) প্রোজ্জ্বল (গ) প্রোজ্বল ● প্রোজ্জ্বল

১২. **শুদ্ধ বানান কোনটি?** *[৪০তম বিসিএস]*
(ক) অধোগতি (খ) অধঃগতি ● অধগতি (ঘ) অধোঃগতি

১৩. **কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ?** *[৪০তম বিসিএস]*
(ক) আয়ত্তাধীন, অহোরাত্রি, অদ্যপি (খ) গড্ডালিকা, চিন্ময়, কল্যান
(গ) গৃহস্ত, গণনা, ইদানিং ● আবশ্যিক, মিথস্ক্রিয়া, গীতালি

১৪. **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [৩৮তম বিসিএস]
(ক) স্বায়ত্ত্বশাসন (খ) সায়ত্তশাসন
(গ) সায়ত্ত্বশাসন (ঘ) স্বায়তৃশাসন
[নোট : প্রশ্নে উল্লিখিত চারটি অপশনই অশুদ্ধ। এর শুদ্ধ বানান স্বায়ত্তশাসন]

১৫. **নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ?** [৩৭তম বিসিএস]
● নিক্কন, সূচগ্র, অনুর্ধ্ব (খ) অনূর্বর, উর্ধ্বগামী, শুদ্ধাশুদ্ধি
(গ) ভূরিভূরি, ভূঁড়িওয়ালা, মাতৃস্বসা (ঘ) রানি, বিকিরণ, দুরতিক্রম্য

১৬. **নিচের কোনটি অশুদ্ধ?** [৩৭তম বিসিএস]
(ক) অহিংস- সহিংস (খ) প্রসন্ন- বিষণ্ন
● দোষী- নিদোর্ষী (ঘ) নিষ্পাপ- পাপিনী

১৭. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৭তম বিসিএস]
(ক) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
● তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম
(গ) তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ
(ঘ) সেদিন থেকে তিনি সেখানে আর যায় না

১৮. **নিচের কোন শব্দে ণত্ববিধি অনুসারে 'ণ'-এর ব্যবহার হয়েছে?** [৩৬তম বিসিএস]
(ক) কল্যাণ ● প্রবণ (গ) নিক্কণ (ঘ) বিপণি

১৯. **'পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার'– বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে–** [৩৫তম বিসিএস]
(ক) প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ (গ) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
● দুটোই অশুদ্ধ (ঘ) দুটোই শুদ্ধ

২০. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৩৫তম বিসিএস]
● মনীষী (খ) মনীষি (গ) মনিষি (ঘ) মনিষী

২১. **নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৫তম বিসিএস]
(ক) দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
(খ) দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
(গ) দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
● দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়

২২. **কোন চরণটি সঠিক?** [৩৩তম বিসিএস]
● ধন ধান্য পুষ্পে ভরা (খ) ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা
(গ) ধণ্যে ধান্যে পুষ্প ভরা (ঘ) ধন্যে ধান্যে পুষ্পে ভরা

২৩. **কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [৩৩তম বিসিএস]
(ক) দরিদ্রতা (খ) উপযোগিতা (গ) শ্রদ্ধাঞ্জলি ● উর্দ্ধ

২৪. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৩তম বিসিএস]
(ক) তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়
● দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা
(গ) সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল
(ঘ) সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত

২৫. **কোনটি সঠিক বানান?** [৩৩তম বিসিএস]
(ক) নিশিথিনী (খ) নীশিথিনী ● নিশীথিনী (ঘ) নিশিথিনি

২৬. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৩৩তম বিসিএস]
(ক) পিপিলিকা ● পিপীলিকা (গ) পীপিলিকা (ঘ) পিপিলীকা

২৭. **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [৩২তম বিসিএস]
(ক) আকাংখা ● আকাঙ্ক্ষা (গ) আকাঙ্খা (ঘ) আকাংক্ষা

২৮. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [২৫তম বিসিএস]
(ক) তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ (খ) তাহার জীবন সংশয়ময়
● তাহার জীবন সংশয়াপন্ন (ঘ) তাহার জীবন সংশয়ভরা

২৯. **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [২৫তম বিসিএস]
(ক) দন্দ (খ) দ্বন্দ ● দ্বন্দ্ব (ঘ) দন্ব

৩০. **'উৎকর্ষতা' কী কারণে অশুদ্ধ?** [২৪তম বিসিএস]
(ক) সন্ধিজনিত ● প্রত্যয়জনিত (গ) উপসর্গজনিত (ঘ) বিভক্তিজনিত

৩১. **নিত্য মূর্ধন্য ষ কোন শব্দে বর্তমান?** [২৪তম, ২০তম বিসিএস]
(ক) কষ্ট (খ) উপনিষৎ (গ) কল্যাণীয়েষু ● আষাঢ়

৩২. **শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন–**
(ক) ভবিষ্যত, ভৌগলিক, যক্ষা
(খ) যশলাভ, সদ্যোজাত, সংবর্ধনা
● স্বায়ত্তশাসন, আভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক
(ঘ) ঐক্যতান, কেবলমাত্র, উপরোক্ত

৩৩. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [২১তম বিসিএস]
(ক) সুচিস্মিতা (খ) সুচিস্মিতা (গ) সুচীস্মিতা ● শুচিস্মিতা

৩৪. **ণত্ববিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য?** [২১তম বিসিএস]
(ক) দেশী (খ) বিদেশী ● তৎসম (ঘ) তদ্ভব

৩৫. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [২১তম বিসিএস]
(ক) মুমুর্ষু ● মুমূর্ষু (গ) মূমুর্ষু (ঘ) মূমূর্ষু

৩৬. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [২১তম, ১০ম বিসিএস]
(ক) শুশ্রুষা (খ) সুশ্রুষা ● শুশ্রূষা (ঘ) সুশ্রুসা

৩৭. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [১৮তম বিসিএস]
● সমীচীন (খ) সমিচীন (গ) সমীচিন (ঘ) সমিচিন

৩৮. **প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ?** [১৬তম বিসিএস]
(ক) উৎকর্ষতা ● উৎকর্ষ (গ) উৎকৃষ্ট (ঘ) উৎকৃষ্টতা

৩৯. **শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন–** [১৫তম বিসিএস]
● মুহুর্মুহু (খ) মূহুর্মুহু (গ) মুহুর্মূহু (ঘ) মুর্হুমূহু

৪০. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [১৪তম বিসিএস]
(ক) বিভিসীকা ● বিভীষিকা (গ) বীভিষিকা (ঘ) বীভিষীকা

৪১. **বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী একই শব্দের কোন দুটি বানানই শুদ্ধ?** [১৩তম বিসিএস]
(ক) হাতি/হাতী (খ) নারি/নারী (গ) জাতি/জাতী ● দাদি/দাদী

৪২. **শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন–** [১২তম বিসিএস]
(ক) বিদ্যান ব্যাক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন
(খ) বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন
● বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন
(ঘ) বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রতার শিকার হন

৪৩. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [১২তম বিসিএস]
● পাষাণ (খ) পাষান (গ) পাসান (ঘ) পাশান

৪৪. **কোনটি শুদ্ধ?** [১১তম বিসিএস]
(ক) সৌজন্নতা (খ) সৌজন্যতা (গ) সৌজনতা ● সৌজন্য

৪৫. **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?** [১১তম বিসিএস]
● একটি গোপনীয় কথা বলি (খ) একটি গোপন কথা বলি
(গ) একটি গোপণ কথা বলি (ঘ) একটি গুপ্ত কথা বলি

৪৬. **শুদ্ধ বাক্য কোনটি?** [১০ম বিসিএস]
(ক) দুর্বলবশত অনাথিনী বসে পড়ল
(খ) দুর্বলতাবশতঃ অনাথিনী বসে পড়ল
● দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
(ঘ) দুর্বলবশত অনাথা বসে পড়ল

৪৭. **গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি?** [১০ম বিসিএস]
(ক) শব পোড়া (খ) মড়া দাহ ● শবদাহ (ঘ) শবমড়া

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন

- কোন বানানটি শুদ্ধ? → পিপীলিকা *[ডাক বিভাগ-২০১৯]*
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → সংজ্ঞা *[পিএসসি'র প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৯]*
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → মুমূর্ষু [জীবন বীমা করপোরেশন ২০১৮]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → সমীচীন [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৮]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → তিতিক্ষা [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৮]
- কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? → রুগ্‌ণ [প্রশাসনিক কর্মকর্তা২০১৮]
- শুদ্ধ বানান → মূর্ধন্য [সিনিয়র স্টাফ নার্স ২০১৮]
- নির্ভুল বানান কোনটি? → মুহুর্মুহু [NSI-এর সহকারী পরিচালক ২০১৭]
- কোনটি সঠিক বানান? → লক্ষণীয় [সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৭]
- কোনটি শুদ্ধ? → ষ্ণ = ষ্ + ণ [শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৭]
- **নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
  (ক) তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়
  (খ) দারিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা
  ● সলজ্জ হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল
  (ঘ) সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত
- **নিচের কোন বাক্যটি সঠিক?** [উপজেলা পোস্টমাস্টার, ২০১৬]
  (ক) আমার কথাই প্রমাণ হলো (খ) আমার কথাই প্রমান হলো
  (গ) আমার কথাই প্রমাণীত হলো ● আমার কথাই প্রমাণিত হলো
- **কোন বাক্যটিতে ভুল নেই?** [পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]
  ● দরিদ্রতা অভিশাপ (খ) ফুল দেখতে সৌন্দর্য
  (গ) ভুল লিখতে ভূল করো না (ঘ) শনিতে অশনি দেখতে পাইলাম
- **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
  ● শ্বশুর (খ) শশুর (গ) সশুর (ঘ) শসুর
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → বিকিরণ [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → মুহূর্ত [জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → সম্পূর্ণ [পরিসংখ্যান ব্যুরার ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → শুশ্রূষা [পোস্টাল অপারেটর, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → বিভীষিকা [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → মরীচিকা [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা নিয়োগ, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → সংশপ্তক [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ পরিদর্শক, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → রীতিনীতি [সহকারী পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → নিরীক্ষণ [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → গীতাঞ্জলি [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- **কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [পিএসসি সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
  ● দারিদ্র্যতা (খ) উপযোগিতা (গ) রুগ্‌ণ (ঘ) কাহিনি
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → নিশীথিনী [পিএসসির সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [পিএসসির সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
  (ক) তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন
  ● তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন
  (গ) তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ দিলেন
  (ঘ) তিনি তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিলেন
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → সমীচীন [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → আকাঙ্ক্ষা। [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → বিকেন্দ্রীকরণ [উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → অতিথি [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → কৃষিজীবী [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → ব্যাকরণ [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → স্রষ্টা [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২০১৬]
- কোন বানানটি শুদ্ধ? → → গোধূলি [সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ২০১৬]

বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

বহুবচন পদের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধ : কোনো কোনো সময় বিশেষণ পদ নির্ধারক বহুবচনের কাজ করে। এক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন পদে পরিণত করার প্রয়োজন পড়ে না। যেমন– এক গাদা বই, সকল ছাত্র, সকল শিক্ষক, সকল বৃক্ষ। এসব ক্ষেত্রে 'একগাদা বইগুলো', 'সকল শিক্ষকমণ্ডলী', 'সকল ছাত্রগণ' 'সকল বৃক্ষসমূহ' ইত্যাদি প্রয়োগ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন–

- সকল ছাত্রগণ নিয়মিত স্কুলে যায় না।
  শুদ্ধ : সকল ছাত্র নিয়মিত স্কুলে যায় না।
- সকল শিক্ষকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
  শুদ্ধ : সকল শিক্ষককে স্বাগত জানাই।
- যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।
  শুদ্ধ : যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
- সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে না।
  শুদ্ধ : সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে না।

যথার্থ শব্দের অপপ্রয়োগজনিত ভুল : অনেক সময় শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞানতার কারণে যথার্থ শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকে। যেমন–

- বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
  শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

- তিনি স্ত্রীক কুষ্টিয়ায় থাকেন।
  শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক কুষ্টিয়ায় থাকেন।
- মেয়েটি ভয়ানক বুদ্ধিমতী।
  শুদ্ধ : মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।
- আগত সোমবারে সে জাপান যাবে।
  শুদ্ধ : আগামী সোমবার সে জাপান যাবে।

বিশেষ্যের স্থানে বিশেষণের প্রয়োগজনিত ভুল : বাক্যে প্রতিটি পদই একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে। তাই বাক্যে যেখানে বিশেষ্য পদ ব্যবহার করতে হবে, সেখানে বিশেষণকে বিশেষ্য ভেবে প্রয়োগ করায় নিম্নোক্ত ধরনের ভুল হয়। যেমন–

- দুর্বলবশত সে আসতে পারেনি।
  শুদ্ধ : দুর্বলতাবশত সে আসতে পারেনি।
- সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।
  শুদ্ধ : সর্বদাই তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
- তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে সবাই মর্মাহত।
  শুদ্ধ : তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে সবাই মর্মাহত।

যথার্থ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল : কিছু শব্দ আছে যেগুলো বাক্যে সাধারণত বিশেষণ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই শব্দগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়।

- বাংলাদেশ উন্নতশীল দেশ।
  শুদ্ধ : বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ।
- সমৃদ্ধমান পরিবারে মেয়েটির জন্ম।
  শুদ্ধ : সমৃদ্ধ পরিবারে মেয়েটির জন্ম।
- তোমার সঙ্গে গোপন পরামর্শ আছে।
  শুদ্ধ : তোমার সঙ্গে গোপনীয় পরামর্শ আছে।

বাহুল্য শব্দ প্রয়োগজনিত ভুল : বাক্যে একই অর্থবিশিষ্ট শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগ ঘটে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এরূপ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অশুদ্ধ বলেই গণ্য হয়। যেমন–

- তার দু-চোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।
  শুদ্ধ : তার দু-চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
- বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
  শুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূল উৎপাটিত হয়েছে।
- মেয়েটি দারুণ সবুদ্ধিমতী।
  শুদ্ধ : মেয়েটি দারুণ বুদ্ধিমতী।
- সবিনয়পূর্বক নিবেদন।
  শুদ্ধ : সবিনয় নিবেদন।
- ব্যাপরটা তার আয়ত্তাধীন নয়।
- **শুদ্ধ :** ব্যাপরটা তার আয়ত্তে নয়।

লিঙ্গ-অসংগতিজনিত ভুল : স্ত্রীবাচক বিশেষ্য শব্দের সাথে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে তা অশুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। যেমন–

- স্মৃতির মতো বুদ্ধিমান বালিকা এ গ্রামে নেই।
  শুদ্ধ : স্মৃতির মতো বুদ্ধিমতী বালিকা এ গ্রামে নেই।
- আজ তার কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ে।
  শুদ্ধ : আজ তার কনিষ্ঠা কন্যার বিয়ে।
- আজকাল বিদ্বান মহিলার অভাব নেই।
  শুদ্ধ : আজকাল বিদুষী মহিলার অভাব নেই।
- বেগম রোকেয়ার মতো মহান নারী কয়জন হয়?
  শুদ্ধ : বেগম রোকেয়ার মতো মহীয়সী নারী কয়জন হয়?

বাচ্যজনিত ভুল : কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও করার ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও হওয়া ক্রিয়ার রূপ হয়। যেমন–

- সূর্য উদয় হয়েছে।
  শুদ্ধ : সূর্য উদিত হয়েছে।
- আমি সন্তোষ হলাম।
  শুদ্ধ : আমি সন্তুষ্ট হলাম।
- তার কথাই প্রমাণ হয়েছে।
  শুদ্ধ : তার কথাই প্রমাণিত হয়েছে।
- সে অপমান হয়েছে।
  শুদ্ধ : সে অপমানিত হয়েছে।

প্রবাদ- প্রবচনের পরিবর্তনজনিত ভুল : প্রবাদ-প্রবচনের রূপের পরিবর্তন অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যেমন–

- ধর্মের পাল বাতাসে নড়ে।
  শুদ্ধ : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
- দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
  শুদ্ধ : দশচক্রে ভগবান ভূত।
- চোরে চোরে খালাতো ভাই।
  শুদ্ধ : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
- অতি ভক্তি ডাকাতের লক্ষণ।
  শুদ্ধ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
- কইয়ের তেলে মাছ ভাজা।
  শুদ্ধ : কইয়ের তেলে কই ভাজা।
- গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
  শুদ্ধ : গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
- যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।
  শুদ্ধ : যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

বাগ্‌ধারার শব্দ পরিবর্তনজনিত ভুল : বাগ্‌ধারার যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন–

- শয়তানটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।
  শুদ্ধ : শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।
- কৃপণের নিকট চাঁদা চাওয়া বনে ক্রন্দনমাত্র।
  শুদ্ধ : কৃপণের নিকট চাঁদা চাওয়া অরণ্যে রোদনমাত্র।
- তোমার তো বারো মাসে বছর, কোনো কাজই তাড়াতাড়ি করতে পার না।
  শুদ্ধ : তোমার তো আঠারো মাসে বছর, কোনো কাজই তাড়াতাড়ি করতে পার না।
- তাকে সদুপদেশ দান, উলুবনে সোনা ছাড়ানোর মতোই নিষ্ফল।
  শুদ্ধ : তাকে সদুপদেশ দান, উলুবনে মুক্তা ছাড়ানোর মতোই নিষ্ফল।

বিশেষণের দ্বিত্বজনিত ভুল : বিশেষণ শব্দের সাথে পুনরায় বিভ্রান্তিবশত বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের ফলে কিছু কিছু ভুল শব্দ গঠিত হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাক্য অশুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন–

- প্রবাসী স্বামীর জন্যে সে বড়ই আকুলিত হয়ে আছে।
  শুদ্ধ : প্রবাসী স্বামীর জন্য সে বড়ই আকুল হয়ে আছে।
- সানন্দিতাচিত্তে সে এ কথা বলল।
  শুদ্ধ : সানন্দচিত্তে সে এ কথা বলল।
- তার কথা সঠিক নয়।
  শুদ্ধ : তার কথা ঠিক নয়।
- মার্কিনিরা স্বশিক্ষিত জাতি।
  শুদ্ধ : মার্কিনিরা শিক্ষিত জাতি।
- সবিনয়পূর্বক নিবেদন এই যে।
  শুদ্ধ : সবিনয় নিবেদন এই যে।

বাক্যে পদবিন্যাসের ভুল

বাক্যে বিশেষণের সংগতিপূর্ণ প্রয়োগ : বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষণ কোনো না কোনো শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষণটির সম্পর্কিত শব্দের পাশেই অবস্থান হওয়া উচিত। এর ব্যতিক্রম হলে অর্থবিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। যেমন–

- শিবিরে দু-সপ্তাহের বড়জোর খাদ্য আছে।
  শুদ্ধ : শিবিরে বড়জোর দুসপ্তাহের খাদ্য আছে।
- মাসব্যাপী কুষ্টিয়ায় বৃক্ষমেলা শুরু হয়েছে।
  শুদ্ধ : কুষ্টিয়ায় মাসব্যাপী বৃক্ষমেলা শুরু হয়েছে।
- খাঁটি গরুর দুধ।
  শুদ্ধ : গরুর খাঁটি দুধ।
- ভালো ছাগলের মাংস।
  শুদ্ধ : ছাগলের ভালো মাংস।

বাক্যে সর্বনামের সংগতিপূর্ণ প্রয়োগ : কোনো কোনো সময় বাক্যে সর্বনামের অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন–

- সন্ত্রাসীরা তিনি ও তাঁর আইনজীবীকে হত্যা করেছে।
  শুদ্ধ : সন্ত্রাসীরা তাঁকে ও তাঁর আইনজীবীকে হত্যা করেছে।
- আমি চাই, তারা তার ইচ্ছামতো কাজ করুক।
  শুদ্ধ : আমি চাই, তারা তাদের ইচ্ছামতো কাজ করুক।

বাক্যে অব্যয়ের সংগতিপূর্ণ প্রয়োগ : বাক্যে অব্যয়ের ব্যবহার হতে হবে যথাস্থানে। যেমন–

- অনেক সময়ই তো থাকলে, একটু আর থাক না।
  শুদ্ধ : অনেক সময়ই তো থাকলে, আর একটু থাক না।
- সবাইকেই যেতে হবে, কেউই থাকবে না।
  শুদ্ধ : সবাইকেই যেতে হবে, তাই কেউই থাকবে না।
- গরিবের ওপর সদয় হও।
  শুদ্ধ : গরিবের প্রতি সদয় হও।
- সে ভাত রাঁধেনি, কিন্তু হাঁড়িতে চাল ছিল না।
  শুদ্ধ : সে ভাত রাঁধেনি, কারণ হাঁড়িতে চাল ছিল না।
- লিজু শহরে থাকতে চায়; এবং তার স্বামী তাতে রাজি হচ্ছে না।
  শুদ্ধ : লিজু শহরে থাকতে চায়; কিন্তু তার স্বামী তাতে রাজি হচ্ছে না।

ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়াকালের সংগতিপূর্ণ প্রয়োগ : যথার্থ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ না হলে বাক্য সংগতিপূর্ণ হয় না। যেমন–

- দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য তিনি দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন।
  শুদ্ধ : দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য তিনি দীর্ঘ বক্তব্য দিলেন।
- আজকাল যখন-তখন বিদ্যুৎ-বিভ্রাট দেখা যাচ্ছে।
  শুদ্ধ : আজকাল যখন-তখন বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ঘটছে।
- সম্মেলনে নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য বেশকিছু সিদ্ধান্ত করা হয়।
  শুদ্ধ : সম্মেলনে নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের বিশিষ্ট শিল্পীরা গান করেন।
  শুদ্ধ : অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের বিশিষ্ট শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন।

সাধু ও চলিতরীতির মিশ্রণজনিত অসংগতি : ভাষা প্রয়োগে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষনীয়। যেমন–

- অশুদ্ধ : শিক্ষককে দেখে সে চলিয়া গেল।
  চলিত : শিক্ষককে দেখে সে চলে গেল।
  সাধু : শিক্ষককে দেখিয়া সে চলিয়া গেল।
- অশুদ্ধ : হঠাৎ আসিয়া তিনি চলে গেলেন।
  চলিত : হঠাৎ এসে তিনি চলে গেলেন।
  সাধু : হঠাৎ আসিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।
- মিশ্রিত : যাহা করিবার তা-ই করেছি।
  সাধু : যাহা করিবার তাহাই করিয়াছি।
  চলিত : যা করার তা-ই করেছি।

বাক্যে বচন প্রয়োগের অসংগতি :

- দেশের উন্নয়নে তারা নিজেকে নিয়োজিত করেছে।
  শুদ্ধ : দেশের উন্নয়নে তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছে।
- আমাদেরগ্রামে যে কজন ডাক্তার আছে, তার মধ্যে অর্ধেকই হাতুড়ে ডাক্তার।
  শুদ্ধ : আমাদের গ্রামে যে কজন ডাক্তার আছে, তাদের মধ্যে অর্ধেকই হাতুড়ে ডাক্তার।
- যারা নিজেকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।
  শুদ্ধ : যারা নিজেদের সাহায্য করে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন।
- কিছু লোক আছে যে নিজের স্বার্থ বড় করে দেখে।
  শুদ্ধ : কিছু লোক আছে যারা নিজের স্বার্থ বড় করে দেখে।

সংগতিপূর্ণ বিভক্তি প্রয়োগ : বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে তোলার জন্য বিভক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন–

- আন্দোলন করায় দশজন কর্মচারী বহিষ্কার করা হয়েছে।
  শুদ্ধ : আন্দোলন করায় দশ কর্মচারীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
- বর্তমান বেশিরভাগ ছাত্রই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে।
  শুদ্ধ : বর্তমানে বেশিরভাগ ছাত্রই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে।

গুরুচণ্ডালী দোষজনিত ভুল : তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সাথে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। যেমন–

- বউ গরুর শকটে বাপের বাড়ি গেল।
  শুদ্ধ : বউ গরুর গাড়িতে বাপের বাড়ি গেল।
- তারা শ্মশানে শব পোড়াচ্ছে।
  শুদ্ধ : তারা শ্মশানে শব দাহ করছে।
- সতীশ মড়াদাহ করতে শ্মশানে গেল।
  শুদ্ধ : সতীশ মড়া পোড়াতে শ্মশানে গেল।

প্রত্যয়জনিত ত্রুটি : বাক্যে অনেক সময় প্রত্যয়জনিত ত্রুটি লক্ষ করা যায়। যেমন–

- রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
  শুদ্ধ : রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
- তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।
  শুদ্ধ : তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
- সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন কর।
  শুদ্ধ : সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন কর।
- আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
  শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- তার সৌজন্যতা ভুলতে পারব না।
  শুদ্ধ : তার সৌজন্য ভুলতে পারব না।

সন্ধিঘটিত অশুদ্ধ : সন্ধিজনিত কিছু ত্রুটি লক্ষ করা যায়। যেমন–

- জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।
  শুদ্ধ : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।
- তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
  শুদ্ধ : তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
- বাংলা ব্যাকরণ অত্যান্ত জটিল।
  শুদ্ধ : বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।
- ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে।
  শুদ্ধ : ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।
- লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।
  শুদ্ধ : লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।

সমাসঘটিত অশুদ্ধ : সমাসনিষ্পন্ন কিছু বানানের ক্ষেত্রে সচরাচর ভুল হয়। যেমন–

- সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।
  শুদ্ধ : সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
- তার মতো করিতকর্মী লোক হয় না।
  শুদ্ধ : তার মতো করিতকর্মা লোক হয় না।

অসংগতিপূর্ণ শব্দের ব্যবহার : অসংগতিপূর্ণ কিছু শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলো পরিহার করতে হবে। যেমন–

- তার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
  শুদ্ধ : তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।
- এ দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।
  শুদ্ধ : এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃৎকম্প শুরু হলো।
- মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
  শুদ্ধ : মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
- আগত শনিবারে তারা যাবে।
  শুদ্ধ : আগামী শনিবারে তারা যাবে।

অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধকরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তোমার সাথে আমার একটি গোপন পরামর্শ আছে।	তোমার সঙ্গে আমার একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিৎ।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
আমি বড় অপমান হইয়াছি।	আমি বড় অপমানিত হইয়াছি।
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে।	সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।
জ্যোৎস্না রাত বড়ই মাধুর্যময়।	জ্যোৎস্না রাত বড়ই মধুর।
তুমি নির্দোষী নও।	তুমি নির্দোষ নও।
বিপদগ্রস্থকে সাহায্য কর।	বিপদগ্রস্তকে সাহায্য কর।
তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।	তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।
তিনি মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।	তিনি মনঃকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।
দরীদ্রকে দয়া কর।	দরিদ্রকে দয়া কর।
মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রসা কর।	মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রূষা কর।
অক্ষির জলে বুক ভেসে গেল।	চোখের জলে বুক ভেসে গেল।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
আমি এখন ভীষণ ব্যাস্ত।	আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।
হাতে ব্যাথা পেয়েছি।	হাতে ব্যথা পেয়েছি।
দারিদ্র্যতার মধ্যেই মহত্ব আছে।	দরিদ্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।
মেয়েটি স্বয়ম্বর।	মেয়েটি স্বয়ম্বরা।
আবাল্য হতে তিনি কবি প্রিয়।	বাল্য হতেই তিনি কাব্যপ্রিয়।
মনরঞ্জন মনমোহনের বড় ভাই।	মনোরঞ্জন মনোমোহনের বড় ভাই।
এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।	এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
সারা জীবন ভুতের মজুরি খেটে মরলাম।	সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।
বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল।	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।	তার দুচোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
এ মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।	এ মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
এ প্রেক্ষিতে আমরা ঘটনাটি ঘটিয়েছি।	এ পরিপ্রেক্ষিতে (প্রেক্ষাপটে) আমরা ঘটনাটি ঘটিয়েছি।
আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনমুগ্ধকর।	আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর।
বাংলা বানান আয়ত্ব করা কঠিন নয়।	বাংলা বানান আয়ত্ত করা কঠিন নয়।
যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল।	যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল।
এমন অসহনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।	এমন অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।
বমালশুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে।	বমাল বা মালশুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে।
মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপ ভুগছে।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।	পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
দৈন্যতা সব সময় ভাল নয়।	দীনতা সবসময় ভালো নয়।
তিনি স্বস্ত্রীক বাজারে গিয়েছেন।	তিনি সস্ত্রীক বাজারে গিয়েছেন।
সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে।	সে ক্রোধান্ধ হইয়াছে।
সশঙ্কিত চিত্তে সে বলল।	শঙ্কিত চিত্তে সে বলল।
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
তুমি, রহিম ও আমি আজ পড়িতে যাইব।	রহিম, তুমি ও আমি আজ পড়তে যাব।
আইনানুসারে তিনি এ কাজ করতে	আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পারেন না।	না।
এটি অপক্ক হাতের লেখা।	এটি কাঁচা হাতের লেখা।
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।	বৃক্ষটি সমূল উৎপাটিত হইয়াছে।
মেয়েটি সুকেশিনী ও সুহাসি।	মেয়েটি সুকেশী ও সুহাসিনী।
আমার এ কাজে মনোযোগীতা নাই।	আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।
সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।
শরীর অসুস্থ্যের জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।	অসুস্থতার জন্য আমি কল্য আসিতে পারি নাই।
সকল সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন।	সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন।
আশাকরি তুমি আরোগ্য হইয়াছ।	আশাকরি তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াছ।
ইহা প্রমাণ হইয়াছে।	ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।
তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
অন্যভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
একের লাঠি দশের বোঝা।	দশের লাঠি একের বোঝা।
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম।	চরিত্রহীন লোক পশ্বাধম।
সবিনয় পূর্বক নিবেদন করি।	সবিনয় নিবেদন করি।
বিদ্যান হইতে হলে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়।	বিদ্বান হতে হলে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়।
দিবারাত্র পরিশ্রমে তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।	দিবারাত্র পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।
তাহার সৌন্দর্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।	তার সৌজন্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
দুর্বিসহ বাননটি অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল লেখে।	দুর্বিষহ বাননটি অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল লেখে।
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন ভাল নয়।	আকণ্ঠ ভোজন ভালো নয়।
ছেলেটি নিষ্পাপী নিরপরাধী কিন্তু সেই সেষ বংশের মাথায় চুনকালী দিল।	ছেলেটি নিষ্পাপ, নিরপরাধ কিন্তু সে-ই শেষ পর্যন্ত বংশের মুখে চুনকালি দিল।
আমি সন্তোষ হইলাম।	আমি সন্তুষ্ট হইলাম।
আজকাল বিদ্বান মেয়ের অভাব নেই।	আজকাল বিদুষী মেয়ের অভাব নেই।
এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।
ইতিপূর্বে তার সাথে হয় নাই।	ইতঃপূর্বে তার সঙ্গে দেখা হয়নি।
কায়কোবাদ মহাশশান লেখেন।	কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' লেখেন।
শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধশালী হইতে পারে।	শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে।
উহার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যাথিত হইয়াছি।	তাহার উদ্ধত (বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ) আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।
তাহার দুর্দমনীয় অধ্যাবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।	তাহার অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।
তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।	তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখিতে পাই।
আমি এইঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখিয়াছি (বা প্রত্যক্ষ করিয়াছি)।
ছোট নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করল।	নাটিকাটি সবাইকে মুগ্ধ করল।
তার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।
সে এমন রূপসী যেন অপ্সরী।	সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।
অধ্যাপনাই ছাত্রদের তাপস্যা।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্য হইল।	এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল।
এখন আমার এই পুস্তকের কোনো	এখন আমার এই পুস্তকের কোনো

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবশ্যক নাই।	আবশ্যকতা নাই।
এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
সঙ্কট অবস্থায় পড়িলাম।	সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়লাম।
যুদ্ধ শেষ হইল।	যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।
এ কথা আমার মনে উদয় হইল।	এ কথা আমার মনে উদিত হইল।
ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।	ইহা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে।
অতিশয় দুঃখ হইল।	সাতিশয় দুঃখ হইল।
বুদ্ধিমতী রমণীগণ।	বুদ্ধিমতী রমণীরা।

ব্যাখ্যায়নে বাক্যশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
'আমার সন্তান যেন থাকে দুধ ও ভাতে', এই কথা কবি বলেছেন।	আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে, এই কথা কবি বলেছেন।	দুধ ও ভাতে > দুধেভাতে
অক্লান্তি হীনভাবে প্রজন্ম চত্বরে জমায়েত হচ্ছে।	ক্লান্তিহীনভাবে প্রজন্ম চত্বরে জমায়েত হচ্ছে।	অক্লান্তি হীনভাবে > ক্লান্তিহীনভাবে
অক্ষির জলে বুকে ভেসে গেল	চোখের জলে বুক ভেসে গেল।	অক্ষির > চোখের
অধ্যায়ন ছাত্রদের তপস্যা।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।	অধ্যায়ন > অধ্যয়নই
অনুমতি ছাড়া কারখানায় ঢোকা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।	অনুমতি ছাড়া কারখানায় ঢোকা আইনত দণ্ডনীয়/আইনত অপরাধ।	আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ > আইনত দণ্ডনীয়/আইনত অপরাধ
অন্যকোনো উপায়ন্তর না দেখে তারা গুলি ছুড়তে লাগল।	অন্যকোনো উপায় না দেখে তারা গুলি ছুড়তে লাগল।	উপায়ন্তর > উপায়
অন্যাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।	অন্যাভাবে > অন্নাভাবে এবং প্রতি ঘরে ঘরে > প্রতি ঘরে
অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নির্বার্য।	অন্যায়ের প্রতিফলন অনিবার্য।	প্রতিফল > প্রতিফলন এবং দুর্নির্বার্য > অনিবার্য
অভাবে চরিত্র নষ্ট।	অভাবে স্বভাব নষ্ট।	চরিত্র > স্বভাব
অরন্য জনপদে একটি চমৎকার পুস্তক।	'অরণ্য জনপদে' একটি চমৎকার পুস্তক।	অরন্য > অরণ্য
অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।	অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।	আরোগ্য হলেন > আরোগ্য লাভ করলেন
অশ্রুজলে তার কপল ভিজে গেছে।	অশ্রুতে তার কপল ভিজে গেছে।	অশ্রুজলে > অশ্রুতে
আইনানুসারে তিনি এ কাজ করতে পারেন না।	আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না।	আইনানুসারে > আইনত
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন ভালো নয়।	আকণ্ঠ ভোজন ভালো নয়।	আকণ্ঠ পর্যন্ত > আকণ্ঠ
আগুনের দ্বারা নিভে গেছে কতকগুলো প্রাণ।	আগুনে নিভে গেছে কতকগুলো প্রাণ।	আগুনের দ্বারা > আগুনে
আগে সিংহ চিহ্নিত আসনে বসে রাজা দেশ চালাতেন।	আগে সিংহাসনে বসে রাজা দেশ চালাতেন।	সিংহ চিহ্নিত আসনে > সিংহাসনে
আজকাল বিদ্বান মেয়ের অভাব নেই	আজকাল বিদুষী মেয়ের অভাব নেই।	বিদ্বান > বিদুষী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনমুগ্ধকর।	আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর।	মনমুগ্ধকর > মনোমুগ্ধকর
আপনার এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন।	আপনার এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনি দিবারাত্র/দিনরাত পরিশ্রম করেছেন।	দিবারাত্রি > দিবারাত্র/দিনরাত
আপনারাই প্রথম তাদেরকে সুস্বাগতম জানালেন।	আপনারাই প্রথম তাদের স্বাগত জানালেন।	তাদেরকে সুস্বাগতম > তাদের স্বাগত
আপনি জনগণের হয়েও তাদের পক্ষে সাক্ষী দেননি।	আপনি জনগণের হয়েও তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেননি।	সাক্ষী > সাক্ষ্য
আপনি তো গরিবদেরকে সাহায্য করেন না।	আপনি তো গরিবদের সাহায্য করেন না/আপনি তো গরিবকে সাহায্য করেন না।	গরিবদেরকে > গরিবদের/গরিবকে
আপনি তো ছুরিতে মানুষ মারেন।	আপনি তো ছুরি দিয়ে মানুষ মারেন।	ছুরিতে > ছুরি দিয়ে
আপনি বা হুজুর যদি বলেন, তাহলে (আমি) যাই।	আপনি বা হুজুর যদি বলেন, তাহলে (আমি) যাব।	যাই > যাব
আপনি রবীন্দ্রনাথকে পড়ে কী পেলেন?	আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়ে কী পেলেন?	রবীন্দ্রনাথকে > রবীন্দ্রনাথ
আপনি সদাসর্বদা জনগণের মঙ্গল চেয়েছেন।	আপনি সর্বদা/সবসময় জনগণের মঙ্গল চেয়েছেন।	সদাসর্বদা > সর্বদা/সবসময়
আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।	স্বপরিবার > সপরিবারে
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিৎ।	আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	কার্পণ্যতা অনুচিৎ > কার্পণ্য অনুচিত
আবাল্য হতে তিনি কাব্যপ্রিয়।	আবাল্য তিনি কাব্যপ্রিয়।	আবাল্য > বাল্য
আমরা এমন কিছু মানুষদেরকে চিনি, যারা এখনও দেশের জন্য প্রাণ দেবে।	আমরা এমন কিছু মানুষকে চিনি, যারা এখনও দেশের জন্য প্রাণ দেবে।	মানুষদেরকে > মানুষকে
আমরা বাংলা দেশের সুসন্তান এই কথা যেন কদাপিও না ভুলি	আমরা বাংলাদেশের সুসন্তান এই কথা যেন কখনো না ভুলি।	কদাপিও > কখনো
আমাদের প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন নর-নারীর বৈষম্যতা দূর করতে।	আমাদের প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন নর-নারীর বৈষম্য দূর করতে।	বৈষম্যতা > বৈষম্য
আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নেই।	আমার আর বাঁচার সাধ নেই।	বাঁচিবার > বাঁচার স্বাদ > সাধ
আমার এ কাজে মনোযোগীতা নাই	আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।	মনোযোগীতা > মনোযোগ
আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।	অপমান > অপমানিত
আমি অর্থাৎ হাসান জেনে শুনে ভুল করি না।	আমি অর্থাৎ হাসান জেনে শুনে ভুল করে না।	করি > করে

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখিয়াছি (বা প্রত্যক্ষ করিয়াছি)।	প্রত্যক্ষ করিয়াছি > দেখিয়াছি/প্রত্যক্ষ করিয়াছি
আমি এই মানুষটিকে চিনি।	আমি এই মানুষকে চিনি/আমি মানুষটিকে চিনি।	এই মানুষটিকে > এই মানুষকে/মানুষটিকে
আমি এখন ভীষণ ব্যাস্ত।	আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।	ব্যাস্ত > ব্যস্ত
আমি বড় অপমান হইয়াছি।	আমি বড় অপমানিত হইয়াছি।	অপমান > অপমানিত
আমি সন্তোষ্ট হইলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।	সন্তোষ্ট হইলাম > সন্তুষ্ট হলাম
আমি সাক্ষী দিয়েছি।	আমি সাক্ষ্য দিয়েছি।	সাক্ষী > সাক্ষ্য
আমি, সে আর তুমি কাজটি করব।	সে, তুমি আর আমি কাজটি করব।	আমি, সে আর তুমি > সে, তুমি আর আমি
আশা করি তুমি আরোগ্য হইয়াছ।	আশা করি তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াছ।	আরোগ্য হইয়াছ > আরোগ্য লাভ করিয়াছ
ইতিপূর্বে তার সঙ্গে দেখা হয় নাই।	ইতঃপূর্বে তার সঙ্গে দেখা হয়নি।	ইতিপূর্বে > ইতঃপূর্বে
ইতিমধ্যে আপনি বলেছেন, আপনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।	ইতোমধ্যে আপনি বলেছেন, আপনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।	ইতিমধ্যে > ইতোমধ্যে
ইত্যাবসারে বৃদ্ধ লোকটির দিন কাটে।	ইত্যবসারে বৃদ্ধ লোকটির দিন কাটে।	ইত্যাবসারে > ইত্যবসারে
ইহা একটি কিম্বদন্তী।	ইহা একটি কিংবদন্তি।	কিম্বদন্তী > কিংবদন্তি
ইহা প্রমাণ হইয়াছে।	ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।	প্রমাণ > প্রমাণিত
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।	আবশ্যক > আবশ্যকতা
উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	উৎপন্ন > উৎপাদন
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপরোক্ত > উপর্যুক্ত
উল্লেখিত বিষয় হলো তিনি এখন সমাজসেবী।	উল্লিখিত বিষয় হলো তিনি এখন সমাজসেবী।	উল্লেখিত > উল্লিখিত
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।	ইহার আবশ্যক > ইহার আবশ্যকতা
উহার উদ্ধতপূর্ণ আচারণে ব্যাথিত হইয়াছি।	তাহার উদ্ধত (বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ) আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।	উদ্ধতপূর্ণ > উদ্ধত/ঔদ্ধত্যপূর্ণ
এ কলম দিয়ে কাজ হবে না।	এ কলমকে দিয়ে কাজ হবে না।	কলম > কলমকে
এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।	এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।	কাজটি > কাজটি করা নহে > নয়
এ কাজে তাহার হস্ত পাকা।	এ কাজে তার হাত পাকা।	তাহার হস্ত > তার হাত
এ প্রেক্ষিতে আমরা ঘটনাটি ঘটিয়েছি।	এ পরিপ্রেক্ষিতে (প্রেক্ষাপটে) আমরা ঘটনাটি ঘটিয়েছি।	এ প্রেক্ষিতে > এ পরিপ্রেক্ষিতে/প্রেক্ষাপটে
এ বিষয়ে তাহারা সচেষ্টিত নহে।	এ বিষয়ে তাহারা সচেষ্ট নয়।	সচেষ্টিত > সচেষ্ট নহে > নয়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
এ মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।	এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।	মহান নারীর > মহীয়সী নারীর
এরূপ জীবন কল্পনা করতেও আমাদের আতঙ্কিত হয়েছিল।	এরূপ জীবন কল্পনা করতেও আমাদের আতঙ্কিত হতে হয়েছিল।	আতঙ্কিত > আতঙ্ক হতে
এই কলমটিকে দিয়ে ভালো লেখা হয়।	কলমটি দিয়ে ভালো লেখা হয়।	এই কলমটিকে দিয়ে > কলমটি দিয়ে
এই কাজে স্বার্থকতা লাভ করিতে চাইলে আরও মনযোগ করিতে হইবে	এই কাজে সার্থকতা লাভ করিতে চাইলে আরও মনোযোগ দিতে হইবে।	স্বার্থকতা > সার্থকতা, মনযোগ > মনোযোগ
এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।	অগ্রহায়ণে > মাঘে
এক সদ্যোজাত শিশুর সর্বাংগীন কুশলতা কামনা করে তিনি কাব্যিকতা করেছেন।	এক সদ্যোজাত শিশুর সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।	সর্বাংগীন কুশলতা > সর্বাঙ্গীণ কুশল, কাব্যিকতা > কাব্য রচনা
একসময় আমের কাননে মিটিং বসেছিল।	একসময় আম্রকাননে মিটিং বসেছিল/একসময় আমের বাগানে মিটিং বসেছিল।	আমের কাননে > আম্রকাননে/আমের বাগানে
একের লাঠি দশের বোঝা।	দশের লাঠি একের বোঝা।	একের লাঠি দশের > দশের লাঠি একের
এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।	এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।	খাঁটি গরুর দুধ > গরুর খাঁটি দুধ
এটা অপক্ব হাতের লেখা।	এটা কাঁচা হাতের লেখা।	অপক্ব > কাঁচা
এটি অপক্ব হাতের কাজ।	এটি অপটু হাতের কাজ।	অপক্ব > অপটু
এটি একটি মহৎ আবিস্কার।	এটি একটি মহৎ আবিষ্কার।	আবিস্কার > আবিষ্কার
এটি দল কোন্দল।	এটি দলীয় কোন্দল।	দল কোন্দল > দলীয় কোন্দল
এটি সার্বজনীন ব্যাপার।	এটি সর্বজনীন ব্যাপার।	সার্বজনীন > সর্বজনীন
এত বড় মানুষ হয়েও আপনার সৌজন্যতার কমতি নেই।	এত বড় মানুষ হয়েও আপনার সৌজন্যের/সুজনতার কমতি নেই।	সৌজন্যতার > সৌজন্যের/সুজনতার
এমন অষহনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।	এমন অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।	অষহনীয় ব্যাথা > অসহ্য ব্যথা
এমন কিছু লোকদের কথা বললেন, যারা রাজাকার।	এমন কিছু লোকের কথা বললেন, যারা রাজাকার।	লোকদের > লোকের
এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার যে ঘটবে তাহা কদাপিও চিন্তা করিনি	এমন লজ্জাকর ব্যাপার যে ঘটবে তা কখনো চিন্তা করিনি।	লজ্জাস্কর > লজ্জাকর, তাহা কদাপি > তা কখনো
এর একটা ব্যাবস্থা কর।	এর একটা ব্যবস্থা কর।	ব্যাবস্থা > ব্যবস্থা
ঐ লোকটি খুব সৎ।	লোকটি খুব সৎ।	ঐ লকোট > লোকটি
কস্ট অর্থ ক্লেস।	কষ্ট অর্থ ক্লেশ।	কস্ট > কষ্ট, ক্লেস > ক্লেশ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
কায়কবাদ মহাশশান লেখেন।	কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' লেখেন।	কায়কবাদ > কায়কোবাদ, মহাশশান > মহাশ্মশান
কালীদাস বিখ্যাত কবি।	কালিদাস বিখ্যাত কবি।	কালীদাস > কালিদাস
কিছু কিছু মানুষ আছে যে অন্যের ভালো দেখতে পারে না।	কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের ভালো দেখতে পারে না।	যে > যারা
কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ণ রচনা করেছিলেন।	কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন।	কীর্তিবাস বাঙলা > কৃত্তিবাস বাংলায়
কুআকারের মানুষগুলো ভালো স্বভাবেরও হয়।	কদাকার মানুষগুলো ভালো স্বভাবেরও হয়।	কুআকারের > কদাকার
কুপুরুষের মতো কথা বল কেন?	কাপুরুষের মতো কথা বল কেন?	কুপুরুষের > কাপুরুষের
ক্রিয়ার সঙ্গে যেসব বিভক্তি যুক্ত হয়, তাদের ক্রিয়াবিভক্তি বলে।	ক্রিয়ার সঙ্গে যেসব বিভক্তি যুক্ত হয়, তাদের ক্রিয়াবিভক্তি বলে।	তাদের > তাদের
ক্ষমা একটি মহানগুণ	ক্ষমা একটি মহৎ গুণ।	মহানগুণ > মহৎ গুণ
গরুকে দিয়ে শুধু লাঙল নয় গাড়িও টানা হয়।	গরু দিয়ে শুধু লাঙল নয় গাড়িও টানা হয়।	গরুকে > গরু
গেলাসে করে দুধ দাও।	গ্লাসে দুধ দাও।	গেলাসে করে > গ্লাসে
ঘটনাটি শুনে আপনি তো উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিলেন।	ঘটনাটি শুনে আপনি তো উদ্বেল হয়েছিলেন।	উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিলেন > উদ্বেল হয়েছিলেন
ঘড়িকে হাতে দাও।	ঘড়ি হাতে দাও/ঘড়িটি হাতে দাও।	ঘড়িকে > ঘড়ি/ঘড়িটি
ঘরটি ছিমছিমে অন্ধকার।	ঘরটি ঘুটঘুটে অন্ধকার।	ছিমছিমে > ঘুটঘুটে
ঘামজলে তার শার্ট ভিজে গেছে।	ঘামে তার শার্ট ভিজে গেছে।	ঘামজলে > ঘামে
ঘি মাখা ভাত ডিম দিয়ে খেতে খুব মজা।	ঘিভাত ডিম দিয়ে খেতে খুব মজা।	ঘি মাখা ভাত > ঘিভাত
ছয়টি ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ।	ছয় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ।	সমাহারের দেশ > দেশ
ছেলেটি নিস্পাপী নিরপরাধী কিন্তু সেই সেষ বংশের মাথায় চূণকালী দিল।	ছেলেটি নিষ্পাপ, নিরপরাধ কিন্তু শেষ পর্যন্ত বংশের মুখে চুনকালি দিল ।	নিস্পাপী নিরপরাধী > নিস্পাপ, নিরপরাধ; মাথায় চূণকালী > মুখে চুনকালি
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।	ভয়ানক > অত্যন্ত
ছোট নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করল।	ছোট নাটিকাটি সবাইকে মুগ্ধ করল ।	ছোট নাটকটি > নাটিকাটি
জ্যোৎস্না রাত বড়ই মাধুর্যময়।	জ্যোৎস্না রাত বড়ই মধুর।	মাধুর্যময় > মধুর
ঢাকা দিন দিন তার ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলছে।	ঢাকা দিন দিন তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।	ভারসাম্যতা > ভারসাম্য
ঢাকার সৌন্দর্যতা বৃদ্ধিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।	ঢাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।	সৌন্দর্যতা > সৌন্দর্য
তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, ঠান্ডা ভাতে ঘি।	তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি।	ঠান্ডা > পান্তা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
তাড়া আমরাতলায় বসে আমরা খাওয়ার সময় মালির তারা খেয়েছে।	তারা আমড়াতলায় বসে আমড়া খাওয়ার সময় মালির তাড়া খেয়েছে।	তাড়া আমরাতলায় > তারা আমড়াতলায়, আমরা > আমড়া, তারা খেয়েছে > তাড়া খেয়েছে
তবলাওয়ালা ভালোই তবলা বাজায়।	তবলাবাদক/তবলচি ভালোই তবলা বাজায়।	তবলাওয়ালা > তবলচি/তবলাবাদক
তাদের যথোচিত পুরষ্কার দাও।	তাদের যথোচিত পুরস্কার দাও।	পুরষ্কার > পুরস্কার
তাদেরকে দিয়ে এ কাজ করিও না।	তাদের দিয়ে এ কাজ করিও না।	তাদেরকে > তাদের
তার অন্তর অজ্ঞান সমুদ্রে আচ্ছন্ন।	তার অন্তর তিমিরাচ্ছন্ন।	অজ্ঞান সমুদ্রে আচ্ছন্ন > তিমিরাচ্ছন্ন
তার কথার মাধুর্যতা নাই।	তার কথার মাধুর্য নাই।	মাধুর্যতা > মাধুর্য/মধুরতা
তার দারিদ্রতা অসহনীয়	তার দরিদ্রতা অসহনীয়	দারিদ্রতা > দারিদ্র্য/দরিদ্রতা
তার দু-চোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।	তার দু-চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।	অশ্রুজলে > অশ্রুতে
তার দুরাবস্থা দেখিলে দুঃখী হয়।	তার দুরবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।	দুরাবস্থা > দুরবস্থা, দুঃখী > দুঃখ
তার মা খুব মহান নেতা ছিলেন।	তার মা খুব মহীয়সী নেত্রী ছিলেন।	মা খুব মহান নেতা > মা খুব মহীয়সী নেত্রী
তার সব ছেলেরাই কৃতি	তার সব ছেলেই কৃতী	সব ছেলেরাই কৃতি > সব ছেলেই কৃতী
তারকাবৃন্দ আকাশে মিটিমিটি জ্বলছে।	তারকারাজি আকাশে মিটিমিটি জ্বলছে।	তারকাবৃন্দ > তারকারাজি
তারা শব পোড়াতে গেল।	তারা শবদাহ করতে গেল।	শব পোড়াতে > শবদাহ করতে
তালে কানা লোককে দিয়ে কিছুই হবে না।	তালকানা লোককে দিয়ে কিছুই হবে না।	তালে কানা > তালকানা
তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।	তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখিতে পাই।	সখ্যতা > সখ্য
তাহার জীবন সংশয়ময়।	তাহার জীবন সংশয়াপন্ন।	সংশয়ময় > সংশয়াপন্ন
তাহার দুর্দমনীয় অধ্যাবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।	তাহার দুর্দমনীয় অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।	দুর্দমনীয় অধ্যাবসায় > অধ্যবসায়
তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।	বৈমাত্রেয় সহোদর > বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।	তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।	সাংঘাতিক আনন্দ > অপরিসীম আনন্দ
তাহার সৌন্দর্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।	তাহার সৌজন্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।	সৌন্দর্যবোধ > সৌজন্যবোধ
তাহারা যেন ভূল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।	তাহারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।	ভূল > ভুল
তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।	সাক্ষী > সাক্ষ্য
তিনি মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।	তিনি মনঃকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।	মনোকষ্টে > মনঃকষ্টে
তিনি স্বসম্মানে হল ত্যাগ করলেন।	তিনি সসম্মানে হল ত্যাগ করলেন।	স্বসম্মানে > সসম্মানে
তিনি স্বস্ত্রীক বাজারে গিয়েছেন।	তিনি সস্ত্রীক বাজারে গিয়েছেন।	স্বস্ত্রীক > সস্ত্রীক

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
তুমি কী ঢাকা যাবে?	তুমি কি ঢাকা যাবে?	কী > কি
তুমি নির্দোষী নও।	তুমি নির্দোষ নও।	নির্দোষী > নির্দোষ
তুমি, করিম ও আমি আজ পড়িতে যাইব।	করিম, তুমি ও আমি আজ পড়িতে যাইব।	তুমি, করিম ও আমি > করিম, তুমি ও আমি
তোমার কথায় বুকেতে আঘাত পাই।	তোমার কথায় বুকে আঘাত পাই।	বুকেতে > বুকে
তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না।	তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।	তিরষ্কার বা পুরষ্কার > তিরস্কার বা পুরস্কার
তোমার সাথে আমার একটি গোপন পরামর্শ আছে।	তোমার সাথে আমার একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।	গোপন পরামর্শ > গোপনীয় পরামর্শ
দরিদ্র আমাদের দেশের একটি অভিশাপ।	দারিদ্র্য আমাদের দেশের একটি অভিশাপ।	দরিদ্র > দারিদ্র্য
দরীদ্রকে দয়া কর ।	দরিদ্রকে দয়া কর।	দরীদ্রকে > দরিদ্রকে
দারিদ্র কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মহান করেছে।	দারিদ্র্য কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মহান করেছে।	দারিদ্র > দারিদ্র্য
দারিদ্রতার মধ্যেই মহত্ব আছে।	দরিদ্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।	দারিদ্রতার > দরিদ্রতার, মহত্ব > মহত্ত্ব
দিবারাত্র পরিশ্রমে তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।	দিবারাত্র পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।	শারীরিক স্বাস্থ্য > স্বাস্থ্য
দুধ মাখা ভাত কাকে খায়।	দুধ ভাত কাকে খায়।	দুধ মাখা ভাত > দুধভাত
দুর্বলতাবশতঃ অনাথিনী বসে পড়ল।	দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল।	দুর্বলতাবশতঃ অনাথিনী > দুর্বলতাবশত অনাথা
দুর্বিসহ বানানটি অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল লেখে।	দুর্বিষহ বানানটি অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল লেখে।	দুর্বিসহ > দুর্বিষহ, ব্যক্তি ভুল > ব্যক্তি ভুল
দৈনতা সবসময় ভালো নয়।	দীনতা সবসময় ভালো নয়।	দৈনতা > দীনতা
দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়।	দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।	মহত্বের > মহত্ত্বের
ধর্মের কল বাতাসেতে নড়ে।	ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।	বাতাসেতে > বাতাসে
বইকে পুড়িয়ে ফেল/বইগুলোকে পুড়িয়ে ফেলো।	বইটি পুড়িয়ে ফেল/বইগুলো পুড়িয়ে ফেল।	বইকে > বই/বইটি, বইগুলোকে > বইগুলো
বইটি তার জরুরি প্রয়োজন।	বইটি তার খুব প্রয়োজন।	জরুরি > খুব
নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মরাদাহ দেখিতে লাগিলাম। চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া আঁধার করে তুলিছিল যে আমাদের নিঃশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল।	নদীর তীরে যাইয়া আমরা শবদাহ দেখিতে লাগিলাম। তার ধূমে সমস্ত স্থান এরূপ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল যে আমাদের নিশ্বাস রোধ হইয়া যাইতেছিল।	নদীর ঘাটে > নদীর তীরে, মরাদাহ > শবদাহ, চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা > তার ধূমে সমস্ত স্থান, আঁধার করে তুলিছিল > এরূপ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, নিঃশ্বাস আটকাইয়া > নিঃশ্বাস রোধ হইয়া
পরবর্তিকালে/পরবর্তী সময়ে আপনি আসবেন।	পরবর্তীতে আপনি আসবেন।	পরবর্তীকালে/পরবর্তী সময়ে > পরবর্তীতে
পরের মাথায় বন্দুক রেখে শিকার।	পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার।	মাথায় > কাঁধে
পাহাড়কে নাড়ায় সাধ্য	পাহাড় নাড়ায় সাধ্য	পাহাড়কে > পাহাড়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
কার।	কার।	
পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।	পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।	পিপিলিকা আর মরিচিকার > পিপীলিকা আর মরীচিকার
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ উপস্থিত ছিলেন।	প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।	মন্ত্রীবর্গ > মন্ত্রী
প্রাতকালে লোকটি গাত্রস্থান করে।	প্রাতঃকালে লোকটি গাত্রত্থান করে।	প্রাতকালে > প্রাতঃকালে, গাত্রস্থান > গাত্রোত্থান
প্রায়ই অর্থ কথাগুলো বড় অস্পষ্ট হয়ে থাকে	বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে	প্রায়ই অর্থ কথাগুলো বড় অস্পষ্ট হয়ে > বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে
প্রেমগঙ্গা আজ এমন করিয়া উদ্বেল আর হইল কেন?	প্রেমযমুনা আজ এমন উদ্বেল হইল কেন?	প্রেমগঙ্গা > প্রেমযমুনা, এমন করিয়া উদ্বেল আর > এমন উদ্বেল
ফুল দিয়ে তাঁকে সুস্বাগতম জানানো সবার কর্তব্য।	ফুল দিয়ে তাঁকে স্বাগতম জানানো সবার কর্তব্য।	সুস্বাগতম > স্বাগতম
বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ানক প্রতিভা ছিল।	বঙ্কিমচন্দ্রের আসাধারণ প্রতিভা ছিল।	বংকিমচন্দ্রের ভয়ানক > বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ
বমালশুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে।	বমাল চোর ধরা পড়েছে।	বমালশুদ্ধ > বমাল বা মালসুদ্ধ
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।	উন্নতশীল > উন্নয়নশীল
বাংলা বানান আয়ত্ব করা কঠিন নয়।	বাংলা বানান আয়ত্ত করা কঠিন নয়।	আয়ত্ব > আয়ত্ত
বাংলা ব্যাকরণ অত্যান্ত জটিল	বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল	অত্যান্ত > অত্যন্ত
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল আধুনিক রাষ্ট্র।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল আধুনিক রাষ্ট্র।	উন্নতশীল > উন্নতিশীল/উন্নয়নশীল
বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।	শ্রেষ্ঠতর > শ্রেষ্ঠ
বাজিকরের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হলো ।	বাজিকরের অদ্ভুত খেলা দেখে ছাত্ররা আনন্দিত হলো।	ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত > খেলা দেখে ছাত্ররা আনন্দিত
বাসের ধাক্কায় তিনি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।	বাসের ধাক্কায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।	চোখের দৃষ্টিশক্তি > দৃষ্টিশক্তি
বিকার লোক যে-কোনো সময় ক্ষতি করতে পারে।	বিকৃত লোক যে-কোনো সময় ক্ষতি করতে পারে।	বিকার লোক > বিকৃত লোক
বিদ্যান বক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন।	বিদ্বান ব্যক্তি দারিদ্র্যের শিকার হন।	বিদ্যান বক্তিগণ দরিদ্রের > বিদ্বান ব্যক্তি দারিদ্র্যের
বিদ্যান লোকেরা মনে করেন আমাদের ছেলেমেয়েরা অধ্যায়ন ছেড়েছে বলেই তারা ব্যাথা, আকাঙ্খা, মুহূর্ত, প্রতিযোগীতা, দারিদ্রতা ইত্যাদি বানান ভূল করে।	বিদ্বান লোকরা মনে করেন আমাদের ছেলেমেয়েরা অধ্যয়ন ছেড়েছে বলেই তারা ব্যথা, আকাঙ্ক্ষা, মুহূর্ত, প্রতিযোগিতা, দরিদ্রতা ইত্যাদি বানান ভুল করে।	বিদ্যান > বিদ্বান; অধ্যায়ন > অধ্যয়ন; ব্যাথা, আকাঙ্খা > ব্যথা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিযোগীতা > প্রতিযোগিতা
বিদ্যান হইতে হলে	বিদ্বান হতে হলে	বিদ্যান হইতে হলে > বিদ্বান হতে হলে

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়।	নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়।	হতে হলে
বিপদগ্রস্থকে সাহায্য কর।	বিপদগ্রস্তকে সাহায্য কর।	বিপদগ্রস্থকে > বিপদগ্রস্তকে
বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল।	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।	বুনো কচু > বুনো ওল
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।	বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।	সমূলসহ > মূলসহ
বেশি চাতুর্যতা দেখাতে গিয়ে শেষে নিজেই দল থেকে বাদ পড়লেন।	বেশি চাতুর্যত দেখাতে গিয়ে শেষে নিজেই দল থেকে বাদ পড়লেন।	চাতুর্যতা > চাতুর্য/চতুরতা
ব্যাপারটি ছিল আপনার জন্য লজ্জাস্কর।	ব্যাপারটি ছিল আপনার জন্য লজ্জাজনক।	লজ্জাস্কর > লজ্জাজনক
ভাত ছড়ালে শালিখের অভাব হয় না।	ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।	শালিখের > কাকের
ভারত ব্রিটিশদের অধীনস্ত ছিল বলেই তারা যুদ্ধ করেছিল।	ভারত ব্রিটিশদের অধীনে/ অধীনস্থ ছিল বলেই তারা যুদ্ধ করেছিল।	অধীনস্থ > অধীনে/অধীনস্থ
ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষা দাও।	ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।	ভিক্ষুকদেরকে > ভিক্ষুককে/ভিক্ষুকদের
মনরঞ্জন মনমোহনের বড় ভাই।	মনোরঞ্জন মনমোহনের বড় ভাই।	মনরঞ্জন মনমোহনের > মনোরঞ্জন মনোমোহনের
মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।	মনোস্তাপ > মনস্তাপে
মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।	মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।	সভাগৃহে > সভাকক্ষে
মাতাহীন শিশুর অনেক দুঃখ।	মাতৃহীন শিশুর অনেক দুঃখ।	মাতাহীন > মাতৃহীন
মাল বহনকারী গাড়িগুলোতে আগুন ধরিয়ে তারা পালাল।	মালগাড়িগুলোয় আগুন ধরিয়ে তারা পালাল।	মাল বহনকারী গাড়িগুলোতে > মালগাড়িগুলোয়
মুমূর্ষ রোগীকে শুশ্রসা কর।	মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রূষা কর।	মুমূর্ষ> মুমূর্ষু, শুশ্রসা> শুশ্রূষা
জাদুঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না।	জাদুঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না।	যাদুঘরে কিন্তু যাদু > জাদুঘরে কিন্তু জাদু
যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল	যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল।	লোকসমূহ > লোক
যেসব ছাত্রদের নিয়ে কথা তারা বখাটে।	যেসব ছাত্র নিয়ে কথা তারা বখাটে।	যেসব ছাত্রদের>যেসব ছাত্র
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।	উৎকর্ষতা > উৎকর্ষ
লক্ষ লক্ষ জনতারা সভায় উপস্থিত হয়েছিল।	লক্ষ লক্ষ জনতা সভায় উপস্থিত হয়েছিল।	জনতারা > জনতা
লালালু খুব পুষ্টিকর।	লাল আলু খুব পুষ্টিকর।	লালালু > লাল আলু
লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।	লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।	মনযোগ > মনোযোগ
লোকজন তার প্রতিকূলে নাই।	লোকজন তার অনুকূলে নাই।	প্রতিকূলে > অনুকূলে
লোকটি কায়দায় নাই।	লোকটি বেকায়দায়	কায়দায় নাই > বেকায়দায়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
	আছে।	আছে
লোকটি মিশির মতো কালো হয়েও সাদা মনের মানুষ।	লোকটি মিশকালো হয়েও সাদা মনের মানুষ।	মিশির মতো কালো > মিশকালো
শওকত ওসমানের কৃতদাসের হাসি একটি আদমজি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস।	শওকত ওসমানের ক্রীতদাসের হাসি আদমজী পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস।	কৃতদাসের হাসি > ক্রীতদাসের হাসি
শরীর অসুস্থের জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।	অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।	শরীর অসুস্থের জন্য আমি কাল > অসুস্থতার জন্য আমি কাল
শশান ঘাট কোথায়।	শ্মশানঘাট কোথায়?	শশান ঘাট > শ্মশানঘাট
শশীভূষণ কি আসে নাই?	শশিভূষণ কি আসে নাই?	শশীভূষণ > শশিভূষণ
শহর ও গ্রামে এখন ইলেকশনের আমেজ।	শহরে ও গ্রামে এখন ইলেকশনের আমেজ।	শহর ও গ্রামে > শহরে ও গ্রামে
শহীদুল্লাহ কায়সার এবং মুনীর চৌধুরী দুজনই দেশের জন্য প্রাণ দিলেন।	শহীদুল্লাহ কায়সার ও মুনীর চৌধুরী দুজনই দেশের জন্য প্রাণ দিলেন।	এবং > ও
শিক্ষা উপ-পরিচালক ও সহ-উপ পরিচালক আজ এই স্কুলে আসবেন।	শিক্ষা উপপরিচালক ও সহ-উপপরিচালক আজ এই স্কুলে আসবেন।	উপ-পরিচালক ও সহ-উপপরিচালক > উপপরিচালক ও সহ-উপপরিচালক
শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধশালী হইতে পারে।	শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে।	সমৃদ্ধশালী > সমৃদ্ধ/সমৃদ্ধিশালী
শুধু নিজের না, দেশের উৎকর্ষতা সাধন করা প্রত্যেকেরই উচিত।	শুধু নিজের না, দেশের উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা সাধন করা প্রত্যেকেরই উচিত।	উৎকর্ষতা > উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধুমাত্র > শুধু
শুনেছি আপনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।	শুনেছি আপনি সস্ত্রীক/স্ত্রীসহ ঢাকায় থাকেন।	স্বস্ত্রীক > সস্ত্রীক/স্ত্রীসহ
সকল দৈন্যতা দূর হয়ে যাক।	সকল দৈন্য দূর হয়ে যাক/সকল দীনতা দূর হয়ে যাক।	দৈন্যতা > দৈন্য/দীনতা
সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্যগণ > সভ্যগণ
সকল সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন।	সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন।	সকল সুধীমণ্ডলী > সুধীমণ্ডলী
সকল/সমস্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করেছে জনতা।	সকল/সমস্ত যুদ্ধাপরাধীর বিচার দাবি করেছে জনতা।	সকল/সমস্ত যুদ্ধাপরাধীদের > সকল/সমস্ত যুদ্ধাপরাধীর
সৎ চরিত্রবান লোক সবার কাছে প্রিয়।	চরিত্রবান লোক সবার কাছে প্রিয়।	সৎ চরিত্রবান > চরিত্রবান
সত্য প্রমাণ হোক।	সত্য প্রমাণিত হোক।	প্রমাণ > প্রমাণিত
সব পাখিরা ঘর বাঁধে না।	সব পাখি ঘর বাঁধে না।	সব পাখিরা > সব পাখি
সব মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?	সব মাছগুলোর> মাছগুলোর
সবাই বাবা-মার সুস্বাস্থ্য কামনা করে।	সবাই বাবা-মার সুস্থতা কামনা করে।	সুস্বাস্থ্য > সুস্থতা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	যেখানে পরিবর্তন হয়েছে
সবিনয় পূর্বক নিবেদন করি	বিনয়পূর্বক নিবেদন করি।	সবিনয় পূর্বক > বিনয়পূর্বক
সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে	সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।	বাহুল্যতা > বাহুল্য
সশঙ্কিত চিত্তে সে বলল	শঙ্কিত চিত্তে সে বলল।	সশঙ্কিত > শঙ্কিত
সাপুড়ে সাপকে খেলায়।	সাপুড়ে সাপ খেলায়।	সাপুড়ে সাপকে > সাপুড়ে সাপ
সারা জীবন ভুতের মজুরি খেটে মরলাম।	সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।	ভুতের মজুরি খেটে > ভূতের বেগার খেটে
সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক > সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক
সুজন, অন্যান্য মেয়র প্রার্থীদের খবর কী?	সুজন, অন্যান্য মেয়র প্রার্থীর খবর কী?	মেয়র প্রার্থীদের > মেয়রপ্রার্থীর
সূর্য উদয় হয়নি।	সূর্য উদিত হয়নি।	সূর্য উদয় > সূর্য উদিত
সে এমন রূপসী যেন অপ্সরী।	সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।	রূপসী যেন অপ্সরী > রূপবতী যেন অপ্সরা
সে কৌতুক করার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না।	সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিল না।	সম্বরণ > সংবরণ
সে ক্যান্সারজনিক কারণে মারা গেছে।	সে ক্যানসার/ ক্যানসারজনিক রোগে মারা গেছে।	ক্যারসারজনিত কারণে > ক্যানসার/ ক্যানসারজনিক রোগে
সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে।	সে ক্রোধান্ধ হইয়াছে।	ক্রোধে আত্মহারা হইয়া > ক্রোধান্ধ হইয়াছে
সে ভুড়ি ভুড়ি খেয়ে ভুরিটি বাড়িয়েছে।	সে ভূরি ভূরি খেয়ে ভুঁড়িটি বাড়িয়েছে।	ভুড়ি ভুড়ি খেয়ে ভুরিটি > ভূরি ভূরি খেয়ে ভুঁড়িটি
সে শৈশবেই মাতা বাপ হারিয়েছে।	সে শৈশবেই মা-বাবা হারিয়েছে।	মাতা বাপ > মা-বাবা
সে সংকট অবস্থায় পড়েছে।	সে সংকটে পড়েছে।	সংকট অবস্থায় > সংকটে
সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।	সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হবে।	অপমান > অপমানিত
সেলিনা হোসেন একজন বিদ্বান লেখিকা।	সেলিনা হোসেন একজন বিদ্বান লেখক/সেলিনা হোসেন একজন বিদুষী লেখিকা)	বিদ্বান লেখিকা > বিদ্বান লেখক/বিদুষী লেখিকা
স্নেহভাজন পুরুষলোককে পত্রের মূল আদিতে কল্যানীয়াসু বলিয়া সম্বোধন করিবে।	স্নেহভাজন পুরুষলোককে লিখিত পত্রের আদিতে কল্যাণীয়েষু বলিয়া সম্বোধন করিবে।	কল্যানীয়াসু > কল্যাণীয়েষু
স্বল্পবিদ্যা ভয়ংকরী।	অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।	স্বল্পবিদ্যা > অল্প বিদ্যা
হাতে ব্যাথা পেয়েছি	হাতে ব্যথা পেয়েছি।	ব্যাথা > ব্যথা
হীন চরিত্রবান লোক পশ্বধম	চরিত্রহীন লোক পশ্বাধম।	হীন চরিত্রবান > চরিত্রহীন, পশ্বাধম > পশ্বাধম

বিগত সালের বিসিএস প্রশ্নাবলি (লিখিত)

৪৩তম বিসিএস

- রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
  শুদ্ধ : রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
- সৌজন্যতার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না।
  শুদ্ধ : সৌজন্যর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না।
- শুধুমাত্র তোমার আশায় এ পর্যন্ত এলাম।
  শুদ্ধ : শুধু তোমার আশায় এ পর্যন্ত এলাম।
- সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের কাম্য।
  শুদ্ধ : সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের কাম্য।
- আমার সনদপত্রগুলো সত্যায়িত করা প্রয়োজন।
  শুদ্ধ : আমার সনদপত্রগুলো সত্যায়ন করা প্রয়োজন।
- আজকাল সব ছাত্রছাত্রীগণ অমনোযোগী।
  শুদ্ধ : আজকাল ছাত্রছাত্রীগণ অমনোযোগী।

৪১তম বিসিএস

- গাছটি সমূলসহ উৎপাটন হয়েছে।
  শুদ্ধরূপ : গাছটি সমূলে/মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
- ষষ্টদশতম প্রতিযোগীতায় সে পুরষ্কৃত হয়েছে।
  শুদ্ধরূপ : ষষ্ঠদশ প্রতিযোগিতায় সে পুরস্কৃত হয়েছে।
- আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পন্যতা অনুচিত।
  শুদ্ধরূপ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- কেবলমাত্র তার বৈমাত্রেয় সহোদর উপস্থিত ছিল।
  শুদ্ধরূপ : কেবল/মাত্র তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উপস্থিত ছিল।
- দূরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিত্যাজ্য।
  শুদ্ধরূপ : দুরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিত্যাজ্য।
- পরবর্তীতে এলে তার অপমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
  শুদ্ধরূপ : পরবর্তীতে এলে তার অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

৪০তম বিসিএস

- দুর্বলবশত সে আসতে পারেনি।
  শুদ্ধ : দুর্বলতাবশত সে আসতে পারেনি।
- শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে দেখা হবে।
  শুদ্ধ : শুধু অফিস চলাকালীন দেখা হবে।
- সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।
  শুদ্ধ : আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।
- দূরারোগ্য ব্যাধির স্বীকারে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়।
  শুদ্ধ : দুরারোগ্য ব্যাধির শিকারে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়।
- এ স্মরণিটি কবি নজরুলের স্বরণে নামকরণ করা হয়েছে।
  শুদ্ধ : এ সরণি কবি নজরুলের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ সকল সুখের মুল।
  শুদ্ধ : স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল।

৩৮তম বিসিএস

- পূর্ব দিকে সূর্য উদয় হয়।
  শুদ্ধ : পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হয়।
- আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।
  শুদ্ধ : আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।
  শুদ্ধ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত মেধাবী কবি ছিলেন।
- সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।
  শুদ্ধ : সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী।
- ইহার আবশ্যক নাই।
  শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই।

৩৭তম বিসিএস

- যে সমস্ত শিক্ষার্থী অমনযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।
  শুদ্ধ : যেসব শিক্ষার্থী অমনোযোগী সেসব শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় বেশি অকৃতকার্য হয়।
- আপনি স্বপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।
  শুদ্ধ : আপনি সপরিবার ও সবান্ধব আমন্ত্রিত।
- তার পরশ্রীকারতা দেখে আমি মুগ্ধ।
  শুদ্ধ : তার পরশ্রীকাতরতা দেখে আমি বিরক্ত।
- আজ রাতে বজ্রপতনের সম্ভাবনা আছে।
  শুদ্ধ : আজ রাতে বজ্রপাতের আশঙ্কা আছে।
- তোমর মত ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাকর।
  শুদ্ধ : তোমার মতো ব্যক্তির জন্য সর্বদা কার্পণ্য করা লজ্জাকর।
- জৈষ্ঠ্য মাসে তার সর্ব জেষ্ঠ্য ছেলের বিয়ে হয়।
  শুদ্ধ : জ্যৈষ্ঠ মাসে তার জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে হয়।

৩৬তম বিসিএস

- তাহার সৌন্দর্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
  শুদ্ধ : তার সৌন্দর্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
- এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী নিস্তব্ধ হয়ে গেল।
  শুদ্ধ : এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী স্তব্ধ হয়ে গেল।
- ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।
  শুদ্ধ : ইতঃপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।
- মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে সু স্বাগত জানানো হলো।
  শুদ্ধ : মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানানো হলো।
- তার সাংঘতিক আনন্দ হলো।
  শুদ্ধ : তার খুব আনন্দ হলো।
- ছেলেটি অহর্নিশি তার মাকে জ্বালাতন করে।
  শুদ্ধ : ছেলেটি অহর্নিশ তার মাকে জ্বালাতন করে।

৩৫তম বিসিএস

- যথাযথ স্থানে যথার্থ বাক্যের শব্দটি স্থাপন করতে হবে।
  শুদ্ধ : যথাযথভাবে বাক্যে শব্দ প্রয়োগ করতে হবে।
- তিনি একজন বৃন্দ- আবৃত্তিকার।
  শুদ্ধ : তিনি একজন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার।
- আমি তার কথায় বিশ্বাস রাখিতে পারলাম না।
  শুদ্ধ : আমি তার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারলাম না।
- দুষ্কৃতকারী সন্দেহে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করেছে।
  শুদ্ধ : দুষ্কৃতকারী সন্দেহে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে।
- অধ্যক্ষ মহোদয় সমুদয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন।
  শুদ্ধ : অধ্যক্ষ মহোদয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত করলেন।
- তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি।
  শুদ্ধ : তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন।

৩৪তম বিসিএস

- তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।
  শুদ্ধ : তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।
- এ খবরটি অত্যান্ত বেদনাদায়ক।
  শুদ্ধ : খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
- মুখস্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
  শুদ্ধ : মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
- তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।
  শুদ্ধ : তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন।
- সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।
  শুদ্ধ : সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
- এটি একটি অনুবাদিত গ্রন্থ।
  শুদ্ধ : এটি একটি অনূদিত গ্রন্থ।
- আমি অপমান হয়েছি।
  শুদ্ধ : আমি অপমানিত হয়েছি।
- এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।
  শুদ্ধ : এ ব্যক্তি সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ।
- এ তো তার দূর্লভ সৌভাগ্য।
  শুদ্ধ : এ তো তার দুর্লভ সৌভাগ্য।
- তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে।
  শুদ্ধ : তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।
- বালকটি আরোগ্য হয়েছে।
  শুদ্ধ : বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।
- সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।
  শুদ্ধ : সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

৩৩তম বিসিএস

- এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।
  শুদ্ধ : এসব লোককে আমি চিনি/এই লোকগুলোকে আমি চিনি।
- তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।
  শুদ্ধ : তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়।
- শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।
  শুদ্ধ : শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
- তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানুষ।
  শুদ্ধ : তিনি নিরহংকার ও নিরপরাধ মানুষ।
- সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।
  শুদ্ধ : সে গাছ থেকে নামল।
- অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হবে।
  শুদ্ধ : অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।
- আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
  শুদ্ধ : আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
- তার দারিদ্র্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
  শুদ্ধ : তার দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
- আমি অপমান হয়েছি।
  শুদ্ধ : আমি অপমানিত হয়েছি।
- ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল।
  শুদ্ধ : ইতোমধ্যে গ্রামের সব লোক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিয়েছে।
- নিরপরাধী লোক কাকেও ভয় করে না।
  শুদ্ধ : নিরপরাধ লোক কাউকেই ভয় করে না।
- অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।
  শুদ্ধ : অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে।

৩২তম বিসিএস

- দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
  শুদ্ধ : দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
- ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।
  শুদ্ধ : ছাত্রীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
- এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।
  শুদ্ধ : এমন অসহ্য ব্যথা আমি কখনো অনুভব করিনি।
- আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
  শুদ্ধ : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
  শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
  শুদ্ধ : তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।

- সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।
  শুদ্ধ : সভ্যগণ এসেছেন।
- পাতায় পাতায় পরে শিশির শিশির।
  শুদ্ধ : পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
- ঝন্‌ঝা শেষ হইতে না হতে কুঝ্‌ঝটি অনচলটি ছাইয়া ফেললো।
  শুদ্ধ : ঝঞ্ঝা শেষ হতে না হতে কুজ্ঝটিকা অঞ্চলটি ছেয়ে ফেললো।
- পৈত্রিক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রস্থতা রক্ষা হয়, মহাদুপকার ও হয়।
  শুদ্ধ : পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহোপকারও হয়।
- সকলে একত্রিত হয়ে ধুমপান পরিত্যক্ত ঘোষণা করিলেন।
  শুদ্ধ : সকলে একত্র হয়ে ধূমপান বর্জনের ঘোষণা করলেন।
- অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।
  শুদ্ধ : অনূদিত কবিতাটি আবৃত্তি করে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

৩১তম বিসিএস

- সমস্ত প্রাণীকূলই পরিবেশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।
  শুদ্ধ : সব প্রাণীই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।
- মুমূর্ষ লোকটির সাহায্য করা উচিৎ।
  শুদ্ধ : মুমূর্ষু লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।
- তোমার কটূক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
  শুদ্ধ : তোমার কটূক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
- রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।
  শুদ্ধ : রুগ্‌ণ ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিক সাহায্য প্রয়োজন।
- কারোর জন্যই দৈন্যতা কাংখিত হতে পারে না।
  শুদ্ধ : কারো জন্যই দৈন্য/দীনতা কাম্য হতে পারে না।
- আমি বিভূতিভূষণ বন্দোপধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়িনি।
  শুদ্ধ : আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়িনি।
- পুকুর পরিস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরষ্কার ঘোষনা করেছে।
  শুদ্ধ : পুকুর পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।
- বিষয়টি মস্তিষ্ক গ্রহণ করার নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।
  শুদ্ধ : বিষয়টি মস্তিষ্কগ্রাহ্য নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।
- সে ভীবৎসো ঘটনা এখনও বিস্মিত হতে পারি নি।
  শুদ্ধ : সে বীভৎস ঘটনা এখনও বিস্মৃত হতে পারিনি।
- অনুষ্ঠানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত।
  শুদ্ধ : অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।
- লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক।
  শুদ্ধ : যারা লক্ষী মেয়ে ছিল, তারা এখন ঘোড়ায় চড়ছে।
- অদ্যক্ষ মহদয় ঘটনার বিশৎ বিবরণ জানতে চাইল।
  শুদ্ধ : অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনাটির বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন।

৩০তম বিসিএস

- অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।
  শুদ্ধ : অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকরা সমুদ্রসৈকতে ভিড় জমিয়েছে।
- তিনি স্বস্ত্রীক বাহিরে গেছেন।
  শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক বাইরে গেছেন।
- সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।
  শুদ্ধ : সকল ছাত্রের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
- অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
  শুদ্ধ : অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।
- মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।
  শুদ্ধ : মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরূদ্যানের সন্ধান মেলে।
- আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি।
  শুদ্ধ : আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
- আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা করা অনুচিত।
  শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- নতুন নতুন ছেলেগুলি বড়ই উতপাত করছে।
  শুদ্ধ : নতুন ছেলেগুলো বড়ই উৎপাত করছে।
- তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
  শুদ্ধ : তার মতো কৃতী ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
- রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিস্ময়।
  শুদ্ধ : রবীন্দ্র প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়।
- বিমানের সিলেটগামী আভ্যন্তরীন ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে।
  শুদ্ধ : সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি বিলম্বে ছাড়বে।
- ছাত্রদের কঠোর অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়।
  শুদ্ধ : ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

২৯তম বিসিএস

- বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
  শুদ্ধ : বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
- সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত।
  শুদ্ধ : সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
- সকলের সহযোগীতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।
  শুদ্ধ : সকলের সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই।
- ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।
  শুদ্ধ : ঝুড়িতে রাখা সব মাছের আকার এক।
- তাহার শুশ্রুষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।
  শুদ্ধ : তার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম।
- এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।
  শুদ্ধ : এমন অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।
- স্ব স্ব ভূমির পুষ্করিনী পরিস্কার করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।
  শুদ্ধ : নিজ নিজ পুকুর পরিষ্কার করার জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
- কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছে।
  শুদ্ধ : কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন।
- তিনি সানন্দিতচিত্তে সম্মতি দিলেন।
  শুদ্ধ : তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।
- সে যে ব্যাকারণের বিভিষীকায় ভিত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
  শুদ্ধ : সে যে ব্যাকরণের ভয়ে ভীত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
- নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়ত্ত্বাধীনে আছে।
  শুদ্ধ : নদীর তীরের সব জমি আমার আয়ত্তে আছে।
- ভূমিকম্পে উর্ধমুখী দালানটি ধ্বসে পড়লো।
  শুদ্ধ : ভূমিকম্পে দালানটি ধসে পড়ল।

২৮তম বিসিএস

- এমন মাধুর্যতাপূর্ণ আচরন সকলের মুগ্ধ সৃষ্টি কোরবেই।
  শুদ্ধ : এমন মাধুর্যপূর্ণ আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করবেই।
- সশঙ্কিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতা ভুগিবে এমন ভাবার কোনো কারনেই।
  শুদ্ধ : শঙ্কিত মানুষ বুদ্ধিহীনতায় ভুগবে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।
- প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় নাই, উহা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলীপুটে গ্রহণ করতে হয়।
  শুদ্ধ : প্রতিভা ফরমাশ দিয়ে গড়া যায় না, এটা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলিপুটে তা গ্রহণ করতে হয়।
- হল বিশাল খুড়িতেই কেচো গর্ত লম্বা বাহির সর্প থেকে।
  শুদ্ধ : কেঁচোর গর্ত খুঁড়তেই বিশাল লম্বা সাপ বের হলো।
- সকল ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিস্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতাগুলো রাস্তার এক পার্শ্বে স্তুপিকৃত করে রাখিতেছিল।
  শুদ্ধ : ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং পাতাগুলো রাস্তার একপাশে স্তূপ করে রাখছিল।
- বর্শা সজল মেঘকজ্জল দিবসে সূর্য্যের উজ্জলতা থাকে না।
  শুদ্ধ : বর্ষাসজল মেঘলা দিনে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।
- বাংলাদেশের সপক্ষে কী ভালো কী মন্দ, তাহা বাংলাদেশই ঠিক করবে।
  শুদ্ধ : বাংলাদেশের জন্য কী ভালো কী মন্দ, তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।
- বৈস্য সভ্যতার রোগ সারাইবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রোষধি।
  শুদ্ধ : বৈশ্য সভ্যতায় রোগ সারানোর উত্তম উপায় ছিল মন্ত্রৌষধি।

- মানুষের শারীরিক ঘেষা যেসব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরান।
  শুদ্ধ : মানুষের শরীর সংক্রান্ত যেসব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরোনো।
- অন্যের সঙ্গে ঐক্যতাবোধের দ্বারা যে মহত্ব ঘটাইয়া থাকে সেইটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য্য।
  শুদ্ধ : অন্যের সাথে একতাবোধের দ্বারা যে মহত্ত্ব ঘটে থাকে সেটাই মনের ঐশ্বর্য।
- এখনকার দিনে বাংলাদেশের সাহিত্য লোক লোকারণ্য বলে মনে হয়।
  শুদ্ধ : এখনকার বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গন লোকারণ্যে ভারাক্রান্ত বলে মনে হয়।

২৭তম বিসিএস

- তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন।
  শুদ্ধ : তিনি শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন।
- জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।
  শুদ্ধ : জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ।
- কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।
  শুদ্ধ : কাব্যটির উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা প্রশংসনীয়।
- বরীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
  শুদ্ধ : রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
- তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্যতা নেই।
  শুদ্ধ : তার কথার সাথে কাজের সামঞ্জস্য নেই।
- দারিদ্র্যতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।
  শুদ্ধ : দারিদ্র্যই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।
- দূর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য।
  শুদ্ধ : দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।
- নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর।
  শুদ্ধ : নেপালের ভৌগোলিক সীমানা বর্ণনা কর।
- সে কৌতূক করার কৌতুহল সম্বরন করতে পারল না।
  শুদ্ধ : সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
- স্বাধীনোত্তরকালে বাংলা নাটকের অত্যাধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।
  শুদ্ধ : স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা নাটকের বেশ উন্নতি হয়েছে।

২৫তম বিসিএস

- গড্ডালিকা প্রবাহ।
  শুদ্ধ : গড্ডলিকা প্রবাহ।
- ইহার আবশ্যক নাই।
  শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই।
- এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।
  শুদ্ধ : এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
- সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
  শুদ্ধ : সকল সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।
- তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় বাস করেন।
  শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় বসবাস করেন।
- লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে।
  শুদ্ধ : লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।
- বর্ণিত অবস্থা প্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়।
  শুদ্ধ : বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়।
- মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
  শুদ্ধ : মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
- স্বাক্ষরতা কর্মসূচী সফল হয়েছে।
  শুদ্ধ : সাক্ষরতা কর্মসূচি সফল হয়েছে।
- উপরোক্ত।
  শুদ্ধ : উপর্যুক্ত।

২৪তম বিসিএস

- বানান ভুল দোষণীয়।
  শুদ্ধ : বানান ভুল দূষণীয়।
- ইহা প্রমান হয়েছে।
  শুদ্ধ : এটি প্রমাণিত হয়েছে।
- উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম।
  শুদ্ধ : উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।
- অধীনস্ত কর্মচারীরা করেছে।
  শুদ্ধ : অধীন কর্মচারীরা কাজটি করেছে।
- ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।
  শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
- জাপান উন্নতশীল দেশ।
  শুদ্ধ : জাপান উন্নত দেশ।
- বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্যের উপাদান।
  শুদ্ধ : বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান।
- দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু।
  শুদ্ধ : দুষ্কৃতকারী সমাজের শত্রু।
- দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
  শুদ্ধ : দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
- বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।
  শুদ্ধ : বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।

২৩তম বিসিএস

- জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।
  শুদ্ধ : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।
- নিজের বিষয়ে তার কোন মনযোগ নেই।
  শুদ্ধ : নিজের বিষয়ে তার কোনো মনোযোগ নেই।
- তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
  শুদ্ধ : তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
- নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।
  শুদ্ধ : নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।
- সে আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করেছে।
  শুদ্ধ : সে আকণ্ঠ পান করেছে।
- মৃত্যু ভয়ে সে সশঙ্কিত হল।
  শুদ্ধ : মৃত্যু ভয়ে সে শঙ্কিত হলো।
- বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত।
  শুদ্ধ : বন্ধুকে তার ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত।
- তার সৃজিত ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল।
  শুদ্ধ : তার সৃষ্ট ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হলো।
- সে খুবই বিদ্যান ব্যক্তি।
  শুদ্ধ : সে খুবই বিদ্বান ব্যক্তি।

২২তম বিসিএস

- জমিজমার সামান্ন আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন।
  শুদ্ধ : জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনোমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।
- শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
  শুদ্ধ : শামসুর রাহমান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি।
- কলেজের পূনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।
  শুদ্ধ : কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।
- বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এলেন।
  শুদ্ধ : বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ খেয়ে এলেন।
- বাংলা ব্যাকরণ অত্যান্ত জটিল।
  শুদ্ধ : বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।
- বমালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।
  শুদ্ধ : মালসুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।
- আদালত তাকে সশরীরে হাজির হইবার নির্দেশ দিয়েছেন।

শুদ্ধ : আদালত তাকে সশরীর হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

✗ তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল।
শুদ্ধ : তার কঠোর পরিশ্রমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল।

✗ সে বড় দুরাবস্থায় পরেছে।
শুদ্ধ : সে বড় দুরবস্থায় পড়েছে।

✗ সাধারণ জন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে।
শুদ্ধ : সাধারণ জনগণ গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলে।

২১তম বিসিএস

✗ জ্ঞানি মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
শুদ্ধ : জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

✗ শিক্ষার্থিগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।
শুদ্ধ : শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।

✗ ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্বের লক্ষণ।
শুদ্ধ : ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।

✗ অঙ্ক কষিতে ভূল করা উচিৎ নয়।
শুদ্ধ : অঙ্ক কষতে ভুল করা উচিত নয়।

✗ অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।
শুদ্ধ : অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

✗ এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।
শুদ্ধ : এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃৎকম্প শুরু হলো।

✗ তিনি স্বত্রীক ষ্টেসনে গিয়াছে।
শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক স্টেশনে গিয়েছেন।

✗ সন্মান, সান্তনা, সন্তান, সমিচিন ইত্যাদি শব্দাবলী অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা শুদ্ধ লিখতে পারে না।
শুদ্ধ : সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমীচীন ইত্যাদি শব্দ অনেক ছাত্রছাত্রী শুদ্ধ লিখতে পারে না।

✗ রচণাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রহিয়াছে।
শুদ্ধ : রচনাটি ভাবগম্ভীর, তবে ভাষার দীনতা রয়েছে।

✗ তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
শুদ্ধ : তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।

২০তম বিসিএস

✗ রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
শুদ্ধ : রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।

✗ তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি।
শুদ্ধ : তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি।

✗ সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ : সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

✗ অন্যায়ের প্রতিদান দুর্নিবার্য।
শুদ্ধ : অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার।

✗ তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।
শুদ্ধ : তাদের মধ্যে বেশ সখিত্ব/সখ্য দেখতে পাই।

✗ এ দায়িত্ব আমাকে দিওনা।
শুদ্ধ : এ দায়িত্বভার আমাকে দিও না।

✗ শরীর অসুস্থের জন্য আমি কাল আসিনি।
শুদ্ধ : শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি।

✗ আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন?
শুদ্ধ : আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী বলেন, তবে ঐ মেয়েটিকে কী বলবেন?

✗ আমি সকলের সহযোগীতায় আবশ্যকীয় সার্থকতা লাভ করতে চাই।
শুদ্ধ : আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যক সার্থকতা লাভ করতে চাই।

✗ তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী।
শুদ্ধ : তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস/প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

১৮তম বিসিএস

✗ ইদানিংকালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।
শুদ্ধ : ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।

✗ প্রাণে ঐক্যতাণ বাজলে দুঃখ থাকে না।
শুদ্ধ : প্রাণে ঐকতান বাজলে দুঃখ থাকে না।

✗ তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হয়েছেন।
শুদ্ধ : তিনি প্রভাতেই বাড়ি থেকে বের হয়েছেন।

✗ এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।
শুদ্ধ : এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

✗ জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।
শুদ্ধ : তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

✗ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সৌদি আরবের শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছেন।
শুদ্ধ : সৌদি আরবের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা মিশন ঢাকা সফরে এসেছে।

✗ নীরিহ অতিথী শুধু আর্সিবাদ চেয়েছিলেন।
শুদ্ধ : নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।

✗ সুশিক্ষত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।
শুদ্ধ : সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সুশিক্ষিত।

✗ ভ্রান্তি কিছুতেই গুচেনা।
শুদ্ধ : ভ্রান্তি কখনো ঘোচে না।

✗ ব্যাধিই সংক্রমক, স্বাস্থ নয়।
শুদ্ধ : ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।

১৭তম বিসিএস

✗ তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না।
শুদ্ধ : তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।

✗ শারিরিক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকাবে।
শুদ্ধ : শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে।

✗ মুর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
শুদ্ধ : মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।

✗ মুহূর্তের ভুলে বিদুষীরাও বিপাকে পড়ে।
শুদ্ধ : মুহূর্তের ভুলে বিদুষীও বিপদে পড়ে।

✗ পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে।
শুদ্ধ : পুরান চাল ভাতে বাড়ে।

✗ সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
শুদ্ধ : সলজ্জ (লজ্জিত) হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।

✗ তার মত কুশলী শিল্পী ইদানিং কালে বিরল।
শুদ্ধ : তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল।

✗ আমার অধীনস্ত এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ।
শুদ্ধ : আমার অধীন এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত।

✗ তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করছেন।
শুদ্ধ : তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করছেন।

✗ একবিংশ শতক আসিতে আর মাত্র চারি বৎসর বাকি রয়েছে।
শুদ্ধ : একবিংশ শতাব্দী আসতে আর মাত্র চার বছর বাকি রয়েছে।

✗ সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের নাম হতেছে বাজেট।
শুদ্ধ : সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশের নাম হচ্ছে বাজেট।

✗ স্বাধিনতা ও বিজয় দিবশে সাভার জাতীয় সৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার ব্যবস্থা আছে।
শুদ্ধ : স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

✗ নতুবিধান ও সতুবিধান জানা থাকিলে বানান ভুল হবে না।
শুদ্ধ : ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না।

১৫তম বিসিএস

✗ আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব।
শুদ্ধ : তুমি, সে ও আমি কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।

✗ যিনি যথার্থ্যই বিদ্যান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করে না।
শুদ্ধ : যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না।

✗ তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশ গিয়াছে।
শুদ্ধ : তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গেছে।

✗ বিষয়টির বিষদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।
শুদ্ধ : বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

✗ ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
শুদ্ধ : ইহা একটি মূক-বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

✗ পরিবেশ দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।
শুদ্ধ : পরিবেশ দূষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।

✗ দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
শুদ্ধ : দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।

✗ এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই।
শুদ্ধ : এসব মানুষের কোনো ঠিকানা নেই।

✗ শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
শুদ্ধ : শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

✗ মণিষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
শুদ্ধ : মনীষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

✗ তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।
শুদ্ধ : তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।

✗ তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে সবাই দোষ দিবে।
শুদ্ধ : তার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে।

✗ তোমার সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও।
শুদ্ধ : তোমরা সুখে-দুঃখে একে অন্যের সাথি হও।

✗ বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।
শুদ্ধ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

১৩তম বিসিএস

✗ মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপ ভুগছে।
শুদ্ধ : মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।

✗ অত্যান্ত গরমে কষ্ঠ পাচ্ছি, বাতাস করিতেছ না কেন?
শুদ্ধ : অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না কেন?

✗ আমাদের দৈন্যতা দৃস্টি তোমার পুলকের কারণ কি?
শুদ্ধ : আমাদের দীনতা দেখে তোমার পুলকের কারণ কী?

✗ পিপীলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
শুদ্ধ : পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।

✗ বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী।
শুদ্ধ : বাবু চলিলেন যেন গজেন্দ্রগমন।

✗ ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনুবিকার দেখা দিয়েছে।
শুদ্ধ : ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।

✗ সর্বদেহে অসহ্যনীয় ব্যথা, ঔষধ দেব কোথায়?
শুদ্ধ : সর্বদেহে অসহ্য/অসহনীয় ব্যথা, ওষুধ দেব কোথায়? অথবা, সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথায়?

✗ কালনুক্রমানুসারে আমি সবই জানিতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
শুদ্ধ : কালক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।

✗ বিস্ময়াভিভূত হতবাক চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম।
শুদ্ধ : বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম।

✗ মনোনীত কবিতা হইতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।
শুদ্ধ : নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।

✗ মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সব শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলি বললেন।
শুদ্ধ : মাননীয়া সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষককে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন।

✗ অনাদি অনন্তকাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো।
শুদ্ধ : আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করব।

✗ রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছুলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।
শুদ্ধ : রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছলেন, তবু ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলা যায় না।

✗ অনোন্যপায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলাম।
শুদ্ধ : অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

১১তম বিসিএস

✗ এমন অসহ্যনীয় ব্যাথ্যা কখনও অনুভব করিনি।
শুদ্ধ : এমন অসহ্য ব্যথা কখনও অনুভব করিনি।

✗ সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারল না।
শুদ্ধ : সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।

✗ মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
শুদ্ধ : মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।

✗ সর্ববিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে।
শুদ্ধ : সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।

✗ অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
শুদ্ধ : অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।

✗ শশীভূষণ গীতাগুলী পাঠ করেছে।
শুদ্ধ : শশিভূষণ গীতাগুলি পাঠ করেছে।

✗ তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, আমার আর বাচার স্বাদ নেই।
শুদ্ধ : তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, আমার আর বাঁচার সাধ নেই।

✗ সে সঙ্কট অবস্থায় পড়েছে।
শুদ্ধ : সে সংকটে পড়েছে।

✗ আবাল হতেই সযত্নপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।
শুদ্ধ : আবাল্য সযত্নে ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।

✗ সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সৎকার করা উচিত।
শুদ্ধ : সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি সৎকার করা উচিত।

✗ তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।
শুদ্ধ : তার কাজের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

✗ মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।
শুদ্ধ : মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ।

✗ গতকাল নীলিমা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল।
শুদ্ধ : গতকাল নীলিমা লালপেড়ে শাড়ি পরেছিল।

✗ তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
শুদ্ধ : তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভপর নয়।

১০ম বিসিএস

✗ তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।
শুদ্ধ : তিনি সানন্দ চিত্তে সম্মতি দিলেন।

✗ লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।
শুদ্ধ : লেখাপড়ায় তার মন নেই।

✗ তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত ছিল।
শুদ্ধ : তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।

✗ তার মত ত্বরিত কর্মী লোক হয় না।
শুদ্ধ : তার মতো তড়িৎকর্মা লোক হয় না।

✗ সে দলের মধ্যে সবেচেয়ে শ্রেষ্টতম খেলোয়াড়।
শুদ্ধ : সে দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

✗ বিবাদমান দুটি দলের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।
শুদ্ধ : বিবদমান দুটো দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে।

✗ হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘনীয়।
শুদ্ধ : হিমালয় পর্বত দুরতিক্রম্য।

✗ তিনি এখন সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।
শুদ্ধ : তিনি এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।

✗ সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।
শুদ্ধ : সে ভিড়ে হারিয়ে গেল।